উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম বসন্তে শুধুই পরীক্ষার গল্প। এখন সার দিয়ে আসছে নানা পরীক্ষা। কিন্তু মানুষের জীবনের পুরোটাই তো পরীক্ষায় ভরা। পরীক্ষাই মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় সত্যের সামনে। এবার প্রচ্ছদে সেই পরীক্ষাকে নানা দৃষ্টিকোণে দেখা হল।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

আবার বিতর্কে ধনকর

সিবিআই ডিরেক্টর বা অন্য সমস্ত প্রশাসনিক নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটিগুলিতে দেশের প্রধান বিচারপতিকে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। যা নিয়ে নতুন বিতর্ক। ১০

মিড-ডে মিলে ২ দিন ডিম

আপাতত পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে সপ্তাহে দু'দিন ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। এর জন্য অতিরিক্ত প্রায় ৭৬ কোটি টাকা খরচ হবে। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৪°	২৮°	১১°	২৮°	১৩°	২৮°	১৩°

৩৭০ নিয়ে সাফাই চন্দ্রচূড়ের ১০

শিলিগুড়ি ৩ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার ৭.০০ টাকা 16 February 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 268

ভিড়ের চাপে মৃত ১৫

নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে ফের মৃত্যুমিছিল। ভিড়ের চাপে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৫ জন। আহত হয়েছেন অসংখ্য যাত্রী। ঘটনাস্থল নয়াদিল্লি স্টেশন।

রাজধানীর বুকে এমন ঘটনায় রেলের অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রেল প্রাণহানির বিষয়টি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

রেল সূত্রে খবর, সন্ধ্যারাতে কুম্ভে যাওয়ার ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনের ১৩ এবং ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ভিড় উপচে পড়েছিল। ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস। এদিকে, স্বতন্ত্রতা সেনানী এক্সপ্রেস ও ভুবনেশ্বর-রাজধানী এক্সপ্রেস দেরিতে চলায় ওই সময়ই পাশের প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছায়। একসঙ্গে এত সংখ্যক যাত্রী প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ায় অস্বাভাবিক ভিড় তৈরি হয়। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। প্রথমে চার মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁদের তড়িঘড়ি নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে গভীর রাতে অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জনের। একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই দাবি করলেও রেল যথারীতি তা নস্যাৎ করেছে। রাত ১২টা নাগাদ এক্স হ্যান্ডেলে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো লিখেছেন, ভিড় সামাল দিতে নয়াদিল্লিতে চারটি ট্রেন পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক।

আশ্চর্যের ব্যাপার, রেলমন্ত্রী মৃত্যুর খবর সরকারিভাবে স্বীকার না করলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মহাকুম্ভে ইতিমধ্যে স্নান সেরেছেন কয়েক কোটি পুণ্যার্থী। এখনও কুম্ভে যাওয়ার হিড়িক লেগেই রয়েছে। শুরু থেকেই অবশ্য রেলের অব্যবস্থার ছবি সামনে আসছে। কখনও সংরক্ষিত বাতানুকূল কামরাতেও বিনা টিকিটের যাত্রীরা 'অত্যাচার' করছেন বলে অভিযোগের শেষ নেই। তবে, সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল রাজধানীর এই ঘটনা। প্রশ্ন উঠছে, নয়াদিল্লির মতো বড় স্টেশনেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্যত্র হলে কী হত?

একাধিক ভাইরাল ভিডিও-তে (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) দেখা যাচ্ছে, ভিড়ের চাপে রেহাই নেই শিশুদের। আতঙ্কে চিৎকার জুড়েছে একাধিক শিশু। ছাড় পাননি প্রবীণরাও। ট্রেনে উঠতে গিয়ে রীতিমতো দমবন্ধ অবস্থা।

সূত্রের খবর, ওই সময় প্রায় ১৫০০ অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রি হয়েছিল দিল্লিতে। আর যার জেরেই এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

রেলের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কেপিএস মালহোত্রা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।

বিশৃঙ্খলার সেই মুহূর্ত।। ট্রেনে উঠতে ধাক্কাধাক্কি। জখম যাত্রীকে নামিয়ে আনছেন কুলিরা। নয়াদিল্লি স্টেশনে শনিবার।

রাজধানীতে ভয়ংকর পরিস্থিতি

- ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস
- কুম্ভে যাওয়ার জন্য তখন প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন যাত্রীরা
- স্বতন্ত্রতা সেনানী এক্সপ্রেস ও ভুবনেশ্বর-রাজধানী এক্সপ্রেস দেরিতে চলায় ওই একই সময়ে পাশের প্ল্যাটফর্মে এসে ঢোকে

- সমস্ত যাত্রী একই জায়গায় থাকায় ব্যাপক ভিড় হয়, শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি
- রেল মৃত্যুর কথা স্বীকার না করলেও একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন
- রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভিড়ের পরিস্থিতি সামাল দিতে স্টেশনে চারটি ট্রেন পাঠানো হয়েছে

আদালত চত্বর থেকে পালাল বন্দি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আদালতের লক আপে ঢোকানোর সময় ফের পালাল এক বন্দি। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বরে ঘটনাটি ঘটেছে। পাঞ্জিপাড়ার ঘটনার পর আদালতে সুরক্ষার পাশাপাশি নজরদারি নিয়ে বিস্তর নির্দেশিকা, পরিকল্পনা হলেও বাস্তবে ফের প্রশ্নের মুখে পড়ল আদালত চত্বরের নিরাপত্তা। ঘটনার পর থেকে লক আপের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাত পর্যন্ত বন্দিকে ধরা যায়নি। বিভিন্ন জায়গায় তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'এখনও ওই বন্দির খোঁজ পাওয়া যায়নি। খোঁজ চলছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে।'

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, যাবতীয় ঘটনা এদিন ঘটে দুপুরের দিকে। খড়িবাড়ি থানা থেকে এদিন আটজন বন্দিকে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই বন্দিদের মধ্যে ছিল মদ খেয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া নেপালের এক বাসিন্দা। বন্দিদের পুলিশ ভ্যান থেকে নামানোর পর চেকিং করে আদালতের লক আপ রুমে ঢোকানো হচ্ছিল। সেই সময় ওই বন্দি পালিয়ে যায়। পুলিশকর্মীরা দেখেন আট বন্দির মধ্যে একজন নেই। ততক্ষণে অবশ্য ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় ওই বন্দি। খড়িবাড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বন্দির নাম বিকাশ কার্কি। তিনি নেপালের কাঁকরভিটার বাসিন্দা।

এদিন পানিট্যাঙ্কি এলাকায় স্পেশাল ড্রাইভ চলাকালীন ওই ব্যক্তিকে মদ খেয়ে ঝামেলার অভিযোগে পাকড়াও করেছিল পুলিশ। লক আপের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখার পরেই আদালত চত্বরে ওই বন্দি পালিয়ে যাওয়ার খবর আইনজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। খবর যাতে না বের হয়, সেজন্য সবকিছু স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা করা হলেও পুলিশের অন্দরে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যায়। বিকেলের দিকে আদালতে আসেন পুলিশকর্তারা।

এদিকে কার ভুল, তা নিয়েও পুলিশের অন্দরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কীভাবে ওই বন্দি পালিয়ে গেল, তা নিয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন মহলের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

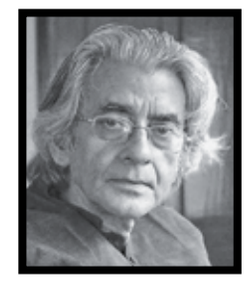

ডিঙা ভাসল অতুল ঐশ্বর্যের প্রতুলের

অলক রায়চৌধুরী

গান যে জীবনের আর এক নাম, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান সামনাসামনি যাঁরা শুনেছেন, জানেন তাঁরা। প্রচারের ঢাকঢোল নেই -- মঞ্চে নেই হারমোনিয়াম, তবলা। কাঁধে ঝোলা, মুখে প্রতিজ্ঞার হাসি। গাইতে বললেই রাজি। ঘাটে, বাটে, মাঠে।

সেই গানের জাদুকর প্রতুল বাংলার রাজকীয় গান রেখে জীবনের নদী থেকে ডিঙা ভাসালেন অনন্ত পথে, মহাকালের দেশে।

তাঁকে শুধু মাইক্রোফোনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর সময়টুকু দিতে হত। যে কোনও মাইক্রোফোন, যে কোনও মঞ্চ। সে ডেকার্স লেনের বেঞ্চ বা ডাক্তার বারীন রায়ের দাঁত সারানোর চেম্বার--যেখানেই হোক না কেন। খ্যাতির বর্ষাতি তুচ্ছ করেছেন, প্রতিজ্ঞায় থেকেছেন কঠোর। সেই অমর দীপ নিভে গেল।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কড়া শর্তে ঢাকাকে বিদ্যুৎ আদানির

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশের বিষয়টি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে ছেড়ে দেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁর এই বার্তার পরই মোদি-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থা আদানি পাওয়ার বাংলাদেশকে পুনরায় ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের দেশকে আদানি গোষ্ঠী সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ পড়শি রাষ্ট্রকে ছাড় দেওয়া হবে না।

অর্থাৎ যে পরিমাণ বিদ্যুতের যে দর নির্ধারণ করা হয়েছে সেই দরের পুরোটাই ঢাকাকে দিতে হবে। ধনকুবের ভারতীয় শিল্পপতির বিদ্যুৎ সংস্থার তরফে এমন কঠোর শর্তে ইউনুসের দেশ রীতিমতো বিপাকে।

অন্যদিকে, তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন সংগঠন টানা ৪৮ ঘণ্টা কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার দুপুরে সংগঠনের প্রধান সমন্বায়ক ও বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু একথা জানান। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা বেষ্টিত লালমণিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারি, রংপুর ও গাইবান্ধার বাসিন্দারা তিস্তার পানি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। বিগত শেখ হাসিনার সরকারের কাছে উত্তরাঞ্চলের মানুষ তিস্তা পানি চুক্তির বিষয়ে দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সেই সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে জনতার সেই দাবি পূর্ণতা পায়নি।'

মিলবে না এক পয়সাও ছাড়

বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার তলানিতে ঠেকায় ইউনুসের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পতিত জমিতে চা পর্যটনে ঘোঁট

স্বরূপ বিশ্বাস ও সানি সরকার

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : চা বাগানের পতিত জমিতে টি ট্যুরিজম প্রকল্প নিয়ে ক্রমশ ঘোঁট পাকছে উত্তরে। রাজ্য সরকার একদিকে যেমন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে উঠেপড়ে লেগেছে, তেমনই প্রতিবাদে মুখর হয়েছে চা শ্রমিক সংগঠনগুলির পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবার আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সহ একাধিক চা শ্রমিক সংগঠন। শনিবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় সাংসদ রাজু বিস্টের বাসভবনে আয়োজিত একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পাহাড়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশেষ করে চা পর্যটনের ওপর গুরুত্ব দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধ ও পরিত্যক্ত চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি বাণিজ্যিক ব্যবহারে ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণার পরই অবিলম্বে তা চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করতে সংশ্লিষ্ট সবক'টি দপ্তরগুলিকে নির্দেশও দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের এই ঘোষণা নিয়ে চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি হলেও জমি চিহ্নিতকরণের কাজ কিছুতেই থেমে থাকবে না বলে নবান্ন থেকে জরুরি বার্তাও পৌঁছেছে জেলা প্রশাসনগুলির কাছে। এই ব্যাপারে যত শীঘ্র সম্ভব রিপোর্টের সর্বশেষ আপডেট চান মুখ্যমন্ত্রী।

৩২টি প্রকল্পের প্রস্তাব, আদালতে যাবে বিরোধীরা

নবান্ন সূত্রে খবর, টি ট্যুরিজমের জন্য এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার ২৭টির মতো বেসরকারি সংস্থার সাড়া পেয়েছে। যারা চা বাগান এলাকায় প্রায় ৩২টি প্রকল্প গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে দার্জিলিং জেলায় ৫টি চা বাগানের জন্য ৭টি প্রকল্প, জলপাইগুড়ি জেলার ২টি চা বাগানে ২টি প্রকল্প, কালিম্পং জেলায় ১টি চা বাগানের জন্য ২টি প্রকল্পে ইতিমধ্যে সায়ও দিয়েছে রাজ্য। সবক'টি প্রকল্প মিলিয়ে বিনিয়োগ হওয়ার কথা প্রায় ২,২০৫.৪৩ কোটি টাকা। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই পালটা প্রতিরোধ গড়ে উঠছে উত্তরে।

টি ট্যুরিজম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রথম ক্ষোভের সুর বেঁধে দিয়েছিলেন তৃণমূলের সহযোগী দল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সুপ্রিমো অনীত থাপা।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শিলিগুড়ির সাইনবোর্ডে 'বেঁচে থাকবে' বাংলা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা। অথচ পশ্চিমবঙ্গেরই সব বড় বড় শহর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বাংলা ভাষা। দোকান, রেস্তোরাঁ, বেসরকারি অফিস- সর্বত্রই এখন ইংরেজি কিংবা হিন্দির রমরমা। বাংলা নেই-তেমনটা নয়, কিন্তু আধিক্য কম। আগামীতে যাতে সাইনবোর্ড থেকে বাংলা ভাষাটাই বিলুপ্ত হয়ে না যায়, সেইজন্য উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি পুরনিগম।

কলকাতার পর এবার উত্তরবঙ্গের এই শহরেও সমস্ত সরকারি, বেসরকারি সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ভাষা দিবসের আগে শনিবার মেয়র গৌতম দেব একথা জানিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসের বোর্ডসভায় এই প্রস্তাব লিখিতভাবে পেশ করা হবে। আশা করছি, সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে মার্চ মাসের শুরুতেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা সম্ভব হবে।'

শহরের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ পুরনিগমের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তাঁদের যুক্তি, মিশ্র জনজাতির বাস এই শহরে। তাই সাইনবোর্ডে বাংলার পাশাপাশি হিন্দি এবং ইংরেজিও রাখা প্রয়োজন।

গত বছরের অক্টোবর মাসে কলকাতা পুরনিগম বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সমস্ত সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। তার বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে, তা অবশ্য তর্কসাপেক্ষ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শহরজুড়ে সাইনবোর্ডে উধাও বাংলা। এমন ছবি কি ঘুচবে? ছবি : তপন দাস

পাত্র চাই

■ সাহা, 28/5'-4", B.Tech., বেসরকারি চাকরিরতা (Work from Home), শিলিগুড়ি নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 9679454656. (C/114949)

■ পাল, 36/4'-10", H.S. পাশ, কম্পিউটার ডিপ্লোমা, কয়েকদিনের ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য 38-এর মধ্যে পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ির মধ্যে। (M) 9402315262. (C/114981)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 34, BBA, 5'-2", বাশ্চব গোত্র, নরগণ, পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 7872217401. (C/114983)

■ ডিভোর্সি, 5'-3", স্নাতক, দেবগণ, Age-36+, পাত্রী দুই বোন এক ভাই। বাবা রেলওয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। সন্তান নিতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ী বা সরকারি ডিভোর্সি পাত্র প্রয়োজন। Ph : 8617670458. (C/113410)

■ কায়স্থ, Age-26, প্রাইভেট Eng. Med. School শিক্ষিকা, G. Honours, B.Ed., M.A. Pass Eng. Med., Siliguri নিবাসী, একমাত্র কন্যা, Sili. নিবাসী পাত্র চাই। (M) 9635250499. (C/114995)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ বোস, বয়স ৩৩, শ্যামবর্ণ, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ 9475089762. (C/114538)

■ 25/5', মধ্যবিত্ত পরিবারের B.A. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী, কায়স্থ পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা চাকরিজীবী পাত্র কাম্য (শিলিগুড়ির মধ্যে)। Ph : 7718454606. (C/114977)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/114808)

■ ব্রাহ্মণ, ২৬+, উচ্চতা ৫'-১", বিএ সংস্কৃত অনার্স, এমএ/বিএড, ফর্সা, সুন্দরী, সুশ্রী ভদ্র পাত্রীর জন্য সরকারি অধ্যাপক, হাইস্কুল শিক্ষক, প্রাইমারি শিক্ষক, রেল, উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। মোবাইল নম্বর - ৯৭৩৫৮২৪০৯৮. (C/114982)

■ পাল, দেবারি, 29/5'-3", M.A., B.Ed., পাত্রীর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 8509914223. (C/114996)

■ বারুজীবী, 27/5'-7", B.A., LLB, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ সুপাত্র কাম্য। (M) 9474873033. (C/113778)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাল, 32+/5'-2", M.A., B.Ed., ইং-মিডিয়ামে শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি/MNC/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9851376650. (C/113411)

■ কায়স্থ, 5'-2", সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা, মাধ্যমিক পাশ পাত্রীর 45 থেকে 48 মধ্যে পাত্র কাম্য (ডিভোর্সি চলবে)। (M) 8101827828. (C/115014)

■ পাত্রী 5'-3", দত্ত, কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 30, Graduate, কণিষ্ঠ কন্যা, পিতা পেনশনার, মাতা গৃহবধূ, সিংহ রাশি, মকর লগ্ন, মাঙ্গলিক (পুজো করা), সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র চাই, শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকা অগ্রগণ্য। 11 A.M. - 1 P.M. 7872142894. (C/115026)

■ দেবনাথ, 31+/5'-3", সুশ্রী, M.A., B.Ed. (Sanskrit), কোচবিহার নিবাসী, অনূর্ধ্ব 36, সরকারি চাকরিজীবী/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 7583962520. (C/114602)

■ পাত্রী ST, কাশ্যপ গোত্র, 31+/5'-1", ফর্সা, M.A., Sans. (H), B.Ed., তুফানগঞ্জ নিবাসী। 32-37 অনূর্ধ্ব, সরকারি চাকরি পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9800333229. (C/114601)

■ শিলিগুড়ি নিকটস্থ, জেনারেল, 32+/4'-11", B.Sc.(H), B.Ed., সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832483492 (6 P.M. to 10 P.M.). (C/115012)

■ ব্রাহ্মণ, 36+/5', M.Sc., B.Ed., হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9635670809. (C/115015)

■ WB, কর্মকার, বালুরঘাট, ২৮/৫'-৩", BA, LLB, সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপযুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী সুপাত্র চাই। ঘটক/এজেন্সি নহে। (M) 9475251773. (K)

■ পাত্রী EB, SC, 29+/5'-4", সুদর্শনা, দেবারি, সিংহ রাশি, B.Tech., MBA. TCS Kolkata-তে কর্মরতা। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 6289429033. (K)

■ ব্রাহ্মণ, বাৎস গোত্র, বয়স ২৭, উচ্চতা ৪'-১০", ঘরোয়া, ফর্সা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, সরকারি চাকরিরত, অনধিক ৩০, মাঝারি উচ্চতার দাবিহীন পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-৯৬০৯২১৪৯৭৪, ৭৫৮৫৯৭৮৯৫১. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 26/5'-3", B.Tech., নামী MNC কোম্পানিতে কর্মরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। 9593965652. (C/114848)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 24/5'-3", B.A. (Hons.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর একমাত্র কন্যার জন্য অনূর্ধ্ব 30-এর মধ্যে সরকারি চাকরিরত, জলপাইগুড়ির পাত্র কাম্য। 9734395460. (C/114723)

■ শীল, 33/5', B.Tech., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসঃ, দেবারিগণ ব্যতীত অনূর্ধ্ব 39, উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। (M) 9933363355. (C/114722)

■ ব্রাহ্মণ, 35+/5'-4", M.A. (বাংলা), বাৎসব, দেবারিগণ, ফর্সা, সুশ্রী একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত পাত্র কাম্য। (M) 8101308869. (C/114721)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-3", M.A., Eng., চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সুচাকুরে অনূর্ধ্ব 35, ব্রাহ্মণ/উচ্চ অসবর্ণ পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9547499247. (C/114719)

■ কায়স্থ, সুশ্রী, বিএ, ৩৮+, ঘরোয়া, দেবারিগণ, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য কেবলমাত্র জলপাইগুড়ির দেবারিগণ সুপাত্র চাই। (M) 9434027098. (C/114704)

■ পাত্রী SC, 28+/5', B.A.(H), Beng., D.El.Ed., টেট পাশ, সংগীতজ্ঞা, বাবা Retd. ব্যাংককর্মী। সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, স্বঃ/অসবর্ণ, 34 মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 8116969473. (A/B)

■ নমশূদ্র, SC, ফর্সা, সুশ্রী, বয়স 25, উচ্চতা 5'-3", M.A.(H), পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 8637035501. (A/B)

■ শিলিগুড়িস্থ অবিবাহিত, পাত্রী রুদ্র পাল, 39 yrs., W.B. Health Department-এ কর্মরত, গ্রেড-(I) সঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Ph : 9475026471. (C/115024)

■ রাজবংশী, 31/5'-4", Doctor, BDS (Bangalore), ব্যাঙ্গালোরে Practice, সত্বর শিলিগুড়িতে Practice শুরু করতে ইচ্ছুক। বাবা PSU Senior Manager (Retd.), উপযুক্ত পাত্র কাম্য, ডাক্তার অগ্রগণ্য। Agent নিষ্প্রয়োজন। Mobile : 9083711405. (C/115027)

■ 28+/5'-2", B.Sc. (Math Hons.), তপশিলি, মালো, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী অনূর্ধ্ব 35 পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9475539578, 7001480224. (C/113414)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, 32/5', M.A. পাশ, উপযুক্ত সঃ চাঃ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 9434961138. (S/N)

■ পাত্রী মোদক, 28+/5'-3", B.A. (Hons.), LLB, সুশ্রী, দেবারি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। 4 P.M.-10 P.M. (M) 9475244338. (C/114853)

■ কাশ্যপ গোত্র, 5'-6", জন্ম 8th July 92, MBA, চাকরিরতা MNC (Pune), Pune-তে কর্মরত কায়স্থ যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9800155025, 8617584766. (S/N)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed., Primary Teacher পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি/সংলগ্ন অঞ্চলের উপযুক্ত পাত্র চাই। 8250470063. (B/S)

■ পাত্রী কায়স্থ, 44/5'-5", Ben. (H), ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য (শিলিগুড়ির মধ্যে)। 8 A.M.-8 P.M. (M) 8116007272. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-2", M.A. (Eng.), ফর্সা, সুশ্রী, বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9679453437. (B/B)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, M.Sc., পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ গৃহকর্মে নিপুণা, ভালো গান জানে কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র চাই। (M) 7679478988. (C/114848)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., MNC-তে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/114848)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", B.Sc., ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত, ভদ্র পরিবারের সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9432076030. (C/114848)

■ সুন্নি মুসলিম, জলপাইগুড়ি, 27+/5'-3", M.Sc., সুশ্রী, ফর্সা, প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/শিক্ষক, অনূর্ধ্ব 35 পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুর, উঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। (M) 7908675969, 9614271296. (C/114848)

■ শিলিগুড়িতে স্কুল শিক্ষিকা, ব্রাহ্মণ, ফর্সা, সুন্দরী, M.Sc., B.Ed., 5'-3"/32. শিলিগুড়ি বা তৎসংলগ্ন এলাকার স্থায়ী অধ্যাপক/শিক্ষক/সরকারি/আধা সরকারি/PSU-এ কর্মরত সুচাকুরে ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। 9434495230. (C/114848)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৫, M.Com., সুন্দরী, পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/114848)

পাত্র চাই

■ সরকার, ২৬/৫'-৩", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.C.A., B.Ed., D.El. Ed. Pry. TET (2022) উত্তীর্ণ। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত (পিতা-হাইস্কুল শিক্ষক, মাতা সঃ কর্মচারী), পিতা-মাতার একমাত্র কন্যার জন্য সঃ চাকুরে, অনূর্ধ্ব ৩৪, পাত্র চাই। (M) 8145633741. (C/114848)

■ সাহা, 27/5'-1", দেবারিগণ, B.Sc. (Comp. Sc.), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পাত্রীর জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 9476273216. (C/114848)

■ রাজবংশী, ৩৪/৫'-২", M.A., B.Ed., D.El.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9475833087. (C/114848)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, B.Sc., ICDS-এ সুপারভাইজার পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/114848)

■ বয়স ৩১, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সেন্ট্রাল গভঃ অধীনে কর্মরত, এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/114848)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩০, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/114848)

■ 32/5'-2", মাহিষ্য, Ph.D., ফর্সা, একমাত্র কন্যা। কেঃ সঃ অফিঃ/Govt. Prof./Engr. পাত্র কাম্য। Mobile : 8918513686. (C/115035)

■ রাজবংশী, 34/5'-5", M.A., B.Ed., উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বাবা Rtd., মা Rtd., একমাত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 080-69141300 (K)

■ বাঙালি ব্রাহ্মণ, 24 বছর বয়সি, সুন্দরী, M.Sc. পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই (কাস্ট নো বার)। 080-69075222.

■ পাল, 30/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, কোচবিহার নিবাসী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9614031547. (C/114608)

■ পাল (তিলি), কোচবিহার শহর। 25 বছর/5'-4", B.A., B.Ed. (Bengali), ফর্সা, বেসরকারি English-মাধ্যম বিদ্যালয়ে কর্মরতা। সুশ্রী পাত্রীর জন্য কোচবিহার শহর ও শহর সংলগ্ন, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mob : 9749068529. (C/114606)

পাত্র চাই

■ পাত্রী বৈদ্য, M.A. (Edn. Honrs.) পাশ, বয়স 31/5'-2", স্লিম, সুন্দরী, একমাত্র মেয়ের জন্য দাবিহীন উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির পাত্র অগ্রগণ্য। 8101519407. (C/114724)

■ একমাত্র কন্যা, বয়স 35, SC, শিলিগুড়ি নিবাসী। ব্যবসায়ী অথবা চাকরিজীবী পাত্র চাই। বয়স 40 বছরের মধ্যে। যোগাযোগ-8348010210. (C/114854)

■ পাত্রী কায়স্থ, সেন , 30/5'5", MA(ENG), সু গায়িকা। মালদা শহরে নিজ বাড়ি। চাকুরিরত 34 থেকে 35 এর মধ্যে পাত্র চাই। মালদা অগ্রগণ্য। মোঃ 9641480026 (M-112687)

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ, সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, 35+/5'2", হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারী চাকুরে/ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। M- 9474848869 (M-112688)

■ বিশ্বাস, 28+/5'4", বি.এ পাশ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী 32 এর মধ্যে সুপাত্র চাই। মোঃ - 9563792194 (M-114023)

পাত্রী চাই

■ পাত্র 32+, MD (Medicine), সুদর্শন। ফর্সা, সুন্দরী ও মেধাবী পাত্রী চাই। Doctor অগ্রগণ্য, SC, OBC বাদে। 9064800572. (C/114598)

■ মিত্র, 34+/5'-8", B.Tech., শিলিগুড়িতে বাড়ি, Kol. IT TCS Job পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 32, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, সুশ্রী, ফর্সা, দেবারি, মাঙ্গলিক ব্যতীত পাত্রী চাই। 8777565319. (C/114986)

■ পাত্র দাবিহীন, ব্রাহ্মণ (উপাধি স্মৃতি), 41+/5'-11", কর্ম কম্পিউটার কিপিং/পৌরহিত্য, স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই। (W) 7797663005. (C/114985)

■ Wanted Bride for only son of a senior PSU Officer. Groom, Hindu, Bengali, Kaibarta, 25.5 years, 158 Cm, B.Tech., working in Big 4 MNC, 15 LPA. Service holder bride preferred. Caste and mother tongue no bar. Contact : (M) 9871469125. (C/114989)

■ কায়স্থ, APD, 36/5'-6", বেঃ সরকারি স্কুল শিক্ষক, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9734012032 (5-10 P.M.). (U/D)

■ ৩০ বছর, ৫', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মকর রাশি, দেবগণ, ভরদ্বাজ গোত্র, কায়স্থ, B.Sc. পাশ (Math), প্রাথমিক শিক্ষিকার সরকারি চাকরিজীবী (শিক্ষক বাদে) পাত্র কাম্য। ঘোকসাডাঙ্গা কোচবিহার। (M) 9641037158, 9851836016. (C/114607)

■ OBC, 30/5'-2", B.Sc., Nurse, রাঃ সঃ হাসপাতালে কর্মরতা। সঃ চাকরিরত পাত্র কাম্য। জাতিভেদ নেই। (M) 8637371422. (U/D)

■ সাহা, ২৮/৫'-২", সুশ্রী, H.S. পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9874392236. (C/114848)

■ কায়স্থ, মিউজিসিয়ান, 32+/5'-9", M.A., D.El.Ed., সরকারি অফিস চুক্তিভিত্তিক কর্মরত, পাত্রের জন্য কায়স্থ ও শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9733239738. (C/113777)

■ মাহিষ্য, 27+/5'-4", B.Tech., সরকারি চাকুরে (W.B.S.E.T.C.L), সুদর্শন, বাবা পেনশন প্রাপক, একমাত্র সন্তান। কোচবিহার। (M) 9733151726. (C/113192)

■ উত্তরবঙ্গীয়, বয়স ৩৯, ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/114848)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, 31/5'-4", বিটেক, TCE কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 9475479789, জলপাইগুড়ি। (C/114717)

■ কায়স্থ, 33/5'-6", MBA, HDFC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। 8597519854. (B/S)

■ ৩৬, কায়স্থ, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরত, দাবিহীন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330041156. (K)

■ EB, 30/5'-9", B.Tech. (IIT) MNC, পুনেতে উচ্চপদে কর্মরত, 45 LPA, রুচিশীল পরিবারের পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। 080-69103058. (K)

পাত্রী চাই

■ অবিবাহিত, কায়স্থ, সুদর্শন, 42/5'-5", B.Tech., Govt. Engineer. সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। দেবারিগণ চলবে না। (M) 9932991767. (C/114997)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী (SC), 31/5'-7", B.Tech., WBSEDCL-এ Office Executive পদে কর্মরত, একমাত্র সন্তানের জন্য শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ করুন। কোনও বিবাহ সংস্থা যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434048885. (C/114703)

■ ব্রাহ্মণ, একমাত্র পুত্র, 39/5'-7", B.Com., ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য শিক্ষিতা, ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 8617837871. (C/115005)

■ দেবগণ, 35/5'-8", B.Com. (Hons.), Astt. Manager, Pvt. সংস্থায় কর্মরত। শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (W/A) 8388013420. (C/115008)

■ কায়স্থ, দাস, সরকারি কর্মরত, বয়স ৩৫, মিউচুয়াল ডিভোর্সি, ১০ বছরের পুত্রসন্তান আছে। যে কোনও বর্ণের পাত্রী চাই। যোগাযোগ-7864921768. (C/113412)

■ কায়স্থ, ২৮/৫'-৫", ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান, শিলিগুড়িতে নিজস্ব ফ্ল্যাট, দোকান। পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8167475441. (C/114842)

■ পাত্র কায়স্থ, 36+/5'-1", পেশা-গৃহশিক্ষকতা। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। ফোন-9641868541. (C/115011)

■ পাত্র প্রাইভেট চাকরিরত। শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, 30-35'এর মধ্যে সুশ্রী, মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। (M) 7001399402. (C/115022)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 27/5'-6", B.Tech., MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য MNC-তে কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 9474388637. (C/114705)

■ কায়স্থ, 35/5'-8", B.Tech., Civil Engineer, ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান, চাকরিজীবী/ঘরোয়া, সুন্দরী, ফর্সা সুপাত্রী চাই। (M) 9475331330. (U/D)

■ পাল, 29/5'-4", B.A., সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7076631508. (U/D)

■ পাত্র প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, B.A., কায়স্থ, ঘরোয়া, 30 উর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। (M) 8388091751. (S/M)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, দত্ত, 32/5'-9", স্নাতক, রায়গঞ্জ নিবাসী, Axis Bank-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। মোঃ 9474308070. (K)

■ নমশূদ্র, 30+/5'-6", ডাক্তার [MBBS, MS (Ortho)] পাত্রের জন্য ন্যূনতম বিজ্ঞানে স্নাতক, নমশূদ্র, অনূর্ধ্বা 28, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8944093351. (K)

■ সাহা, H.S., D.Pharma, 26+/5'-5", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832009046. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 42, ডিভোর্সি, দেবারিগণ, 30 উর্ধ্ব পাত্রী চাই। ব্লক অফিসে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী। ছোট পরিবার, মা ও ছেলে। অসবর্ণ চলবে। (M) 9434687482. (S/M)

■ Gen. (Modak), 31 years/5'-8", COB, M.Pharma (Medicinal Chemistry). Job : B.C.D.A. College of Pharmaceutical Technology. Kolkata as Asstt. Prof. একমাত্র পুত্র, পিতা Retired Govt. Employee. ২৮-এর মধ্যে শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী চাই। চাকরি অগ্রগণ্য। (M) 8972818273, 6297171442. (S/M)

■ কায়স্থ, কেঃ সঃ CL-1 অফিসার, 39/5'-8", ডিভোর্সি। শিক্ষিতা, ঘরোয়া, 29-34, সুশ্রী, 5'-3", অবিবাহিত/ইস্যুলেস ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ করুন। (M) 6294824507. (C/114604)

■ ৫'-৩"/২৮ বঃ, M.Sc., B.Ed., জলপাইগুড়িতে প্রাইভেট স্কুলে স্থায়ী পদে কর্মরত, অঙ্ক শিক্ষকের জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9474425797. (C/115023)

■ রাজবংশী (রায়), 32/5'-3", কেন্দ্রীয় সরকারি পদে অসমে কর্মরত, শিলিগুড়ির বাগডোগরায় নিজস্ব বাড়ি। অসমে থাকতে ইচ্ছুক, স্নাতক, হিন্দু পাত্রী কাম্য। (M) 9732202912. (C/115029)

■ ময়নাগুড়ি, কায়স্থ, 30, B.A., 5'-5", সুদর্শন, ভদ্র, নেশাহীন, ত্রিতল বাড়ি, গাড়ি, প্রতিষ্ঠিত ভালো ব্যবসায়ী। ভদ্র, সুশ্রী, সাধারণ পাত্রী কাম্য। 9635715254. (C/115028)

■ ছেলে রাঃ সঃ অফিসার (অর্থ দপ্তর)। 5'-8.5", সুদর্শন, 36 বছর, Gen. Caste. সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 7908180430. (C/115004)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-8", নর, মাঙ্গলিক, শিলিগুড়ি নিবাসী, বেঃ সঃ কর্মরত পাত্রের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9064819704. (C/115018)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 31, Pvt. University Asst. Professor, এইরূপ পাত্রের জন্য সরকারি উপযুক্ত রুচিসম্মত পাত্রী কাম্য। (M) 9614309520. (S/N)

■ তিলি কুণ্ডু, 32+/5'-6", H.S., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্ববর্ণ/অসবর্ণ, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8876596787. (S/N)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, 37/5'-7", M.A. পাশ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 8016561028. (S/N)

■ কায়স্থ, ৪৩, ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ৩০-৩৮'এর মধ্যে উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চলভাস : ৯৯৩৩৪০৯৮০৩. (C/115031)

■ বারুজীবী, দেবারি, 33/5'-10", M.Sc., রাজ্য সরকারি অফিসার, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই (জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সংলগ্ন), চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (M) 7407462911 (5 P.M. - 9 P.M.). (C/115032)

■ কায়স্থ, 42 বৎসর, 5'-5", শ্যামবর্ণ, ক্লাস VIII পাশ, নিজের গাড়ির চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 8768076899. (M/M)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩৩, M.Tech. পাশ করে MNC-তে কর্মরত, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/114848)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 29/5'-8", M.Tech., Govt. Bank-এ অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। 9733066658. (C/114848)

■ General, 33/5'-9", B.Tech., রেল-এ অফিসার পদে কর্মরত, নম্র স্বভাবের রুচিশীল পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 7003763286. (C/114848)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৩/৫'-৬", নমশূদ্র, B.Tech., সরকারি ব্যাংকের ম্যানেজার, একমাত্র পুত্র, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ২৩-২৮'এর মধ্যে স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। 9851602840. (C/114848)

■ সাহা, ৩৯/৫'-৫", H.S., প্রঃ ব্যবসায়ী, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434638546. (C/114848)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., স্টেট গভর্নমেন্ট-এ উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/114848)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩২, B.Tech., MBA, গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/114848)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩৬, পিএইচডি, বিদেশে কর্মরত। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের একমাত্র পুত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9330394371. (C/114848)

■ জন্ম ১৯৯০, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া)। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। (M) 7596994108. (C/114848)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩ বছর, সরকারি কলেজ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/114848)

■ কায়স্থ, 49/5'-6", উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি। ফর্সা, সুশ্রী (35-42) বৎসরের মধ্যে পাত্রী চাই। ইচ্ছুকরা যোগাযোগ করুন। (M) 8250285546. (C/114849)

■ বাঙালি, 45 বছর বয়সি, কায়স্থ, সরকারি ব্যাংক-এ উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69075222.

■ বাঙালি, কায়স্থ, 32/5'-10", MD/MS, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুযোগ্য, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। 080-69103058. (K)

■ 37 বছর বয়সি, 5'-10", ডিভোর্সি, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য ডিভোর্সি বা বিধবা পাত্রী কাম্য। ইস্যু গ্রহণযোগ্য। 080-69074907. (K)

■ বাঙালি ব্রাহ্মণ, 1996-এ জন্ম, শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Tech., Software Engineer, 50 LPA, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। নো কাস্ট বার। 080-69074907. (K)

■ পাত্র ৩২+, কোচবিহার নিবাসী, ওড়িশায় কর্মরত, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। উপযুক্ত সুন্দরী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9046872152, 9434746120. (C/114605)

■ জেনারেল, 42/5'-5", সঃ প্রাঃ শিক্ষক, দঃ দিনাজপুর, চাকরিরতা/উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা ডিভোর্সি চলিবে। 9091492966. (C/115039)

■ 37, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, ঘোষ, 5'-7", সরকারি গ্রুপ-সি (UDA) পদে কর্মরত, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9641139653. (C/115040)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 32+/5'-3 1/2", M.Tech., Hyderabad, MNC কর্মরত, ধনুরাশি, নরগণ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9832323411. (C/115000)

■ একমাত্র পুত্র, পাল, 38/5'-4", প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট টিউটর পাত্রের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7047559157. (S/M)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 5'-5", 17 LPA, কলিতে কর্মরত পাত্র, সুন্দরী, 32 মধ্যে পাত্রী চাই। 9932637746. (K)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি বাদে। (M) 9531621709. (C/114448)

■ রায়, 37+, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী, 5'-5", সুদর্শন, ময়নাগুড়ি নিবাসী এক পুত্রের স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 7478969017. (S/C)

■ দাবিহীন, কায়স্থ সেন, আলিম্ব্যায়ন গোত্র, 32, গ্র্যাজুয়েট+ITI পাশ। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া ও সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9932857225. (C/115041)

■ কায়স্থ, 35/5'-4", সঃ চাঃ (Transfer Job), 30 -এর মধ্যে ঘরোয়া, সুশ্রী, মধ্যবিত্ত, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9474085475. (C/115043)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩০, MBBS, সরকারি ডাক্তার, ২২-২৮ মধ্যে, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। চাকুরে চলবে। মোঃ 9083527580. (C/114726)

■ জেঃ, 34/5'-11", B.A.(H), M.A. Incomp. প্রঃ ব্যবসা, একমাত্র পুত্র, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। অভিভাবকই ফোন করুন। মোঃ 8145942277. (C/114725)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, 30/5'-4", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার জেলা অগ্রগণ্য। সত্বর যোগাযোগ-7407779864. (C/113780)

■ কায়স্থ, বিকম, সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, ৩৭/৫'-১০", স্মার্ট, ফর্সা, একমাত্র সন্তান, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি পাত্রের জন্য জন্য শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (M) 8250541839.

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, Gen., 28/5'-9", B.Tech., রাজ্য সরকারি পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার, পিতা Retd. সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। শিক্ষিতা, সুশ্রী, ফর্সা, অনূর্ধ্ব 25, স্বঃ/অসঃ পাত্রী কাম্য। (M) 8250402586. (C/114853)

■ বিপত্নীক, 48+, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী। উপযুক্ত সরকারি কর্মী/শিক্ষিকা পাত্রী চাই। (M) 9832516332, 7076854139. (C/114853)

■ কায়স্থ, 45/5'-11", বড় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। সত্বর যোগাযোগ : 9775060745. (C/114853)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাল, 32/5'-7", B.Com., নিজ স্বর্ণ ব্যবসা। পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 27, উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9749387221.

■ বারুজীবী, 34/5'-7", PG, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি। কেন্দ্রীয় সঃ কর্মরত, Contractual পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9593232662. (C/114853)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত, 34+/5'-10", Graduate, ঘোষ, সৌকালীন গোত্র, একমাত্র ছেলের জন্য সুশ্রী, মধ্যবিত্ত সাধারণ ঘরের পাত্রী কাম্য। (M) 7797225834. (C/114853)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, উচ্চপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, একমাত্র পুত্র, সুদর্শন, ৩২, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৬, অপূর্ব সুন্দরী, ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য, কুলীন কায়স্থ পাত্রী কাম্য। কোনওরূপ বিবাহ প্রতিষ্ঠান হইতে যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। Phone : 8250890119. (C/115044)

■ পাত্র সুবর্ণবণিক, 33, উচ্চতা 5'8", MBA, P.V.T.-তে Accounting Manager, বর্তমানে কলিকাতার নিউটাউনে অবস্থিত, ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী চাই। দেবারিগণ, কুম্ভরাশি অগ্রগণ্য। M-9851415383 (M-114025)

■ পাত্র 34/5'-7", ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, মাইক্রোবায়োলজি (H), জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার (M.Sc.), IT-তে কর্মরত। শিলিগুড়ি নিবাসী, বাড়ি, গাড়ি সহ সচ্ছল পরিবারের একমাত্র পুত্র, দাবিহীন। সুশ্রী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বৈদ্য বা কায়স্থ চলিবে। Phone : 8535874459. (C/115010)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 34/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় Area Manager পদে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, 24-28, সুযোগ্য, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9547145467, 7679725717. (C/114706)

■ পাত্র B.Tech., 33/5'-5", পাত্র ব্যবসায়ী, মাসিক আয় 20,000 টাকা, পিতা পেনশনভোগী, মাতা গৃহবধূ। পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য কায়স্থ, সুন্দরী, ফর্সা, অনূর্ধ্বা 28 বয়স, পাত্রী কাম্য। (M) 8207093110. (C/114720)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'5", নিজস্ব হার্ডওয়্যারের ব্যবসা, পৈত্রিক সম্পত্তি রয়েছে। একমাত্র ছেলের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। মোঃ - 6297477782 (M-114021)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/114848)

ডিজিটাল আর্কাইভে জলপাইগুড়ি, মালদা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতিকে অনলাইনে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। প্রথম পর্যায়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ডিজিটাল আর্কাইভে আপলোড করা হয়েছে। অন্য জেলাগুলির কাজ চলছে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিজিটাল ডিস্ট্রিক্ট কালচারাল রিপোজিটরি' অর্থাৎ জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের খনি।

জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক স্বরূপ বিশ্বাস জানান, জলপাইগুড়ি জেলার ঐতিহাসিক স্থাপত্য, স্থানীয় মেলা ও পুজো, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং হেরিটেজ নিদর্শনগুলিকে নিয়ে জেলাভিত্তিক আর্কাইভ করার উদ্যোগ কয়েক বছর আগেই দপ্তর থেকে নেওয়া হয়েছিল। সাধারণ মানুষ এখন সমাজমাধ্যম নির্ভর হয়ে উঠেছে। তাই এই আর্কাইভকে অনলাইনে ডিজিটাল ব্যবস্থায় আপলোড করা হয়েছে যাতে সমস্ত স্তরের মানুষ আমাদের দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে এগুলি সম্পর্কে জানতে পারেন। অন্যান্য জেলার আর্কাইভও করা হয়েছে। এই কাজ ধারাবাহিকভাবে চলবে। পরবর্তীতে আরও কিছু যুক্ত হবে।

জলপাইগুড়ি শহর সহ জেলার হেরিটেজ স্থাপত্যের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসন ও জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফে গত ডিসেম্বরে শহরে হেরিটেজ ওয়াক হয়েছে। রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের কাছে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে হেরিটেজ স্বীকৃতির দাবিও করা হয়েছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি রাজপ্রাসাদ ছাড়া জেলার আর কোনও সম্পত্তিকে এখনও রাজ্য হেরিটেজ

শিকারপুরের সন্ন্যাসী দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দির।

কমিশন থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের জেলাভিত্তিক ডিজিটাল আর্কাইভে জলপাইগুড়ির বেশ কিছু জায়গাকে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি ছাড়াও সিংহদুয়ার গেট, শিব ও মনসা মন্দির, রাজবাড়িদিঘিকে হেরিটেজ নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়েছে। ডিজিটাল অনলাইন কালচারাল হেরিটেজ লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে লোকাচার দেবদেবীর পুজো করা হয় একাধিক মন্দিরে। সেইসব জায়গার মধ্যে সারুগারার কাছে জঙ্গলের ভেতর দেবী চৌধুরানির দিল্লিভিটা চাঁদের খালের বনদুর্গা, শিকারপুরের দেবী চৌধুরানি মন্দির, ময়নাগুড়ির খয়েরখালের সোনার দুর্গা, বাংলাদেশ সীমান্তে সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা মহাপীঠ ছাড়াও ঐতিহাসিক স্থাপত্যের মধ্যে আয়রন হাউস, ইউরোপিয়ান ক্লাব, নবাববাড়ির কবরস্থান, কালু সাহেবের মাজার, সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল

> তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। সরকারি উদ্যোগে এভাবে জেলার হেরিটেজ ও ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে অনলাইনে ডিজিটাল লাইব্রেরির মতো করে তুলে ধরায় সারা বিশ্ব জেলার এই জায়গাগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।
>
> **উমেশ শর্মা**, *গবেষক*

চার্চ, লাটাগুড়ির মহাকালধাম, ধাপগঞ্জী মন্দির, পেটকাটি মন্দির, বটেশ্বর, সদরাখে, জটিলেশ্বর মন্দির ও জল্পেশ মন্দির রয়েছে।

শুধু মন্দির, স্থাপত্য নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক পুজো ও মেলাকেও ডিজিটাল লাইব্রেরিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। জল্পেশমেলা থেকে আদিবাসীদের করমপুজো, রাজবাড়ির মনসাপুজো ও মেলা ছাড়াও রাজবংশী সমাজের বাঁশপুজো, রাখালপুজো, বিষহরপুজো, যাত্রাপুজোর মতো একাধিক আঞ্চলিক লোকাচার পুজোর উল্লেখ রয়েছে ডিজিটাল লাইব্রেরিতে।

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'সরকারের এই ডিজিটাল ব্যবস্থায় জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরায় খুবই ভালো হয়েছে। আমরা যখন চাইছি শহরের ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হোক, তখন এই ধরনের অনলাইন লাইব্রেরিতে সেগুলিকেই জায়গা করে দেওয়ায় নিদর্শনগুলির প্রচার হবে। গুরুত্ব পাবে জেলার হেরিটেজ ট্যুরিজমের প্রসার।'

গবেষক উমেশ শর্মা মনে করেন, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। সরকারি উদ্যোগে এভাবে জেলার হেরিটেজ ও ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে অনলাইনে ডিজিটাল লাইব্রেরির মতো করে তুলে ধরায় সারা বিশ্ব জেলার এই জায়গাগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

উত্তরের আর এক জেলা মালদার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, মেলা ও পুজোপার্বণকেও মালদা জেলার ডিজিটাল আর্কাইভে আনা হয়েছে। যার মধ্যে রামকেলির মেলা, পাণ্ডুয়া ২২ হাজার মেলা, কংসব্রতমেলা, জহুরামেলা, গম্ভীরা ও চড়কমেলা রয়েছে। ঐতিহাসিক নিদর্শন ও পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্যের মধ্যে জগজীবনপুর, পাভুয়া, পির দরগা, আদিনা মসজিদ, গৌড়, বড়সোনা মসজিদ, মা জহুরা মন্দির, ফিরোজ মিনার, মদনবাটী, গ্রেট সাগরদিঘির মতো অনেক নিদর্শনকে ডিজিটাল আর্কাইভে আপলোড করা হয়েছে।

৩৯ মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি : পাচারের আগেই ৩৯টি মোষ উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। জাতীয় সড়কে একটি কন্টেনার আটক করে পুলিশ। উর্দিধারীদের দাবি, অন্ধকারের সুযোগে কন্টেনার রেখে পালিয়ে যায় চালক। এরপর সেখানে তল্লাশি চালিয়ে মোষগুলি উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশের অনুমান, মোষগুলি বিহার থেকে অসমে পাচার করা হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া মোষগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

বসন্তের দুপুরে... আত্রেয়ী নদীর পাড়ে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়। শনিবার।

অন্তর্বাসে লুকিয়ে পাচার জাল নোট

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির আঁচ এড়ানো যাচ্ছে না সীমান্তে। একের পর এক অনুপ্রবেশ থেকে চোরাচালান ঠেকাতে নানা সমস্যা হচ্ছে। শুক্রবার আবারও রায়গঞ্জের পানিশালা এলাকা থেকে ৫০০ টাকার ১৫৫টি জাল নোট সমেত এক মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি এসটিএফ। উদ্দেশ্য ছিল চোরাচালান। অন্তর্বাসে রেখে ওই জাল নোট পাচার হচ্ছে।

ওই ঘটনার তদন্তে নেমেই নয়া তথ্য উঠে এল এসটিএফ-এর গোয়েন্দাদের হাতে। একের পর এক জাল নোটের কনসাইনমেন্ট পাঠাচ্ছে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট বাংলাদেশের জঙ্গিরা। আর সন্দেহ এড়াতে এই কারবারের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত করা হচ্ছে মহিলাদের।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফ আধিকারিক উত্তর শর্মার নেতৃত্বে পানিশালা এলাকা থেকে জাল নোট ও এক মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি এসটিএফ। তাদের কাছ থেকে ৫০০ টাকার ৮০টি নোট, অপরজনের কাছ থেকে ৫০০ টাকার ৭৫টি নোট বাজেয়াপ্ত করে এসটিএফ। কালো ক্যারিব্যাগের মধ্যে এই টাকাগুলিকে লুকিয়ে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ধৃতদের। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক মোবাইল ফোন সহ অজস্র ফোন নম্বর। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ধৃতদের নাম মোশারফ শেখ (১৯), বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার দৌলতপুর গ্রামে। গোলাম ফারুক (১৯), বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার আবদুলপুর সংলগ্ন

গ্রেপ্তার তিন

- ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ হয়ে ওই টাকা আসছে নাটোরে
- এরপর রাজশাহির বাগমারা হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত টপকে জাল টাকা ভারতে ঢোকে
- জাল নোট কারবারের আঁতুড় হয়ে উঠেছে কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর

মোহনপুর গ্রামে। সেহেনা খাতুন, বাড়ি শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানা লাগোয়া। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে এসটিএফ জানতে পারে তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের মাফিয়াদের যোগসূত্র রয়েছে। এসটিএফ সূত্রে খবর, জাল নোট কারবারের আঁতুড় হয়ে উঠেছে কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর। কখনও ৫০০ টাকার নোট, কখনও ১০০ টাকার নোট আবার কখনও ২০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করে এসটিএফ। এনিয়ে উত্তরবঙ্গে লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের এক পুলিশকর্তার দাবি, পুলিশ বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছে। এই জাল নোট কারবারিদের সঙ্গে মহিলাদের যুক্ত করা হচ্ছে। অন্তর্বাসে রাখা হচ্ছে জাল নোট। ওই জাল নোট পাচার করে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনগুলির। এসটিএফ সূত্রে আরও খবর, ওই জাল নোট পাচারকারীদের সঙ্গে শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানের সঙ্গেও মোবাইল ফোন বা ই-মোর মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে। সম্প্রতি জাহির হোসেন নামে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, উত্তর দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও জেলা, দিনাজপুর, চাঁপাইগঞ্জ থেকে রাতের অন্ধকারে কুয়াশার সুযোগ নিয়ে প্লাস্টিকে জড়িয়ে ভারতীয় জাল নোট এপারে পাচার করা হয়। আবার কখনও ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমেই বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করছে জাল নোট। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ হয়ে ওই টাকা আসে নাটোরে। এরপর রাজশাহির বাগমারা হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত টপকে এই জাল টাকা ভারতে প্রবেশ করে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাড়ে ৩ কোটি

জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়ির জন্য ৪টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে অনুমোদন দিল সেচ দপ্তরের টেকনিকাল কমিটি। প্রকল্পগুলিতে সাড়ে ৩ কোটি টাকা খরচ হবে।

শিলিগুড়ির ১০ নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দা নদীর বাঁদিকের বাঁধের কাজ হবে। খরচ ধরা হয়েছে ৬৮ লক্ষ টাকা। আলিপুরদুয়ারের শালকুমারে শিসামারা নদীর ডানদিকের বাঁধ মেরামতের জন্য ১ কোটি ৯ লক্ষ খরচ হবে। বানারহাটের রেতি-সুকৃতি নদীর ডানদিকের বাঁধের কাজে খরচ হবে ৪৭ লক্ষ টাকা। ক্রান্তির দক্ষিণ চ্যাংমারি এবং নিউ চ্যাংমারিতে তিস্তার বাঁধের কাছে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর স্পারের সংস্কার করা হবে। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা।

মাধ্যমিক চলাকালীন উধাও ২ কিশোরী

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিকের মাত্র তিনটি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সামনে ইতিহাস পরীক্ষা। কিন্তু সেই পরীক্ষার আগেই বালুরঘাট ব্লকে একের পর এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নাবালিকা উধাও হওয়ার ঘটনায় উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে। ঘটনা দুটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের খাসপুর ও দহঘাট গ্রামে। প্রবল দুশ্চিন্তায় রয়েছে পরিবার।

রাজ্যের সীমান্তবর্তী এই জেলায় পাচারের সমস্যা থাকায় ওই ঘটনা ভাবাচ্ছে পুলিশকে। এদিন ওই দুজনের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ বালুরঘাট থানায় দায়ের হয়েছে। অভিযোগ আসার পরে বালুরঘাট থানার পুলিশ ওই দুই কিশোরীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

কিছুদিন আগে ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক পরীক্ষার তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। শনিবার অঙ্ক পরীক্ষার আগে বালুরঘাট ব্লকের দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কিশোরী নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার পঞ্চায়েতের খাসপুর এলাকায়। বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই ওই কিশোরী আচমকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে বলে তার পরিবারের দাবি। পরীক্ষা চলাকালীন মাঝপথে ওই কিশোরী কোথায় গায়েব হয়ে গেল, তা বুঝেই পাচ্ছে না তার পরিবার। শনিবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে সঙ্গে করে নিয়ে ওই কিশোরীর মা বালুরঘাট থানায় এসে মেয়েকে ফিরে পেতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অন্যদিকে, চিঙ্গিশপুর পঞ্চায়েতের দহঘাট গ্রামের আরও এক কিশোরী একইদিনে নিখোঁজ হয়েছে। যদিও ওই কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগ তুলে এক কিশোরের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কিশোরীর বাবা। তাঁর অভিযোগ, গত বছরের জুলাই মাসেও ওই কিশোর তাঁর মেয়েকে অপহরণ করে বেঙ্গালুরু নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। পরে সেখানকার পুলিশ ও বালুরঘাট থানার পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এরপর থেকে মেয়েকে বাড়িতে চোখে চোখে রাখা হত। এবছর মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। আর এমন পরিস্থিতিতে মেয়ে বাড়ি থেকে বের হতেই ফের নিখোঁজের ঘটনা স্বাভাবিক নয় বলে মনে করছেন তার বাবা। মেয়েকে ফের অপহরণ করা হয়েছে বলে এদিন বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

অমিতাভ হত্যায় গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : পুলিশ আধিকারিক অমিতাভ মালিক হত্যা মামলায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ। ধৃত আয়ুশ রাই ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল। তার বিরুদ্ধে আগেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। পুলিশ চার্জশিট আদালতে পেশ করার পর থেকেই আয়ুশ গা-ঢাকা দেয়। শুক্রবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয় দার্জিলিংয়ের বাড়ি থেকে। দার্জিলিং আদালতের সরকারি আইনজীবী পঙ্কজ প্রসাদ জানিয়েছেন, ধৃতকে শনিবার দার্জিলিং জেলা আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে।

আলাদা রাজ্যের দাবিতে ২০১৭ সালে পাহাড়ে অগ্নিগর্ভ আন্দোলনের মাঝে অমিতাভকে খুন করা হয়। সেই ঘটনায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং সহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। চার্জশিট দাখিলের পর আদালত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। এর আগে বিমল ওই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আগাম জামিনের জন্য আবেদন দাখিল করেছিলেন। তিনি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত। ৩০ জানুয়ারি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চ বিমলের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। তবে ডিভিশন বেঞ্চ জামিনের অর্ডার দিয়ে পাহাড়ের ওই নেতাকে চার সপ্তাহের মধ্যে দার্জিলিং আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেইমতো বৃহস্পতিবার বিমল দার্জিলিং আদালতে আত্মসমর্পণ করে 'রেগুলার' জামিন নেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা সৌরভ আলি - কে 05.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 69K 73525 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সাধারণ ব্যক্তি খুব কম পরিমাণ সুযোগের সম্মুখীন হন। যার ফলপ্রসূ আমরা আমাদের স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হই না। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই, আমি একজন কোটিপতি হতে পেরেছি এবং আমি আমার সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

প্রতীকী ছবি

ইসকনের মেলায় ১০ দেশের কীর্তনিয়ারা

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কীর্তনের মেলা, এক অভিনব আয়োজন হতে চলেছে শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে। দশটি দেশ থেকে কীর্তনিয়ারা আসবেন। রাশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা- তালিকা বেশ চমকপ্রদ। প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে মেলা শুরু, চলবে ২৩ তারিখ পর্যন্ত।

> গতবছর আমরা এতটাই ভালো সাড়া পেয়েছি যে, ফের আয়োজন করেছি। মায়াপুর ও বৃন্দাবন তো বটে, বাইরের দেশ থেকে বহু কৃষ্ণভক্ত আসবেন।
>
> **নামকৃষ্ণ দাস**
> *জনসংযোগ অধিকর্তা, ইসকন*

এবার অবশ্য প্রথম নয়। গতবছরেও বিদেশ থেকে কীর্তনিয়ারা এসেছিলেন শিলিগুড়িতে। হাজারো ভক্তের সমাগম হয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। প্রথম বছরে বিপুল সাড়া মেলায় এবার আরও বড় আকারে আয়োজন হচ্ছে। কীর্তনিয়াদের সংখ্যা বেড়েছে আগেরবারের তুলনায়।

অপেক্ষার প্রহর গুনছেন সুমিতা দাসের মতো অনেকে। তিনি বললেন, 'গতবছর কীর্তনমেলায় পুরো সন্ধ্যা কাটিয়েছি এখানে। এবারও তেমন ইচ্ছে রয়েছে। আমি ও আমার সমস্ত সঙ্গী মিলে গোপালকে নিয়ে আসব। অনেক আনন্দ করব।' অনুপম সাহা আবার মনে করছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সংকীর্তনের গুরুত্ব রয়েছে। তাই এধরনের অনুষ্ঠান ভীষণ প্রয়োজন।'

এই কীর্তন মেলায় সব বয়সি মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন, সেই কথা জানালেন ইসকনের জনসংযোগ অধিকর্তা নামকৃষ্ণ দাস। তাঁর কথায়, 'গতবছর আমরা এতটাই ভালো সাড়া পেয়েছি যে, ফের আয়োজন করেছি। মায়াপুর ও বৃন্দাবন তো বটে, বাইরের দেশ থেকে বহু কৃষ্ণভক্ত আসবেন।'

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

সার্কেল সস্ত্র, এনজেপি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, ৩য় তল, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১, জেলা- দার্জিলিং, পব
[ই মেল : cs8289@pnb.co.in ফোন নং. ০৩৫৩-২৪৩৫৭৬৯]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতাদের এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, বন্ধকী ঋণদাতাকে মর্টগেজ/চার্জ দেওয়া নিম্ন বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির গঠনমূলক/বাস্তব/প্রতীকী দখল ব্যাংক/বন্ধকী ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক নিয়েছেন 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নে সারণিতে উল্লেখিত তারিখে ব্যাংক/বন্ধকী ঋণদাতার পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) এর কাছ থেকে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়নার পরিমাণ যেটা নিম্নে সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সঙ্গে উল্লেখিত আছে।

বন্ধকী সম্পত্তির নির্ঘণ্ট

লট নং	ব্রাঞ্চের নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ যা মর্টগেজ দেওয়া আছে/মালিকের নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতা (গণ)]	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ইউ/এস ১৩(২) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২'এর অধীন খ) বকেয়া অর্থরাশি গ) দখলের তারিখ ইউ/এস ১৩(৪) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২'এর ঘ)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা করার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময়	ব্রাঞ্চের দায়বদ্ধতার বিবরণ যা বন্ধকী ঋণদাতার কাছে জানা আছে
০১	পিএনবি সেবক রোড (৩১৯৬০০) / মেসার্স সমরদীপস্ / ১। শ্রী সম্রাট মালাকার, শ্রী জীতেন মালাকারের পুত্র মেসার্স সমরদীপের মালিক জামিনদাতা ২। শ্রীমতী নবনীতা মালাকার শ্রী সম্রাট মালাকারের স্ত্রী ৩। শ্রীমতী অনিতা মালাকার, শ্রী জীতেন মালাকারের স্ত্রী ঠিকানা : ১/এইচ/৭৮/৪০৭/৩৩৩/৪০/২, শ্রীমা সরণি, সাউথ বাবুপাড়া, ওয়ার্ড নং ২৬, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০৫ ২। শ্রীমা সরণি, সাউথ বাবুপাড়া ওয়ার্ড নং ২৬, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০৪	শ্রী সম্রাট মালাকারের নামে শ্রেণিবদ্ধ 'বাস্তু' হিসেবে জমির সকল এবং অপরিহার্য অংশ এবং সেখানে থাকা ভবন পিতার নাম প্রয়াত জিতেন মালাকার, দ্রষ্টব্য রেজিস্টার্ড উপহার দলিল নং I-২১৮৪ তাং ১৭.০৯.২০১০ মোট বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ৩২৭৬ থেকে ৩২৮৫'এতে রেকর্ডেড আছে ২০১০ বর্ষের জন্য এবং একটি দোকান যার আয়তন ১৪৫ বর্গফুট উপরোক্ত বিল্ডিং-এ যেটা সম্রাট মালাকার পিতা প্রয়াত জিতেন মালাকার দ্রষ্টব্য রেজিস্টার্ড কনভেয়েন্স দলিল নং I-১৩৫৩ তাং ০২.০৭.২০০৯ বুক নং ১, সিডি ভলিয়ুম নং ৫, পৃষ্ঠা ৯১১ থেকে ৯২২ ২০০৯ বর্ষে রেকর্ডেড আছে। জমির মোট আয়তন ২.৫ কাঠা যা আরএস প্লট নং ৫১৯২, খতিয়ান নং ১৫৬৬, জেএল নং ১১০ (৮৮) তৌজি নং ৩ (জেএ) ওয়ার্ড নং ২৬ অফ শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে রেকর্ডেড আছে মৌজা- শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ, উত্তর- বীণা মালাকারের বাড়ি, দক্ষিণ- এনসি নন্দীর বাড়ি, পূর্বে- শ্রীমা সরণি রোড ২৪', পশ্চিম- প্যাটেলের বাড়ি, সম্পত্তির মালিক-শ্রী সম্রাট মালাকার, প্রয়াত জীতেন মালাকারের পুত্র প্রপার্টি আইডি- PUNBC00447052001	ক) ১৮.০৭.২০২৪ খ) টাঃ ১,০৩,৭৬,৫৫০.৭৪+ আরও সুদ গ) ২১.১০.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) টাঃ ১৭৬.০০ লক্ষ খ) টাঃ ১৭.৬০ (১৯.০৩.২০২৫) গ) টাঃ ০.৫০ লক্ষ	ঘ) ১৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৩০ থেকে বিকেল ০৩.৩০টা	ব্যাংকের কাছে জানা নেই
০২	পিএনবি শিলিগুড়ি (০২৩৭২০) / মেসার্স নমন ইকুইপমেন্ট সার্ভিসেস / ১। শ্রী সুদীশ কুমার যাদব প্রয়াত বাছা প্রসাদ যাদবের পুত্র (মেসার্স নমন ইকুইপমেন্ট সার্ভিসের মালিক) জামিনদাতা ২। শ্রীমতী মঞ্জু দেবী যাদব শ্রী সুদীশ কুমার যাদবের স্ত্রী ৩। শ্রী সঞ্জয় কুমার যাদব পিতা প্রয়াত বাছা প্রসাদ যাদব ঠিকানা : হোল্ডিং নং ১০৩/এন, সেবক রোড, হিমালি শহিদ নগর, এনএইচ-৩১, বাইপাস রোড, ওয়ার্ড নং ৪৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০১ ২। কপিল সেন্টার, ৩য় তল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০১ ৩। বাচ্চা রায় রোড, প্রকাশ নগর, শিলিগুড়ি (এম কর্প) জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০১	২০ কাঠা ০৫ ছটাক আয়তনের জমির সকল এবং অপরিহার্য অংশ যার প্লট নং ৩,৪,৫ এবং ৫/৪৫৫ যেটির হাল খতিয়ান নং ৬৮১/১ ও ৬৮১/২৬ নম্বরে রেকর্ডেড আছে শিট নং ০৯, ডাবগ্রাম মৌজার অন্তর্গত, জেএল নং ০২, তৌজি নং ৩, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, থানা- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ শ্রীমতী মঞ্জু যাদব শ্রী সুদীশ কুমার যাদবের স্ত্রী এবং শ্রী সঞ্জয় কুমার যাদব পিতা প্রয়াত বাছা প্রসাদ যাদব'এর নামে যার দলিল নং ১৬৩২ যা বুক নং ১, ভলিউম নং ৫৬ পৃষ্ঠা ২৭৫ থেকে ২৯২ ২০০৩ বর্ষের জন্য রেজিস্টার্ড করা আছে বীরেন রায় ও অন্যদের জমি, দক্ষিণেঃ ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বেঃ খটাই রায়ের জমি, পশ্চিমেঃ অতুল দাসের জমি। ২। ২ কাঠা ৮ ছটাক বা ০.৪১৬ একর জমির সকল এবং অপরিহার্য অংশ যার রেকর্ডেড খতিয়ান নং ৬৮১/৫ (হাল), শিট নং ৯, প্লট নং ৫/৪৫৬, জেএল নং ২, তৌজি নং ৩, ডাবগ্রাম মৌজায় অবস্থিত, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতী মঞ্জু যাদব শ্রী সুদীশ কুমার যাদবের স্ত্রীর নামে যার দলিল নং ৫৪৭ যা বুক নং ১, ভলিউম নং ০৮, পৃষ্ঠা ৫ থেকে ১২ ২০০৪ বর্ষের জন্য রেজিস্টার্ড করা আছে। দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ, উত্তর ঃ বিক্রেতা এবং অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণ ঃ ক্রেতার জমি, পূর্ব ঃ বিক্রেতার জমি, পশ্চিম ঃ ক্রেতার জমি সম্পত্তির মালিকানা - ১। মঞ্জু যাদব ২। সঞ্জয় কুমার যাদব প্রপার্টি আইডি- PUNBU47312502001	ক) ১৮.০৭.২০২৪ খ) টাঃ ৭৯,১১,৪৫৩.২০+ আরও সুদ গ) ২৩.০৯.২০২৪ ঘ) প্রতীকী	ক) টাঃ ২৫০.০০ লক্ষ খ) টাঃ ২৫.০০ লক্ষ (১৯.০৩.২০২৫) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা	ঘ) ১৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৩০ থেকে বিকেল ০৩.৩০টা	ব্যাংকের কাছে জানা নেই

নিয়ম এবং শর্তাবলি (উভয় ক্ষেত্রে)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'এ নির্ধারিত এবং নিম্নোক্ত আরও শর্তাবলির সাপেক্ষে বিক্রয় হবে ঃ
১। সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২। উপরোক্ত নির্ঘণ্টে বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান মতে দেওয়া হয়েছে কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোনও ভুল, ভ্রান্ত বিবৃতি বা এই ঘোষণায় কোনও কিছু বাদ দেওয়া হলে জবাবদিহি করতে হবে না।
৩। বিক্রয় নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে যা ওয়েবসাইট https://www.ebikray.in'এতে ব্যবস্থিত থাকবে ১৯.০৩.২০২৫@ সকাল ১১.৩০টায় সম্পন্ন হবে।
৪। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebikray.in ও www.pnbindia.in
**বাস্তব দখল ডিআরটি অর্ডার ও ডিএম অনুমতির সাপেক্ষে

তারিখ : ১৬.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

স্বাঃ/- অনুমোদিত আধিকারিক
পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

সারফেইসি আইন ২০০২'এর রুল ৮(৬)-এর অধীন বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তিনসুকিয়া ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ৩৩টি স্টেশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: টিএসকে-আরডিএন-২০২৫-০২। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন: ১০৯৬, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ০৪-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়।

ক্রম. নং.	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-টিএসকে-টিএসকে-ওএসডি-২০৯-২৪-১ {বিজ্ঞাপন - স্টেশন প্রাঙ্গণে (ডিজিটাল)}	সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি (আরডিএন) ৩৩টি স্টেশনের নামতি আলি, তিতাবর, আমগুড়ি, সেলেনঘাট, নকচারি, গোলাঘাট, ভালুকমারা, বড়ুয়া বামন গাঁও, নুমালিগড়, ফুরকাটিং, কামারবান্ধা আলী, দুলিয়াজান, নাহারকাটিয়া, নামরূপ, বরহাট, সাপেখাটি, ভোজো, লাকওয়া, শিমালুগুড়ি, তিনসুকিয়া, মাকুম, ডিগবৈ, মার্গেরিটা, লেডো, চাবুয়া, পানিটোলা, কোওয়াং, ধমালগাঁও, ডিব্রুগড়, লাহোয়াল, চালখোয়া, মোরানহাট, শিবসাগর টাউন -এ ৫০:৫০ টাইম স্লট/স্পেস শেয়ারিং-এ রেলওয়ের বার্তা সহ বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগ সহ ভিডিও ওয়াল (আকার ৬' × ৪') -এর সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক চুক্তি (আরডিএন)।
এএ/২	এডিভিটি-টিএসকে-জেটিটিএন-ওএসডি-১৫৯-২৪-১ {বিজ্ঞাপন -স্টেশন প্রাঙ্গণে (ডিজিটাল)}	যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের জন্য এলসিডি/এলইডি (৭টি টিভি)।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৪-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:৪০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সাফারির টিকিট বুকিংয়ের নিয়মে বদল

মাদারিহাট, ১৫ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে জলদাপাড়ায় কার সাফারির টিকিট বুকিংয়ের নিয়মে কিছুটা বদল আনা হল। ভোরে কার সাফারি করতে হলে এখন থেকে আর সেদিন কাকভোরে লাইনে দাঁড়িয়ে পর্যটকদের টিকিট কাটতে হবে না। ওই টিকিট দেওয়া হবে আগেরদিন সন্ধ্যায়। নিয়মটি চালু হচ্ছে রবিবার থেকে। তবে অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের নিয়ম পুনরায় কার্যকরের জন্য পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি অব্যাহত রয়েছে।

মাদারিহাট ইকো রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার মনীন্দ্র মহন্ত জানালেন, এত ভোরে পর্যটকদের লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটায় সমস্যার কথা ভেবেই নিয়মে বদল আনা হল। তবে সকালের দ্বিতীয় ট্রিপ ও বিকেলে সাফারির জন্য সেদিনই টিকিট কাটতে হবে। শুধু প্রথম ট্রিপের

জলদাপাড়া

নিয়মে রদবদল করা হয়েছে।

এদিকে, গাইডদের সাম্মানিক আদায়ে আগের নিয়ম চালু করার দাবি তুলেছেন জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্যাণ গোপ। তাঁর বক্তব্য, 'পর্যটকদের কাছ থেকে আমাদের গাইডদের প্রাপ্য সাম্মানিক আদায় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমাদের দাবি, বন দপ্তরের টিকিট বুকিং কাউন্টারেই ওই টাকা পর্যটকদের কাছ থেকে কেটে রাখা হোক।' প্রবেশমূল্য তুলে দেওয়া নিয়েও সমস্যার কথা জানিয়েছেন ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা। তাঁর কথায়, 'বনের ভেতর পর্যটকরা দুর্ঘটনার কবলে পড়লে বন দপ্তর থেকে কানাকড়িও ক্ষতিপূরণ পাবেন না। কারণ প্রবেশমূল্য তুলে দেওয়ায় বন দপ্তরের আর দায়বদ্ধতা নেই। এমনটাই আমাকে বলেছেন জনৈক বনকর্তা।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

QUOTATION NOTICE

The undersigned invites sealed quotations from the reputed agency for the procurement of laboratory equipments for the department of Physics, Chemistry, Biology and Geography for financial year 2024-25. The last date of submission of sealed quotation will be 24/02/2025, by 3:00 pm. For further details, please contact office.

Head Mistress
Maharani Indira Devi Balika Vidyalaya
Cooch Behar

যন্ত্রচালিত অত্যাধুনিক বিস্তৃত ডি রাষ্টিং এবং এটি রাষ্ট কোটিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিভিডব্লিউএস-এনআইইটি-১৬-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৪-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে মুখ্য ওয়ার্কশপ প্রবন্ধক, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ ডিব্রুগড় সেবার জন্যে উপযুক্ত ফার্ম (সমূহ)/ঠিকাদার (গণ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে "মুক্ত টেন্ডার" আমন্ত্রণ করছে: **কাজের নামঃ** ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ১ (এক) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের হেতু আরডিএসও পত্র নং. এমসি/এলএইচবি/রেক তারিখঃ ১০-০৯-২০২৪ মর্মে কাজের সুবিধা অনুসারে এসপিএম ব্যবহার করে যন্ত্রচালিত অত্যাধুনিক বিস্তৃত ডি রাষ্টি এবং এটি রাষ্ট কোটিং। **টেন্ডার রাশিঃ** ৯১,৩৩,২০০/- টাকা @১৮% জিএসটি সহিত। **বায়না রাশিঃ** ১,৮২,৭০০/-টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"গ্রাহকদের পরিষেবায় সেবাব্রতী"

সিনেমা

CINEMA

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)

CHHAAVA

*ing : Vicky Kausal, Rashmika Mandanna, Akshaye Khanna

Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

উত্তরমাধবডাঙ্গা শাখা : গ্রাম-উত্তর মাধবডাঙ্গা, ইন্দিরা মোড়ের নিকট, পোস্ট এবং থানা : ময়নাগুড়ি মাধবডাঙ্গা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি-৭৩৫২২৪ (পশ্চিমবঙ্গ), টেলি: (০৩৫৬) ১২৩৩১১২

* ই-মেল : U540@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-IV-A" (দেখুন রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ 'এর রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাংকের উত্তর মাধবডাঙ্গা শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যাহা কিছু আছে' 'যেখানে যাই থাকুক, ভিত্তিতে টা: ২৭,৯৫,৯৫৫.০০ (সাতাশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) ইন্ডিয়ান ব্যাংকে, উত্তর মাধবডাঙ্গা শাখার অনুমোদিত আধিকারিকের ১। শ্রী সঞ্জয় মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) নির্মল মজুমদারের পুত্র, গ্রাম-পেটকাটি, পোস্ট ও থানা: ময়নাগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫২২৪, ২. শ্রীমতী বাণী মজুমদার (জামিনদাতা) নির্মল মজুমদারের স্ত্রী, গ্রাম-পেটপাটি, পোস্ট ও থানা: ময়নাগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫২২৪-এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে ১২.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে পাওনা রয়েছে।

ই-অকশনের পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :-

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ৫ ডেসিমেল শ্রেণি- বাস্তু যেটি পেটকাটি, ময়নাগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, থানা-ময়নাগুড়ি, পরগনা-দক্ষিণ ময়নাগুড়ি, মৌজা : বেঙ্গকান্তি, পশ্চিমবঙ্গ, খতিয়ান নং-১০৫১ (হাল) এবং নিজ নিজ প্লট/দাগ নং- এলআর ৭৩৫২ (হাল), ৩৮২৪ (সাবেক), তৌজি নং-৮৪, জে.এল. নং- ৩৮, শ্রী সঞ্জয় মজুমদার, শ্রী নির্মল মজুমদারের পুত্র -এর স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত। উত্তর : জমির দাতা শ্রীমতী বাণী রানী মজুমদার, দক্ষিণ : গৌরাঙ্গ মণ্ডল গাঙ্গের জমি, পূর্ব : অজয় মণ্ডল গাঙ্গের জমি, পশ্চিম : ৭' চওড়া কাঁচা পথ।
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টা: ১৬,৩৩,০০০.০০ (ষোলো লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
ইএমডি পরিমাণ	টা: ১,৬৩,৩০০.০০ (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার তিনশো টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা: ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০ টা পর্যন্ত
সম্পত্তি আইডি নং	IDIB৫০৩৪৫১৩৪২৭০

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।

সম্পত্তিটির বিবরণ এবং সম্পত্তিটির ছবির জন্য এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in -এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd. -এ। যোগাযোগ নং- ৮২৯১২২০২২০ তে।

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ১৪.০২.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবিসমূহ

যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী কুমার কৌশিক কাশ্যপ, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯৫০৮৮৬১২০০
শ্রী সুতীর্থ সরকার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৯৭৩৪০৪৭০৩৪

কার্সিয়াং ব্রাঞ্চ
জেলা দার্জিলিং
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

IFSC Code : IDIB000K847
E-Mail:K487@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-IV-A [রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ 'এর অধীন তৎসহ দি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'এর রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি সহ পঠিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-অকশন সেল নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা বন্ধকী ঋণদাতাকে মর্টগেজ/চার্জ দেওয়া হয়েছে তার গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক কার্সিয়াং ব্রাঞ্চে বন্ধকী ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক নিয়েছেন ''যেখানে যেমন আছে'' যেখানে যাহা আছে'', যেখানে যাই থাকুক ''ভিত্তিতে'' ২৬.০৩.২০২৫ তারিখে টা: ২১,১৫,৮১৯.০০ (একুশ লক্ষ পনেরো হাজার আটশত উনিশ টাকা মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য (১৪.০২.২০২৫ পর্যন্ত) ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কার্সিয়াং ব্রাঞ্চ বন্ধকী ঋণদাতার কাছে ১. শ্রীমতী সবিতা দেবী জয়সওয়াল (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) গ্রাম মহানদী বাজার, পো:অ: ও থানা: কার্সিয়াং, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪২০৩, ২. শ্রী জয়ন্ত জয়সওয়াল (জামিনদাতা) মহানদী বাজার, পো:অ: ও থানা: কার্সিয়াং, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪২০৩ 'এর বকেয়া আছে।

ই-অকশন পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রির জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে গণনা করা হল :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	শ্রীমতী সরিতা আগরওয়ালের নামে ভূসম্পত্তির সকল এবং অপরিহার্য অংশে এবং তদুপরি নির্মাণ আছে যা প্রস্তাব্য জানানো হয়েছে উপহার দলিল নং I-৮৬/২০১৭ তাং ২৬.০৪.২০১৭, এডিএসআর কার্সিয়াং-এ রেজিস্টার্ড হয়েছে যেটা সকল এবং অপরিহার্য অংশে হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যার আনুমানিক আয়তন ০.০১০০ একর প্রথম তলে ২৭২ বর্গফুট আয়তনের দোতলা বাড়ি এবং ২৭২ বর্গফুট আয়তনের দোকান এবং দ্বিতলে ২৭২ বর্গফুট আয়তনের আবাসিক ফ্ল্যাট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আরএস প্লট নং ৩১৭ যা এলআর প্লট নং ২২৭'এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেটি দোকান হিসেবে শ্রেণিভুক্ত খতিয়ান নং ৬৪'এর অধীন, মৌজা মহানদী চিয়া কামান, জেএল নং ০৩৯ পোঃ অঃ/থানা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রি এবং সাব ডিভিশন কার্সিয়াং, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যার চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তর : হেমেন্দ্র দেওয়ানের জমি ও বাড়ি, দক্ষিণ : প্রয়াত রবিরাম শর্মার জমি ও বাড়ি, পূর্ব : চা বাগান, পশ্চিম : এনএইচ ৫৫
সম্পত্তির উপর ঝামেলা	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টা: ২২,০২,৩০০.০০ (বাইশ লক্ষ দুই হাজার তিনশো টাকা মাত্র)
ইএমডি পরিমাণ	টা: ২,২০,২৩০.০০ (দুই লক্ষ কুড়ি হাজার দুইশত ত্রিশ টাকা মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা: ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০ টা
প্রপার্টির আইডি নম্বর	IDIB50429401517

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd. 'এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) অনলাইন দরদারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ 'এতে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com

সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবির জন্য এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণে জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন নং- ৮২৯১২২০২২০ 'এতে।

দরদাতাদের উপরোক্ত প্রপার্টি আইডি নম্বর অনুসন্ধান করার সময় https://www.ebkray.in দেখুন।

তারিখ : ১৫.০২.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগ ব্যক্তি : ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৭০০৭৯৮৩৭৪৩
নিকি ইয়োনজোন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৯৮৩২৫৩১৯৩৯

BSF SR. SEC. RESIDENTIAL SCHOOL, KADAMTALA, SILIGURI

(Affiliated to CBSE New Delhi)

WALK IN INTERVIEW

Walk in interview for the posts of PGTs (i) Political Science, (ii) Geography, (iii) Chemistry, (iv) Commerce & (v) Physical Education and TGTs (i) Mathematics, (ii) Hindi, (iii) English, (iv) Social Science, (v) Physical Education Teacher & (vi) Art Education on contractual basis as per following schedule :

PGT Political Science, PGT Geography & TGT Social Science : 27/02/2025 at 0830 hours onwards

PGT Chemistry, PGT Mathematics and TGT Mathematics : 28/02/2025 at 0830 hours onwards

PGT Commerce, TGT Hindi and TGT English : 01/03/2025 at 0830 hours onwards

PGT Physical Education, TGT Physical Education and TGT Art Education: 06/03/2025 at 0830 hours onwards

Details of required Qualification, Age limit and salary may be seen in the school website (**www.bsfschoolkadamtala.in**)

The interested eligible candidate should submit their application to the school office prior to the date of walk-in-interview through post or in person. Candidate must apply only in a prescribed Application Form alongwith self attested photo copies of all testimonials and original of the same must be produced during interview. Prescribed Application Form may be downloaded from school website **www.bsfschoolkadamtala.in**. No separate call letter will be issued to the candidate. No TA/DA shall be admissible for attending the interview.

Phone No. 0353-2580820 **Principal**

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/114852)

বিক্রয়

■ গেটবাজার SBI Bank-এর পাশে 110 বঃ ফুট দোকান বিক্রয় হবে। M : 8944092699. (C/115002)

■ শিলিগুড়ি জ্যোতিনগর বোতল কোম্পানি মোড়ে আড়াই কাঠা জমির উপর নির্মিত তিনতলা বাড়ির সম্পূর্ণ/দ্বিতল বিক্রি হবে। Ph. 9932920491. (C/115019)

বিক্রয়

■ ফ্ল্যাট বিক্রয় 986 sq.f. সামনে গ্যারাজ সহ 1st ফ্লোর, অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি অতি সত্বর। M : 9800362528. (C/115037)

■ 4 Katha land for sale near Sahudangi Ashram, Siliguri. M : 9154159921. (C/115017)

■ জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন উত্তম পরিবেশে ৮ কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয়। M : 7005831767. (C/115034)

■ শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে 68 sq.ft দোকান সত্বর বিক্রয় হবে। Ph. 6297940655. (C/114848)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/114849)

■ সাহুডাঙ্গি ক্যানেল মোড় বানিয়াপাড়া, রোডের উপর জমি প্লটিং করে বিক্রি হচ্ছে। যোগাযোগ। 9434753408/9749880166. (C/114847)

■ ভালো রানিং কম্পিউটার এবং প্রিন্টার বিক্রয় আছে, শিলিগুড়ি। মোবাইল - 7679088573.

■ Digital offset, Flex cutting মেশিন বিক্রয় হইবে। M : 8927882586. (C/114853)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি, আশিঘর, সাহুডাঙ্গি রোডে L.R খতিয়ান বাউন্ডারি করা 2 কাঠার ২টি প্লট বিক্রি হবে। M : 9733158353. (C/114609)

■ আলিপুরদুয়ার থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরত্বে পূর্ব বড়চৌকি গ্রামে পলাশতলি বাজারের নিকটে পাকা রাস্তার পাশে 4.5 বিঘা বাস্তু জমি বিক্রয় হবে। M : 7797365954. (C/114610)

■ কোচবিহার টাকাগাছে ২ কাঠা বাস্তু জমি, রোডের কাছে বিক্রি হবে। মূল্য- ২৮ লাখ। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9614249824. (C/114611)

■ 3 কাঠা জমির উপর একতলা বাড়ি বিক্রয়। মাটিগাড়া-টুম্বাজোত। M : 9832037090/9800875851. (C/114853)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি কলেজপাড়ায় 2 BHK ফ্ল্যাট ৮৮০ স্কোয়ারফিট ভাড়া দেওয়া হবে। M : 7478348585. (C/114930)

■ অরবিন্দপল্লি সমর বিড়ি ফ্যাক্টরির সামনে ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। 9832541474, 7908299832. (C/113413)

■ Rent for 100 sq.ft Furnished office at Dinhata. M : 9474332112. (S/M)

ভাড়া

■ 2 Room flat on rent (7,500/-) for family, Babupara, Slg. M : 94743-79205/96477-54254. (C/114848)

■ শাড়ির দোকানের শোরুমের জন্য 300+sq.ft. দোকান ঘর ভাড়া নিতে ইচ্ছুক। শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, আশ্রমপাড়ার ভিতর। Ph. 94343-08129. (C/115006)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ অরুণাচল 16/4, কাশ্মীর 17/4, 21/5, লে-লাদাখ 21/5, 29/6,আন্দামান 31/3 পর্যন্ত যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

গোয়েন্দা

■ পরকীয়া বা বিবাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ? প্রিয়জন বা সন্তান বা কর্মচারীর উপর গোপন নজর রাখতে বা ফ্রি আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/114855)

স্পোকেন ইংলিশ

■ ইংরেজি শেখা ও বলার অপূর্ব সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষকের গাইডেন্স নিয়ে ৩ মাস চর্চা করুন। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/114848)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ Drug license for rent to Pharmaceutial Companies, wholesalers, retailers and entrepreneurs. Our drug license is compliant with all regulatory requirements and is available for immediate rent. M : 7478683183, 9832068650. (C/115030)

কিডনি চাই

■ 'O'+ কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন। 9475649485/9832421579. (C/114707)

কর্মপ্রার্থী

■ B. Pharm, হসপিটালের কাজের ১১ বছরের অভিজ্ঞতা। 'কর্মপ্রার্থী।' যোগাযোগ- 97490-83541. (C/113415)

■ BAMS, MD Dr. কোনও Medicine Company/সংস্থার সঙ্গে Medical Camp/Chamber করতে চাই। 9831851688. (K)

কর্মখালি

■ Job at Cinema Hall at Siliguri. Send CV at Mob- 9832336881 or email to elasticjos@gmai.com (K)

কর্মখালি

■ Req. exp. Relationship Executive M/F & office peon with cycle. Fiftyone ENT. LLP, S.F. Road, Slg- 9531564674. (C/114988)

■ বাগডোগরা এবং জলপাইগুড়ির একটি স্বনামধন্য রিটেল ফার্মাসি স্টোরের জন্য জরুরিভিত্তিতে অভিজ্ঞ, ফার্মাসিস্ট/ফ্রন্ট ডেস্ক সেলস এগজিকিউটিভ প্রয়োজন। Please Call/WhatsApp on+91-7021317538 (C/115003)

■ বাগডোগরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোটেলে 2 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন Room Service Boy প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। M : 7908516510. (C/115013)

■ শিলিগুড়ির একটি হোটেলের জন্য পরিশ্রমী পুরুষ হাউসকিপিং ও রুমসার্ভিস স্টাফের প্রয়োজন। Ph No: 9933792094. (C/115033)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগঃ 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/114848)

■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে দিনরাত থাকার রান্না জানা সাথে ঘরের কাজের জন্যে বয়স ৫০-এর কম কাজের মহিলা চাই। M : 9373439448. (C/114848)

■ শিলিগুড়িতে লজে কাজের জন্য অভিজ্ঞ ম্যানেজার আবশ্যক, শিলিগুড়ির বাহিরের। Ph : (9126070526) 10 A.M. to 9 P.M. (C/115036)

কর্মখালি

■ Urgent Cook required for Lachung Hotel. Attractive Salary. Call 8017295960. (C/114150)

■ Computer Staff (Excel, Tally) for Babupara, Siliguri, CV. M : 91444-33325. (C/114852)

■ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ব্লকে আংশিক সময়ে নিজের এলাকায় শিক্ষামূলক কাজে আগ্রহী শিক্ষক অথবা প্রাইভেট শিক্ষকরা 9474389693-এ C.V. পাঠান। (C/114852)

■ শিলিগুড়িতে 2 জনের সংসারে বাড়ির কাজের মহিলা ও কার ড্রাইভার চাই। (M) 7797712353. (C/114853)

■ শিলিগুড়িতে ভালো রান্না জানা মহিলা চাই। দিনরাত থাকতে হবে। আলাদা ঘর থাকা খাওয়া। M : 7908176630. (114150)

■ শিলিগুড়িতে বয়স্ক মহিলার জন্য মাধ্যমিক পাশ মহিলা পরিচারিকা প্রয়োজন। কাজের সময় : 8 A.M. - 5 P.M. বেতন দশ হাজার। ফোন : 7797709455. (C/114853)

■ শিলিগুড়িতে অফিসের কাজের জন্য মহিলা কর্মচারী প্রয়োজন। H.S. পাশ, বেতন - 10000/-, (M) 9064444617. (C/114856)

■ শিলিগুড়িতে কাপড়ের দোকানে সেলসের কাজের জন্য (৩০ মধ্যে) স্থানীয় মহিলা কর্মী আবশ্যক। (M) 9832063621.

কর্মখালি

■ Required Waiter & Cook for a Hotel in Siliguri. (M) 9641967972. (C/114853)

■ Wanted High School Teacher only for Science Group. Hessed English School (Baniagaon, Samuktala, Alipurduar, W.B.), Qualification : M.Sc. or B.Sc. (with D.El.Ed or B.Ed.), Salary : Initial 20K, Accomodation : Free, Mandatory to be fluent in English, Contact for further information 7063787068, Email Id : hessedenglishschool@gmail.com (C/115025)

Required

■ 150 bedded hospital at Siliguri,urgent Reqirement- Dietician- Minimum 2 years experience. (Fresher's may apply) Apply at sroyrad@gmai.com, hr@anandaloke.com (C/114842)

Required

■ Sales Executive and Centre Manager (Male/Female) for a Veterinary Lab in Siliguri. Have to travel North Bengal and surroundings frequently. Apply Now @info@mvdr.in 9147047695/6291917573. (C/115038)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমাজ বদলাবেই

আপনি হবেন **মশাল-বাহক?**

চলে আসুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে

উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য যোগ্য এবং আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তত স্নাতক। সব পদেরই কর্মস্থল শিলিগুড়ি।

সাব-এডিটর: সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন। তাদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে সবার ক্ষেত্রেই রাজ্য সহ দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

রিপোর্টার: এলাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় সাবলীলভাবে লেখার দক্ষতা এবং মানসিকতায় হতে হবে ইতিবাচক।

ভিডিও-এডিটর পোর্টাল: আবেদনকারীকে অ্যাডোব প্রিমিয়ার, ফোটোশপ ও গ্রাফিকসের কাজ জানতে হবে। অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

সাব-এডিটর পোর্টাল: পোর্টালে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে

ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

চাকরি

উৎকর্ষ বাংলা থেকে রাজ্যের ১০ লক্ষ তরুণ-তরুণীর চাকরি হয়েছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে তৃণমূলের সমাজমাধ্যমেও পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় জখম

শনিবার বিকালে চাকদায় বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের গাড়ির ধাক্কায় তিনজন জখম হলেন। এদিন স্বপনবাবু বনগাঁ থেকে কল্যাণী যাচ্ছিলেন। তখনই চাকদায় একটি বাইকে ধাক্কা মারেন।

সোনা উদ্ধার

শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের বিথারি সীমান্ত আউটপোস্টের আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে ২৫টি সোনার বিস্কুট সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্যারাজে আগুন

শনিবার কলকাতার ইএম বাইপাসের ধারে একটি গ্যারাজে আগুন লাগে। সেখানে থাকা প্রচুর গাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। দমকলের ৩টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে আত্মঘাতী গোল বিজেপির

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নাম জড়িয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই তথা তমলুকের প্রাক্তন সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীর। এরপরই শনিবার রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ফেসবুক পেজে একটি কটাক্ষ করে পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'এসএসসি নিয়োগ, যোগ্যরা রাস্তায়, অযোগ্যরা সুপারিশে। সেটিং সেটিং বলে যাঁরা চিৎকার করেন, তাঁরাই বলুন। ২০১৬ সাল। সকলেই তৃণমূলি সম্পদ। কেউ ছাড় পাবেন না। সময় লাগতে পারে।'

এরপরই জগন্নাথকে আইনি নোটিশ পাঠান দিব্যেন্দু। নোটিশে তাঁর আইনজীবী লেখেন, এই ধরনের পোস্ট তাঁর মক্কেলের সামাজিক সম্মান পরিচয়কে কালিমালিপ্ত করেছে। ২ ঘণ্টার মধ্যে পোস্টটি মুছে না দিলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। নোটিশটি ই-মেলে পাঠানো হয়েছিল। এরপরই জগন্নাথের ফেসবুক পেজ থেকে ওই পোস্টটি উধাও হয়ে যায়। এই নিয়ে বিজেপির অন্দরেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

ঘটনাচক্রে শুভেন্দুর সঙ্গে জগন্নাথের সম্পর্ক একসময় খুবই ভালো ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। এদিন জগন্নাথের ওই পোস্ট সেই রাজনৈতিক সমীকরণের কারণেই কি না, তা নিয়েও জল্পনা চলছে।

৭৫ কোটি বেঁচে যাওয়ায় অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার

মিড-ডে মিলে দু'দিন ডিম

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আপাতত পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে সপ্তাহে দু'দিন ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। শিশু পড়ুয়াদের অতিরিক্ত পুষ্টির কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য অতিরিক্ত ৭৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা খরচ হবে বলে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে। ডিমপিছু খরচ হবে ৮ টাকা। রাজ্যের ৮৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৮৩ জন পড়ুয়া এই অতিরিক্ত ডিম পাবে।

মিড-ডে মিলে পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই উদ্যোগী। স্কুল থেকেই পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই পুষ্টিকর খাবার। এই খাবার তৈরি ও বিলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। অঙ্গনওয়াড়ি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এই খাবার তৈরি ও বিলি করা হয়। চলতি আর্থিক বর্ষে এই খাতে যে টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার, তার বেশ খানিকটা ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। সেই অতিরিক্ত টাকা দিয়েই ওই ডিম কেনা হবে।

ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ডিম দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জেলা শাসক ও মিড-ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দেশিকাও পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ৩১ মার্চ পর্যন্ত ওই অতিরিক্ত ডিম দেওয়া হবে। প্রতিটি স্কুল যেন সঠিকভাবে বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করে।

পড়ুয়াদের স্বার্থে

- শিশুদের অতিরিক্ত পুষ্টির কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত
- এর জন্য অতিরিক্ত ৭৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা খরচ হবে
- ডিমপিছু খরচ হবে ৮ টাকা
- এজন্য জেলাপিছু বরাদ্দও করা হয়েছে

গত ১১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা দপ্তরের মিড-ডে মিল প্রকল্পের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর এক নির্দেশিকায় প্রতিটি জেলা শাসক, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক, জিটিএ-র এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, কলকাতার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানদের জানিয়ে দেন, চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের ৮৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৮৩ জন ছাত্রকে ১১ দিনের জন্য অতিরিক্ত ১টি করে ডিম দেওয়া হবে। সপ্তাহে এতদিন একটি করে ডিম দেওয়া হত। এবার থেকে সপ্তাহে দুটি করে দেওয়া হবে। তার জন্য জেলাপিছু বরাদ্দও করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলাকে ১ কোটি ১১ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৬৮ টাকা, কোচবিহার জেলাকে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৭০৪ টাকা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৫২ টাকা, উত্তর দিনাজপুর জেলাকে ৩ কোটি ৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৩২ টাকা, জিটিএ-র জন্য ২১ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৮৪ টাকা, জলপাইগুড়ি জেলার জন্য ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৩২ হাজার ১৩৬ টাকা, মালদার জন্য ৫ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২ হাজার ৬২৪ টাকা, শিলিগুড়ির জন্য ৫৫ লক্ষ ১২ হাজার ৮৪৮ টাকা, কালিম্পং জেলার জন্য ১৫ লক্ষ ৪০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আবেদন খারিজ

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই আবেদন খারিজ হল কলকাতা হাইকোর্টে।

হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ওই আবেদন খারিজ করে বলে, রাজ্যের উচিত সমাজকে হিংসামুক্ত করা। কিন্তু রাজ্য সরকার খুনের অপরাধের মতো মামলা প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে সমাজে ভুল বার্তা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া মামলা প্রত্যাহার কখনই জনস্বার্থ হতে পারে না।

এই মামলায় আগেই চার্জশিট পেশ করেছিল রাজ্য। এরপরও কীভাবে মামলা তুলে নিতে চায় রাজ্য, তা নিয়েই প্রশ্ন তোলে ডিভিশন বেঞ্চ।

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য মেন পাওয়ারের আউটসোর্সিং

জিইএম বিড নং - জিইএম/২০২৫/বি/৫৯৪৬৩৮০, তারিখঃ ১৩-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: সেবার নাম : সিগন্যাল এন্ড টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের অধীনে শূন্যপদ ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য মেন পাওয়ারের আউটসোর্সিং। টেন্ডার মূল্যঃ ৫২,৯০,৯৫২/- টাকা, বায়নার অর্থঃ ১,০৫,৮০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ০৬-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০৬-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.০০ ঘন্টা পর্যন্ত GeM পোর্টালে (http://www.gem.gov.in)-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৯-২০২৪-২৫-আরটি-২ তারিখঃ ১৩-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলেঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলের আবাসিক ভবনসমূহে ৫ বৎসরের এএমসি/সিএএমসি সহিত ৭৮৩৫ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযোজিত রুফ টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩৫,৫১,৪৬,৬০৩.৭০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৯,২৫,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জি), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/১৫ অফ ২০২৫, তারিখ: ১২-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিনিয়র ডিইএন/III/লামডিং-এর অধীনে (এক বছরের জন্য) মাইবাং, ডিকচেড়া এবং মন্দর-এ ওয়াগনে লোড করা ইত্যাদি সহ বড়িভ্রম, আনভিন্ডিং সিমেন্ট এবং খালি সিমেন্টের ব্যাগের বর্ষার রিজার্ভ স্টক সরবরাহের পুনরুদ্ধার। টেন্ডার মূল্য: ১,৫৪,৯৪,০২৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,২৭,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১১-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ১০-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহক সেবায় মধুর সেবা

আগামী অর্থবর্ষে পাইপলাইনে গ্যাস

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আগামী আর্থিক বছরে বৃহত্তর কলকাতায় পাইপলাইন বাহিত গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই এই কারণে ৭৯৫ কিলোমিটার পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বাকি অংশেও পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ৭৯৫ কিলোমিটার পাইপলাইন বসাতে রাজ্য সরকারের ৫,৩২২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের কর্তারা মনে করছেন, বারাসত থেকে এয়ারপোর্ট ১ নম্বর গেট পর্যন্ত পাইপলাইন বসানোর কাজে সমস্যা হতে পারে। কারণ, এই রাস্তা অত্যন্ত ব্যস্ত। সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করা মোটেও সহজ হবে না। পূর্ত দপ্তরের কাছ থেকে এই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষেরও অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে এই অংশে আগামী বছর মার্চের মধ্যে পাইপলাইন বসানো ও গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

চলতি সপ্তাহেই বাজেট ভাষণে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, দ্রুত রান্নার গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা শুরু হবে।

মালদায় মাখনা চাষে সাহায্য রাজ্যের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মালদায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হাবে মাখনা শিল্পের জন্য জমি বরাদ্দ করবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে এই নিয়ে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গে মোট ১৪টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হাব তৈরি হবে। তার মধ্যে মালদায় দুটি হাব হবে। তার একটিতেই মাখনা শিল্পের জন্য জমি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এই নিয়ে আগ্রহী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগও করেছে রাজ্য সরকার।

মালদার হরিশচন্দ্রপুরে উন্নতমানের মাখনা চাষ বিপুল পরিমাণে হয়। কিন্তু সেই ফসল প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে এতদিন বড় কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী মাখনার বিপুল চাহিদা রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখেই এই শিল্প ও চাষের সঙ্গে যুক্তদের সহায়তা করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এই নিয়ে রাজ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের সঙ্গে কথাও বলেছেন উদ্যোগীরা।

রাজ্যের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'গোটা রাজ্যে ৪৪টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হাব আমরা তৈরি করছি। তার মধ্যে মালদায় দুটি হবে। মালদায় যেহেতু মাখনাশিল্পের চাহিদা রয়েছে, তাই সেখানে এই চাষ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য আমরা উদ্যোগ নেব।'

মাখনা প্রস্তুতকারক সংস্থার মেন্টর অনিরুদ্ধ সরকার ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা কলকাতার কো-অর্ডিনেটর শ্রেয়া ঘোষ বলেন, 'এই মুহূর্তে গোটা দেশে মাখনার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিদেশেও এর রপ্তানি হচ্ছে। আমরা এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি। রাজ্য সরকার আমাদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।' এদিনই ওই সংস্থা তাদের 'ক্রিশনাট' নামে মাখনার এক ৬ সুতোর প্রোডাক্ট বাজারে আনল।

মালদা জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মণ্ডল বলেছেন, 'মাখনা উৎপাদনে ও প্রক্রিয়াকরণে আমরা উৎসাহিত করছি। কয়েকটি সংস্থা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমরা তাদের সহযোগিতা করব। খুব শীঘ্রই ওই সংস্থাগুলির সঙ্গে আমাদের বৈঠকও হবে।'

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে সান্ত্বনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শনিবার রবীন্দ্র সদনে। ছবি : আবির চৌধুরী

গান স্যালুটে শেষ বিদায় প্রতুলকে

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আর শোনা যাবে না 'আমি বাংলায় গান গাই'।

শনিবার সকালে স্তব্ধ হয়ে গেল কণ্ঠ। প্রয়াত প্রতুল মুখোপাধ্যায় (৮৩)। শেষ হল বাংলা গানের একটি অধ্যায়। শোকের ছায়া নেমে আসে বাংলা সংগীত জগতে।

দীর্ঘদিন ধরেই নিউমোনিয়া ও অন্ত্রের অসুখে ভুগছিলেন প্রতুল। এরই মধ্যে হৃদরোগেও আক্রান্ত হন। কার্যত যমে-মানুষে চলছিল টানাপোড়েন। শেষপর্যন্ত থেমে গেল সেই লড়াই।

এদিন দুপুর ২টো থেকে প্রয়াত শিল্পীর মরদেহ রবীন্দ্র সদনে শায়িত রাখা হয়। বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ তাঁকে গান স্যালুট দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ওই গান স্যালুট দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সকাল থেকে নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। বেশ কিছুক্ষণ কিছু বলতে পারিনি। আপনজনের থেকেও বেশি ছিলেন প্রতুলদা। কষ্টেই ছিলেন। বলেছিলাম আমরা ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তা চাননি। বলেন ঠিক চালিয়ে নেব। হাসপাতালে দেখা করতে গিয়ে তাঁর আঙুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে কথাও বলেন। হাসপাতালের চিকিৎসকরা সর্বতো চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছু করা গেল না।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমি গর্বিত প্রতুলদাকে রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গবিভূষণ, সংগীত সম্মান, সংগীত মহাসম্মান, নজরুল স্মৃতি পুরস্কার দিতে পেরেছি।' মুখ্যমন্ত্রী ওই সময় তাঁর পরিবারের লোকজনকে সান্ত্বনা দেন। শিল্পীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর চোখ ও দেহ এসএসকেএম হাসপাতালে দান করা হয়।

রাজ্যপাল শোকপ্রকাশ করে লেখেন, 'প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক জানাই। তাঁর বিখ্যাত 'আমি বাংলায় গান গাই' ও 'ডিঙা ভাসাও সাগরে' গানগুলি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছে।'

সলিল চৌধুরীর পর বাংলা গণসংগীতের দিশারি ছিলেন প্রতুলদা। প্রয়াত শিল্পীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন সংগীতশিল্পী পল্লব কীর্তনিয়া। তিনি বলেন, '১৯৮১ সালে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ার সময় প্রতুলদার সঙ্গে আলাপ। আমি তখন ডিএসও করতাম। প্রতুলদার গানই গাইতাম। কিন্তু ওঁকে চিনতাম না। তাঁর 'ঝড় আসছে, কিষান বিদ্রোহের ঝড় আসছে' গানটি আমাদের বুকেও ঝড় তুলত। পরবর্তীকালে এই গানটি 'আততায়ী' ছবিতে আমার লিপেই ব্যবহার করা হয়েছিল। সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। শাসকদলের সঙ্গে তাঁর সখ্য আমি মেনে নিতে পারিনি। তাঁকে শাসকপন্থী বিদ্বজ্জন যখন বলা হয়, তখন আমাকে ব্যথিত করে।'

সংগীতশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র বলেন, 'আমি বাংলায় গান গাই' গানটি আমাদের 'সিগনেচার সং'। কোনও যন্ত্র ছাড়াই তিনি যে কীভাবে গান গাইতেন, ভেবে মুগ্ধ হই।' শিল্পী সৈকত মিত্র বলেন, 'প্রতুলদার মতো স্মিতভাষী কিন্তু স্পষ্ট বক্তা মানুষ আর হয় না।'

অপর সংগীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য শোক প্রকাশ করে বলেন, 'যতদিন বাঙালি থাকবে, বাংলা গান থাকবে, ততদিন আমি বাংলায় গান গাই গানটিও থাকবে। সুরালোকে ভালো থাকুন প্রতুলদা।'

অভিষেকের গোসা ভাঙাতে নয়া ফর্মুলা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : সংসদে চলতি বাজেট অধিবেশন শেষ করেই সার্বিকভাবে দলের কাজকর্মে সক্রিয় হবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, দলের সংগঠনে তাঁর করা সুপারিশ নেত্রীর কাছে প্রায় ৭ মাস পড়ে রয়েছে। এখনও ব্যবস্থা না হওয়াতেই কিছুটা গোসা করে বসে আছেন তিনি। অতিসম্প্রতি নেত্রী সাংগঠনিক রদবদলের জন্য বিধায়কদের কাছেও সুপারিশ চেয়েছেন। সুপারিশের রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আর এক ঘনিষ্ঠ নেতা ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা ভালোভাবে নিতে পারেননি অভিষেক। প্রকাশ্যে অভিষেক অবশ্য তাঁর এই চাপা ক্ষোভ ব্যক্ত করেননি। উলটে দলনেত্রীকেই দলের শেষ কথা বলে বারবার বলে চলেছেন।

তৃণমূলের খবর, দলের সার্বিক কাজকর্মে এখন অভিষেক সক্রিয় না থাকলেও দলের নেতা হিসেবে সংসদে তাঁর ভূমিকায় খুশি নেত্রী। তিনি চাইছেন সংসদ অধিবেশন শেষেই আবার অভিষেক দলের কাজে ফিরুক। অভিষেকও ঘনিষ্ঠ মহলে বার্তা দিয়েছেন, বাজেট অধিবেশন শেষ হলেই তিনি সার্বিকভাবে দলের কাজে ফিরবেন। তৃণমূল সূত্রের দাবি, অভিষেকের গোসা ভাঙাতে সাংগঠনিক রদবদলের একটি নয়া ফরমুলা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলনেত্রী। অভিষেকের করা সুপারিশ ও বিধায়কদের করা সুপারিশ মিলিয়েই একটি সর্বপক্ষ গ্রাহ্য তালিকা তিনি তৈরি করবেন।

NOTICE INVITING e-TENDER

Chairman, Alipurduar Municipality Published e-Tender vide e-NIT No. 16/2024/PW-10/ ALIPURDUAR. Date : 15.02.2025. Tender I.D 2025_MAD_816068_I to 2025_MAD_816068_3 Bid Submission Start date- 15-02-2025 (Saturday from 18.00 Hrs). Bid Submission End date- 03.03.2025 (Monday up to 18.00 Hrs) for Details please check wbtenders.gov.in

Sd/-
CHAIRMAN
ALIPURDUAR MUNICIPALITY

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ জন্মদাতা, ১০.০০ অমানুষ, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ প্রেমের কাহিনী, সন্ধে ৭.৩০ নাটের গুরু, রাত ১০.৩০ সবুজ সাথী, ১.০০ হর হর ব্যোমকেশ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পবিত্র পাপী, দুপুর ২.৩০ সুলতান, বিকেল ৫.৩০ একাই একশো, রাত ৯.৩০ দেয়া নেয়া, ১২.০০ চিতা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.০৫ হাঙ্গামা, সন্ধে ৭.০০ টেক্কা, রাত ৯.৫৫ হ্যাপি নিউ ইয়ার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শ্যাম সাহেব, সন্ধে ৭.৩০ ওস্তাদ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিবাদ, রাত ৯.৩০ চোখের আলোয়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর

ডিডি ন্যাশনাল : দুপুর ১.০০ খুদা কসম

জি সিনেমা : সকাল ১০.২৭ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ১.২৫ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৪.২২ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ কল্কি, রাত ১০.৫৫ ওয়ান্টেড

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৭ রক্ষা বন্ধন, দুপুর ১.৫০ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৪.৩৭ স্যান্ডউইচ, সন্ধে ৭.৩০ গদর-এক প্রেমকথা, রাত ১০.৫৫ বেঙ্গল টাইগার

টেক্কা সন্ধে ৭.০০ জলসা মুভিজ

আওয়ারা দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

দেয়া নেয়া রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও রাত ১১.২৮ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

কল্কি সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যক্তিগত কাজে বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। বাড়িতে আত্মীয় আসায় আনন্দ। ব্যবসার জন্য এ সপ্তাহে ঋণ করতে হতে পারে। পরিবারে কোনও সদস্যের জন্য প্রচুর খরচ হতে পারে।

বৃষ : কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। কারণ আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ না করাই ভালো হবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। হারানো দ্রব্য ফিরে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষভাগে কোনও আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আনন্দলাভ।

মিথুন : ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা নিতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। সন্তানের পড়াশোনার জন্য বেশ কিছু অর্থ খরচ করতে হবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। সহজ কোনও কাজ করতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে পারেন। খেলোয়াড়রা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বাইরে কোনওরকম তর্কবিতর্কে জড়াবেন না।

কর্কট : সামান্য কারণে সংসারে অশান্তি হওয়ায় মানসিক কষ্ট। নতুন কোনও গাড়ি কেনার ইচ্ছে পূরণ হবে। পথে যেতে হলে খুব সতর্ক থাকবেন। সংসারে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। দূরের কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। প্রেমে শুভ।

সিংহ : অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। পথে চলতে খুব সাবধান থাকতে হবে। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সমস্যায়। সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথা শুনে বিচার করতে গিয়ে সমস্যায়। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ।

কন্যা : ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। কোনও গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। কাউকে বিশ্বাস করতে যাবেন না। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান থাকুন।

তুলা : চাকরিপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা। নিজের প্রচেষ্টায় বহুদিনের আটকে থাকা কোনও কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরে তৃপ্তি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেশ কিছু অর্থ খরচ হবে। উদাসীনতা কাটিয়ে উঠুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিয়ে সমস্যায়।

বৃশ্চিক : ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কোনও গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নিজের শরীর নিয়ে বেশি সচেতনতা কাজের ক্ষতি করবে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য হতে পারে। মূল্যবান কোনও জিনিস হারাতে পারে। বাড়ি সারাইয়ের কাজে নেমে সমস্যায়।

ধনু : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। মায়ের শরীর নিয়ে সপ্তাহটা উৎকণ্ঠায় কাটবে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। ছেলের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি হবেন। পথে চলতে খুব সাবধানে থাকতে হবে। নতুন কোনও অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। খুব শান্ত মাথায় থাকুন। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

মকর : দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন এবং সাফল্য আসবে। ব্যবসার জন্য বেশ কিছু অর্থ ধার করতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য অযথা দুশ্চিন্তা। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। খুব তাড়াতাড়ি কোনও কাজ করতে যাবেন না। রাস্তায় খুব সতর্ক হয়ে চলুন। বন্ধুর সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই মনোমালিন্য হওয়ায় কষ্ট পাবেন। নতুন ব্যবসার কারণে বেশ দূরে যেতে হতে পারে। পেটের কারণে ভোগান্তি।

মীন : সপ্তাহটি যাবে খুব পরিশ্রমে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়ে আজ আনন্দ। জলকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয় হবেন। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কমবে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। নতুন বাড়ি কেনার পরিকল্পনা সার্থক হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ ফাল্গুন, ১৪৩১, ভাঃ ২৭ মাঘ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৩ ফাগুন, সংবৎ ৪ ফাল্গুন বদি, ১৭ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৫, অঃ ৫।২৯। রবিবার, চতুর্থী রাত্রি ১২।৩৭। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৩।১৯। ধৃতিযোগ দিবা ৭।৩৪। ববকরণ দিবা ১১।৩৮ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।৩৭ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৩।১৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১২।৩৭ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।২৭ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৭ গতে ৩।৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৯।১ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১২।৩৭ গতে মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।১৯ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ১২।২৭ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪০ মধ্যে ও ১২। ৫৬ গতে ১।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৮ গতে ৭।১৭ মধ্যে ও ১২।১০ গতে ৩।২৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪০ গতে ৯।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৫৪ মধ্যে।

ক'দিন আগেই টিভিতে কমেডি শো নিয়ে তোলপাড় দেশ। ভারতে ইউটিউবারদের অন্যতম অস্ত্র রসিকতা। রসিকতা করতে করতে অনেকেই পেরিয়ে যাচ্ছেন শালীনতার সীমা। অশ্লীল জোকসের বন্যা বইছে। রসিকতা ও ভাঁড়ামোর ফারাক মুছে যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে তা নিয়েই চর্চা।

রসিকতা বনাম ভাঁড়ামো বনাম অশ্লীলতা

গালাগাল ছাড়া এখন কি কোনও হিউমার আসে না?

অনিমেষ দত্ত

কাঞ্চীর রাজার কাছে বিদায় চাইলেন বিদূষক। রাজা কারণ জিজ্ঞেস করতেই বিদূষক বললেন, 'আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।'

রবীন্দ্রনাথের বিদূষক গল্পে নির্বোধ শিশুদের বেত প্রহারে বিচলিত হয়েছিলেন বিদূষক। কিন্তু তিনি তো শুধুই হাসতে পারেন। তাই হাসতে হাসতে রাজার সঙ্গ ত্যাগ করেন। যুগে যুগে বিদূষকরা এ ধরাধামে এসেছে। হেসেছে। হাসিয়েছে। আবার হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেছে, রাজা তোর কাপড় কোথায়?

আজকের যুগে বিদূষক কাদের বলব? যাঁরা মানুষকে হাসান। স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান।

রাজতন্ত্র আর নেই। রাজরোষে পড়ার ঝক্কিও নেই। হীরক রাজার কথায় 'ঠিক ঠিক' বলার দায় নেই। গণতন্ত্রে বিদূষকরা 'বোল্ড'। মন খুলে নিজের কথা বলেন। তবুও তাঁরা বিতর্কে জড়ান। রাষ্ট্রের রোষানলে পড়েন। ন্যায় সংহিতায় তাঁদের 'বিচার' হয়। রাত কাটে শ্রীঘরে।

রণবীর এলাহাবাদিয়া ওরফে বিয়ার বাইসেপসকে নিয়ে এখন চর্চায় দেশ। কে তিনি? স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান? না। মূলত পডকাস্ট করেন। বড় বড় 'হস্তির' সাক্ষাৎকার নেন। ইউটিউবে লক্ষ কোটি ভিউ। ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে রাষ্ট্র তাঁকে পুরস্কারও দিয়েছে। অথচ এক বছরও পেরোয়নি, ভিডিও বানিয়ে ক্ষমা চাইছেন রণবীর। স্ট্যান্ডআপ শো 'ইন্ডিয়ান গট লেটেন্ট'-এ এমন একটি প্রশ্ন করেছেন, যেটায় ভারতীয় মূল্যবোধে আঘাত লেগেছে বলে মনে করছেন অনেকে।

রণবীরের প্রসঙ্গে পরে আসব। আগে এই স্ট্যান্ডআপ কমেডি ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া যাক।

অন্য পাঁচটা শিল্পের মতোই এটাও একটা শিল্প। কবে, কে, কীভাবে প্রথম শুরু করেছিলেন বলা মুশকিল। তবে আমেরিকার মার্ক টোয়েনকে তর্কসাপেক্ষে প্রথম স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান বলা যেতে পারে। সেই সময়ে সেদেশে ভয়দেভিল সোসাইটি বেশ জনপ্রিয় ছিল।

স্ট্যান্ডআপ বিষয়টিকে একবাক্যে বললে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শককে হাসানো। তাতে হিউমার থাকে। শিল্পীরা জোকস লেখেন। মঞ্চে আসেন মহড়া দিয়ে। তবে সময়ের সঙ্গে অন্য শিল্পের মতোই এতেও নতুন নতুন তরঙ্গ এসেছে। বদলেছে ঘরানা।

রেডিও এবং টেলিভিশনের দৌলতে শুধুমাত্র মঞ্চে সীমাবদ্ধ থাকেননি এই সময়ের বিদূষকরা। নতুন মাধ্যমে নিজেদের মতো করে হাজির হয়েছেন। হাসিয়েছেন। একাধিক টিভি শো হয়েছে।

মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে নাইট ক্লাব, রিসর্টগুলো হয়ে ওঠে স্ট্যান্ডআপের নয়া ঘরানার বিস্তারের মাধ্যম। রিচার্ড প্রেয়র, জর্জ কার্লিনের মতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সেসব জায়গায় চুটিয়ে পারফর্ম করেছেন।

ভারতে ২০০০-২০১০ সালের মধ্যে স্ট্যান্ডআপ জনপ্রিয় হলেও এই শিল্পের বীজ বপন হয়েছিল ১৬০০-১৭০০ শতকে। মূলত দক্ষিণ কেরলে চকিয়ার কুঠু তর্কসাপেক্ষে ভারতের প্রথম সেইরকম পারফরমেন্স। চকিয়ার মানে এক বিশেষ সম্প্রদায়। কুঠু অনেকটা উত্তরবঙ্গের গম্ভীরার মতো নাচ। সেটা পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মূলত নাচের মাধ্যমে হাস্যরস তৈরি করেন শিল্পীরা।

রামায়ণের প্রসঙ্গ যখন এলই, তখন কৈশোরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। স্কুলজীবনে 'মহায়ণ' শুনেছিলাম। রামায়ণ ও মহাভারতের শ্লোকের অন্য ব্যাখ্যা করা হত সেখানে। আমার ধারণা, অনেকেই 'মহায়ণ' শুনেছেন। মূলত বন্ধুবৃত্তেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার ধরুন, সেটাই যদি কেউ স্ট্যান্ডআপ শো-তে গিয়ে গড়গড় বলে দেন, হয়তো আজকে রণবীরের বিরুদ্ধে যে ক'টি এফআইআর হয়েছে, তার শতগুণ মামলা দায়ের হয়ে যাবে।

রণবীর প্রথম নন। এর আগে ভারতে বিতর্কে জড়িয়েছেন কৌতুকশিল্পী মুনাওয়ার ফারুকী, বরুণ গ্রোভার, কুণাল কামরা। তালিকাটা দীর্ঘ। শ্রীঘরেও গিয়েছেন কেউ কেউ। বিতর্ক পিছু ছাড়েনি সাম্প্রতিককালের অন্যতম জনপ্রিয় কমেডিয়ান আমেরিকার ডেভ চ্যাপেলকেও। এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে ওটিটি মাধ্যমে জোকস বানিয়ে রোষের মুখে পড়েন তিনি। বিখ্যাত কৌতুকশিল্পী লেনি ব্রুসের নাম আমরা জানি। ষাটের দশকে আমেরিকায় বাকস্বাধীনতা বিতর্কে প্রথম সারির মুখ হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

ফিরে আসি একুশ শতকে। ওয়াশিংটনে একটি স্ট্যান্ডআপ শো-তে 'আই কাম ফ্রম টু ইন্ডিয়াজ' শীর্ষক পারফরমেন্স করে বিতর্কে জড়ান বীর দাস। ভারতে তা নিয়ে হুলুস্থুল পড়ে যায়। ২০১১ সালে মুক্তি পাওয়া 'দিল্লি বেলি' সিনেমার মাধ্যমে ভারতে প্রথম 'ডার্ক কমেডি' ঘরানার আগমন ঘটে। এখনকার কমেডিয়ানদের মধ্যে অনেকেই এই ঘরানাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করছেন।

আগে কমেডি শিল্প মূলত কোনও মঞ্চ নাটক, শ্রুতিনাটক, সিনেমা, গান এমনকি নাচের একটা অংশ হিসেবে জনপ্রিয় ছিল এদেশে। বাংলায় তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, অনুপ কুমারদের কথা বলা যায়।

মায়ের কথা মনে পড়ে। তিনি আজও টিভিতে সিনেমায় ভানুকে দেখলেই বলে ওঠেন, 'এই তো, এবার হাসাবে।' হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে এই হাসিমুখ-মন্তব্য শুনতাম মেহমুদ, জনি ওয়াকার, জনি লিভার, আসরানির ক্ষেত্রে। দক্ষিণে ব্রহ্মানন্দনের নাম আমরা জানি।

পরে রাজু শ্রীবাস্তব, সুনীল পালরা জনপ্রিয়তা পান, তাঁরা দেশের নানা প্রান্তে শো করতেন। দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জ, কমেডি সার্কাস শিল্পীদের মঞ্চ করে দেয়। উঠে আসেন কপিল শর্মা। বাংলায় তার আগেই মীরাক্কেলের মতো শো জনপ্রিয়। নয়া অবতারে আমরা মীরকে দেখতে পাই। তবে মীর, কপিলদের কমেডি ঘরানা আলাদা। আবার বিদেশ থেকে ভারতে ফিরে কাজ শুরু করা বীর, পাপা সিজিদের ঘরানা ভিন্ন।

২০১১ সালের মধ্যেই মুম্বইয়ে গড়ে ওঠে ক্লাব। সেখানে 'ওপেন মাইক' শো-তে দর্শকদের সামনে পারফর্ম করার সুযোগ ঘটে। অনেক তরুণ নিজেদের 'সেন্স অফ হিউমার' স্কিলকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে শুরু করেন। তাঁরাই আজ জনপ্রিয়তার শিখরে। লাইভ শো-র পাশাপাশি ইউটিউব মাধ্যমে ভিডিও শেয়ার করে তাঁরা মুহূর্তে ভাইরাল হন। তাঁদেরই মধ্যে একজন সময় রায়না। যাঁর ইউটিউব শো এখন বন্ধ হওয়ার মুখে।

ফিরে আসি রণবীরের প্রসঙ্গে। তিনি যে 'কু-প্রশ্নটি' করে জনতার রোষানলে পড়েছেন, সেটা তাঁর নিজের কথা নয়। আমেরিকার একটি জনপ্রিয় ইউটিউব শো-তে আগেও এই প্রশ্ন উঠেছে। তবে সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র বিতর্ক হয়নি। তাহলে এটা অন্তত পরিষ্কার যে, কোন সমাজে দাঁড়িয়ে কোন 'জোকস' বলা হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে বিতর্কের তীব্রতা।

ঘুরে আসি ১৮৮০ সালে। আমেরিকায় তখন জনপ্রিয় মিনস্ট্রেল শো। কালো মাস্ক পরে কিংবা মুখে মেকআপ করে মূলত সাদা চামড়ার শিল্পীরা আমেরিকার কালো মানুষদের আজকের ভাষায় 'রোস্ট' করতেন। যৌন-লিঙ্গ পরিচিতি, কাজের ধরন, বর্ণ, জাতি, ধর্ম সব নিয়েই যুগে যুগে 'রোস্টিং' হয়ে আসছে।

সেই গোলকধাঁধা থেকে সার্বিকভাবে আজও কি বেরোতে পেরেছে কমেডি শিল্প? এখনকার স্ট্যান্ডআপে গালিগালাজ করা 'ফ্যাশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাল না দিলে কি হিউমার আসে না?

এ প্রসঙ্গে লেখক-গীতিকার জাভেদ আখতারের একটি মন্তব্য মনে করাই। তিনি বলেছেন, 'দুনিয়ায় যে এলাকায় দারিদ্র্য রয়েছে, সেখানকার খাবারে এমনিতে কোনও স্বাদ থাকে না। তাই কিছুটা স্বাদ আনতে সেখানকার মানুষ খাবারে একটু বেশিই লংকা দেন। ভাষার ক্ষেত্রে গালি হল সেই লংকা। অর্থাৎ গালিগালাজ ছাড়াই কোনও শিল্পী যদি হাসাতে পারেন, তাঁর গালি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।'

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, শিল্পীদের আরও সচেতন হওয়া দরকার। তবে মুদ্রার উলটো পিঠটাও রয়েছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক জোকস শোনাই, যেগুলো সীমা ছাড়ায়। প্রশ্ন তোলাই যায়, এই শোগুলো এত জনপ্রিয়তা পায় কী করে? আমরাই তো দেখছি। আর যেটা দেখছি, সেটা যদি আমাদের আনন্দ দেয়, হাসায়, সেটাকে আবার অশ্লীল বলছি কেন? আমরা নিজেদের আয়নার সামনে দাঁড় করাচ্ছি কি? রণবীরকে অনেকে কটাক্ষ করছেন। কটাক্ষকারীরা শ্লীলতার মাত্রা ছাড়াচ্ছেন না তো?

সেই তিন বাঁদরের মতো নাকে, কানে, মুখে হাত দিয়ে কু-শুনব না, কু-দেখব না, কু-বলব না – এটা বুক বাজিয়ে বলতে পারি কি আমরা? আমরাও তো 'পাপের' ভাগীদার।

একটা ভয় দিয়ে শেষ করি। স্ট্যান্ডআপ কমেডি দিনের শেষে একটি শিল্প। আর শিল্পে বাকস্বাধীনতা শিল্পীর মৌলিক অধিকার। পরবর্তীতে কোনও বিদূষক যদি সরকার-প্রশাসনকে তাঁর শিল্পের মাধ্যমে কাঠগড়ায় দাঁড় করান, হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেন, রাজা তোর কাপড় কোথায়? সেক্ষেত্রে রণবীরকে ঢাল করে বিদূষকের বাকস্বাধীনতা হরণ করা হবে না তো?

রণবীর এলাহাবাদিয়া

সময় রায়না

নিত্যনতুন পথে ভাইরাল হওয়ার অঙ্ক

সৌভিক সেন

আশিস চঞ্চলানি ভাইন্স (৩ কোটি ৬ লক্ষ), বিয়ার বাইসেপস (৮২ লক্ষ), যশপ্রীত সিং কমেডি (১৭ লক্ষ ৫০ হাজার) এবং দ্য রেবেল কিড (৫ লক্ষ ৩৫ হাজার)। এই নামগুলোর সঙ্গে পরিচিত আপনি? আচ্ছা আসুন, আরেকটু সহজ করে দিচ্ছি। আশিস চঞ্চলানি, রণবীর এলাহাবাদিয়া, যশপ্রীত সিং ও অপূর্ব মাখিজা। প্রথম লাইনে এঁদেরই ইউটিউব চ্যানেলের নাম। সঙ্গে তাঁদের সাবস্ক্রাইবারদের সংখ্যা।

'ইন্ডিয়াজ গট লেটেন্ট' নামের শো-টির একটি এপিসোডের সৌজন্যে এঁরা আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিচিত মুখ এখন। গুগল সার্চে ট্রেন্ডিং, এক্স হ্যান্ডেলেও। মানুষের আগ্রহ বাড়লেও বিতর্কের ঝড়ঝাপটায় ক্ষতবিক্ষত সময় রায়নারা। ক্ষুব্ধ নেটিজেনদের একাংশ রণবীরের ইনস্টাগ্রাম পেজ আনফলো করেছেন। বিতর্কিত শোয়ের প্রতিটা এপিসোড নিজের ইউটিইউব চ্যানেল থেকে মুছে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন আয়োজক সময়। শো-এ উপস্থিত বাকিরা ক্ষমা চেয়ে ভিডিও আপলোড করছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

শুধু এই এপিসোড নিয়ে এত শোরগোল হলেও শো-টির প্রায় প্রতিটা এপিসোড 'ডার্ক হিউমার'-এ ভরপুর। একাধিক ক্লিপিংস সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এধরনের হিউমারের অডিয়েন্স আছে অবশ্য। তাঁদের একাংশ ফেসবুকে সময়দের পক্ষ নিচ্ছেন। যুক্তি দিচ্ছে, 'এসব সহ্য না হলে দেখবেন না। স্কিপ করে যাবেন।' কারও গলায় আবার তাচ্ছিল্যের সুর, 'এটা খুব ভালো ব্যাপার যে, সমস্ত ভিডিও ডিলিট হয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়াজ গট লেটেন্ট সবথেকে বড় সমস্যা ছিল, সেটা মিটে গেল। এবার পুলিশ ছোটখাটো ইস্যুতে নজর দিতে পারবে, যেমন ধর্ষণ ও খুন।'

ইউটিউবে সম্প্রচারিত শো নিয়ে বিতর্ক কিন্তু এই প্রথম নয়। এর আগে 'এআইবি'-ও বেশ চর্চায় ছিল। সংস্থাটি কমেডি রিলেটেড ভিডিও প্রোডাকশন করত। সেসব সম্প্রচারিত হত তাদেরই ইউটিউব চ্যানেলে। উদ্যোক্তা তন্ময় ভাট, রোহন জোশী, আশিষ সাকিয়া ও গুরসিমরাণ খাম্বা। ২০১৫ সাল নাগাদ এআইবি নক আউট নামে একটি শো ইউটিউবে সম্প্রচারিত হয়। সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন করণ জোহর। অংশ নেন অর্জুন কাপুর, রণবীর সিং সহ আরও অনেকে এপিসোডগুলোতে করা বেশ কিছু মন্তব্য (ডার্ক হিউমার) নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। এমনকি থানায় এফআইআর পর্যন্ত দায়ের হয়।

ইউটিউবারদের নিজেদের মধ্যেও ঝামেলা বাধছে মাঝেমধ্যে। একে অপরকে টার্গেট বানিয়ে নিজেদের চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করছেন তাঁরা আর সেগুলো গোগ্রাসে গিলছি আমরা। নিজেদের সময় ও ইন্টারনেট ডেটা খরচ করে, অন্য জরুরি কাজ লাটে তুলে দিয়ে। অনেকে আবার পক্ষ নিয়ে কমেন্ট বক্সে ফাটিয়ে দিচ্ছেন। সম্প্রতি একটি রিয়েলিটি শো-কে ঘিরে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের দুই পরিচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটরের ঝগড়া নিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল বাঙালি। অবশ্য গণতন্ত্রে সবার নিজস্ব মতামত থাকতেই পারে।

এত বিতর্ক, এত জলঘোলার মধ্যে কিন্তু লুকিয়ে অ্যালগরিদম। টিআরপি'র জটিল অঙ্ক। দুজনের মধ্যে চূড়ান্ত ভার্চুয়াল লড়াই চলছে। আপনি একবার এর ভিডিও দেখছেন, একবার আরেকজনের। ভিডিও আপলোড হচ্ছে সেই বিষয়টি মাথায় রেখে। আজ একজন করলে, আরেকজন করবে কাল। যেন মাঝে সময়ের কিছুটা ব্যবধান থাকে। প্রথম প্রথম একে অন্যের নাম না নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি, তারপর সেটা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে যাবে সীমা।

এসব দেখে আপনি শিহরিত হবেন আর ওঁদের ভিউজ বাড়বে। ভিউজ বাড়লে টাকা আসবে। তারপর একটা সময় পর থেমে যাবে দু'পক্ষ। আপনি খুঁজতে বসবেন বিনোদনের নতুন সূত্র। অনেকেই ইউটিউব চ্যানেলে বিতর্কিত ইস্যু নিয়ে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলছেন, কেউ আবার শালীনতার সীমা ছাড়ানো কীর্তিকলাপ করে আপলোড করছেন শর্টস। এভাবেই ভাইরাল হওয়ার নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার হচ্ছে রোজ রোজ।

এবার বিতর্ক থেকে একটু সরে আসা যাক সংখ্যার দিকে। কিছু ভিডিও, শর্ট ক্লিপ অন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এবং ওয়েব সিরিজে অভিনয়ের সৌজন্যে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ইউটিউবারের মুখ দেশজুড়ে বেশ পরিচিত। তালিকায় প্রথম পাঁচ অজয় নগর (ক্যারিমিনাটি-৪ কোটি ৫০ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার), আশিস চঞ্চলানি (আশিস চঞ্চলানি ভাইন্স-৩ কোটি ৬ লক্ষ), সন্দীপ মাহেশ্বরী (সন্দীপ সেমিনার্স-২ কোটি ৮৫ লক্ষ), ভুবন বাম (বিবি কি ভাইন্স-২ কোটি ৬৬ লক্ষ), অমিত বাদানা (২ কোটি ৪৫ লক্ষ) এবং গৌরব চৌধুরী। গৌরবের দুটি চ্যানেল। একটি চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার ৫০ লক্ষ ৪০ হাজার। টেকনিকাল গুরুজি নামে আরেকটি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ২ কোটি ৩৭ লক্ষ।

আমাদের বাংলায় কারা এগিয়ে? কিরণ দত্ত (বং গাই-৪১ লক্ষ ২০ হাজার), উজ্জ্বল বর্মন (বং মিডিয়া-১৭ লক্ষ ৬০ হাজার), সপ্তর্ষি ও ইনসিয়া (বং ইটস-১৬ লক্ষ ১০ হাজার), মৃন্ময় দাস (সিনেবাপ-১৫ লক্ষ), দীপ্ত শংকর বক্সি (লেজি বং-৪ লক্ষ ৯৪ হাজার) এবং ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি (ফুডকা-৪ লক্ষ ৬৯ হাজার) সহ আরও অনেকেই জনপ্রিয় ইউটিইউবার।

তবে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যায় এঁদের পেছনে ফেলে দিয়েছেন এমন অনেকে, যাঁরা অন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ততটা বেশি পরিচিতি পাননি এখনও। যেমন, অনয়া কান্ডাল নামে ছোট্ট একটি মেয়ের চ্যানেল রয়েছে। সেটার ৫ কোটি ২৪ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার। পুরোটা মূলত পরিচালনা করছেন তার বাবা-মা। বেশিরভাগই শর্ট ভিডিও। মূল চরিত্র বাচ্চাটি। কথাবার্তা নেই বললেই চলে। কোনওটিতে ব্যাকগ্রাউন্ডে শুধুমাত্র গান বাজে। এতেই বিপুল জনপ্রিয়তা। মাত্র ৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ভিউজ, ১২ সেকেন্ডের আরেকটিতে ৫ কোটি ২০ লক্ষ। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো সংখ্যা সব।

দুষ্যন্ত কুকরেজা নামে হরিয়ানার এক তরুণের চ্যানেলের সাবস্ক্রিপশন ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ভিডিও আপলোড করেন। ঘুরতে যাওয়া থেকে ফিকশনাল ট্রেজার হান্ট, গলি ক্রিকেট থেকে দিওয়ালির ঘর পরিষ্কার- কনটেন্টের তালিকা বৈচিত্র্যময়। দিলরাজ রাওয়াত সিং-এর ইউটিইউব চ্যানেলের নাম, মিস্টার ইন্ডিয়ান হ্যাকার (৪ কোটি ৪৬ লক্ষ)। চমকে দেওয়ার মতো সব পরীক্ষানিরীক্ষা করাই তাঁর কনটেন্ট। উজ্জ্বল চৌরাসিয়া টেকনো গেমার্স নামে একটি চ্যানেল চালাচ্ছেন। ভিডিও গেম লাইভস্ট্রিম করেন। সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ।

কনটেন্ট ক্রিয়েশন, নেটিজেন কিংবা নেটপাড়ার মতো শব্দগুলোর সঙ্গে আমরা যতটা পরিচিত, ততটাই অপরিচিত এর সীমারেখার সঙ্গে। সোশ্যাল মিডিয়া 'যা খুশি তাই করি'-র দুনিয়া। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের কাঁধে অনেক দায়িত্ব। বাচ্চা থেকে প্রবীণ- তাঁদের অডিয়েন্সের তালিকায় সবাই। তাঁদের অবশ্যই আরও বেশি দায়িত্ববান হতে হবে। কিন্তু বড়রা বলে, অন্যের থেকে বেশি আশা করা উচিত নয়। তাই নিজে আগে দায়িত্ববান হন। কনটেন্ট কনজিউমার হিসেবে ভালো জিনিসের কদর করুন। মোবাইলে আনলিমিটেড ইন্টারনেট বা অফিসে ওয়াইফাই আছে বলে, যা পাচ্ছেন, তাই দেখছেন।

আমাদের এই অভ্যেসের জন্যই কনটেন্ট ক্রিয়েটর হওয়া এখন জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁদের ভাবনা অন্তসারশূন্য, তাঁরা শুধুমাত্র ভাইরাল হয়ে অর্থ উপার্জনের নেশায় মাতছেন। গুণমানকে উৎসাহ দিতে হবে, তবেই তো বদল আসবে ভাবনায়।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নদীর চরে মৃতদেহের পাশে রক্তমাখা ছুরি

খড়িবাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : তখন সবে আলো ফুটেছে। এক ব্যক্তি শৌচালয়ে না গিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চলে যান নদীর চরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখেন, প্রথমে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি।

শনিবার সকালে কী দেখেন তিনি? থানাঝোরা চা বাগান সংলগ্ন গুয়াবাড়িতে ডুমুরিয়া নদীর চরে নির্জন জায়গায় পড়ে রয়েছে গলাকাটা দেহ! তারপর তিনি গ্রামবাসীদের খবর দেন। খবর যায় খড়িবাড়ি থানায়।

পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। সবচেয়ে রহস্যের বিষয়, মৃতদেহের পাশেই পড়ে থাকতে দেখা যায় একটি রক্তমাখা ধারালো চা গাছ কাটার কলমছুরি। ওই ব্যক্তিকে কি তাহলে ছুরি দিয়েই খুন করা হয়েছে? পুলিশের প্রাথমিক

অজ্ঞাতপরিচয়

অনুমান সেটাই। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। খবর চাউর হতেই সকালসকাল ভিড় জমে এলাকায়। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশের অনুমান, মৃতের বয়স ৬০ বছর।

যিনি প্রথম দেহটি দেখতে পান সেই খর্গনারায়ণ সিংহ বলেন, 'সকালে এখানে এসে দেখি দেহটা পড়ে রয়েছে। মৃত এই এলাকার নয়।' পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। তিনিও জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তিকে আগে কখনও এলাকায় দেখা যায়নি।

এদিন ঘটনাস্থলে আসে ফরেন্সিক টিম। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ জানান, মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। গলায় গভীর ক্ষত রয়েছে। সম্ভবত অন্যত্র খুন করে এখানে মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কাঠগড়ায় তৃণমূল, সাফাই চন্দ্রিমার

পরীক্ষা চলাকালীন বাজল স্পিকার

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। নিয়ম অনুযায়ী এই সময়ে কোথাও মাইক, স্পিকার বাজিয়ে অনুষ্ঠান করা যাবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে স্পিকার বাজিয়ে চলল সম্মেলন। কাঠগড়ায় শাসকদলের মহিলা সংগঠন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী তথা অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর উপস্থিতিতে এই অনিয়ম হল কীভাবে? এই প্রশ্ন শুনে কার্যত রেগে গেলেন মন্ত্রী।

শনিবার পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের মহিলা সংগঠন 'আলাপচারিতা' শীর্ষক ওই কর্মী সম্মেলন আয়োজন করে। প্রধান বক্তা ছিলেন চন্দ্রিমা। তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই রেগে গিয়ে বললেন, 'এখানে কোনও চোঙ ব্যবহার করা হয়নি। এটা সাউন্ডবক্স। দয়া করে নতুন কিছু বলবেন না। আমরা খুব সচেতন।' তারপরেই তিনি রবিবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা একটি কর্মসূচির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'হাইকোর্ট যখন বলছে রবিবারে মাইক বাজাতে পারবে, সেই বিষয়ে তো কিছু বলা হচ্ছে না!'

নির্দেশিকা অনুযায়ী, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার তিনদিন আগে থেকে পরীক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় কোনওভাবেই লাউডস্পিকার বাজানো যাবে না। অথচ সরকারি নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এদিন ইসলামপুর হাইস্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন জেলা স্তরের তৃণমূল মহিলা কর্মীদের নিয়ে স্পিকার বাজিয়ে সম্মেলন করা নিয়ে এলাকায় নিন্দার ঝড় উঠেছে।

এদিন সম্মেলনে ছিলেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। সকলের চোখের সামনে এমন অনিয়ম হলেও কারও মনে একটিবারের জন্যেও এই প্রশ্ন উঠল না এটা ঠিক হচ্ছে কি না। অথচ ওই মঞ্চ থেকে সরকারি প্রকল্প এবং মহিলাদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা নিয়ে উচ্চস্বরে ভাষণ দিতে শোনা গিয়েছে বহু নেতাকে।

বাস টার্মিনাস থেকে মাত্র মিটার পঞ্চাশেক দূরত্বে রয়েছে ইসলামপুর হাইস্কুল। তার পাশেই ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুল। দুই স্কুলে এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল। এরইমাঝে স্পিকার বাজিয়ে শাসকদলের সম্মেলন করা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ। সংগঠনের ইসলামপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত দে প্রশ্ন তোলেন, 'বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও শাসকদল কী করে স্পিকার বাজিয়ে সম্মেলন করতে পারে?'

সম্মেলন ঘিরে জনসমাগমের কারণে পরীক্ষা শেষে ওই এলাকায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। যার ফলে পরীক্ষার্থীদের বাড়ি ফিরতে যথেষ্ট সমস্যা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন জয়ন্ত। এ নিয়ে এলাকায় এখন রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে তৃণমূলের মহিলা সংগঠনের সম্মেলন ঘিরে বিতর্ক।

নির্দেশিকা উড়িয়ে

- শনিবার ইসলামপুর হাইস্কুলে চলছিল মাধ্যমিক
- পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাস টার্মিনাস
- সেখানে তৃণমূলের মহিলা সংগঠনের সম্মেলন হয়
- নির্দেশিকা উড়িয়ে স্পিকার বাজিয়ে সম্মেলন করা হয়েছে
- অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কলকাতার প্রসঙ্গ টেনে সাফাই দিয়েছেন

ফের বিক্ষোভ ভালোবাসা মোড়ে

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কালভার্ট নির্মাণ ঘিরে ফের বিতর্ক। রড ছাড়া কালভার্টের কাজ করতে দেওয়া হবে না। এই স্লোগান তুলে শনিবার ফের রাস্তা অবরোধ হয় ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকেলগুড়ির ভালোবাসা মোড়ে।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা এদিন দুপুরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ছিলেন শাসকদলের এক পঞ্চায়েত সদস্য সবিতা দাশগুপ্ত। তাঁদের অভিযোগ, গার্ডওয়ালে রড ব্যবহার না করলে কালভার্ট অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সবিতা বলেন, 'স্থানীয়দের দাবি যুক্তিসংগত। তাই তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছি। আগামী সোমবার গণস্বাক্ষর করে এসজেডিএ কার্যালয়ে গিয়ে আবেদন জানাব।' বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ওসমান গনির বক্তব্য, 'কালভার্টের গার্ডওয়ালে রড না দিলে যে কোনও সময় ভেঙে পড়বে। কালভার্ট হলে তা লোহার রড দিয়েই হবে। তার জন্য যা করতে হয় তাই করব।'

এদিন কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর এসজেডিএ'র দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত হতেই অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা। অবরোধের ফলে ওই রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। স্থানীয়দের প্রশ্ন, এমন দুর্বলভাবে কালভার্ট নির্মাণ হলে ক'দিন টিকবে? এতে জনগণের টাকার অপচয় হচ্ছে বলে মত বাসিন্দাদের।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, বাসিন্দারা এর আগেও একই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। গত মঙ্গলবার বন্ধ হয়ে যাওয়া কাজ দাঁড়িয়ে থেকে ফের চালু করান ওই এলাকার আরেক পঞ্চায়েত সদস্য সোমা রায় কর। তিনিও শাসকদলের নেত্রী। একই দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্যের দু'রকম আচরণে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি দলের মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে?

যদিও সোমা বলেছেন, 'আমি দলকে জানিয়েছি। দল যেটা ভালো বুঝবে সেটা করবে।' তারপরেই তিনি সবিতাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'উনি হয়তো উন্নয়ন চান না। তাই যাঁরা কাজ বন্ধ করাচ্ছেন, তাঁদের হয়ে কথা বলছেন।' সবমিলিয়ে কালভার্ট নির্মাণ নিয়ে আগামীদিনে যে জলঘোলা হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আবর্জনা সাফাইয়ে জোর দিতাম

খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১৭টি সংসদের ১১টিতে তৃণমূল, চারটিতে বিজেপি এবং সিমিএম ও কংগ্রেস একটি করে আসনে জয়লাভ করে। বিজেপির শক্তি বাড়ইকে বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত করা হয়। শক্তি প্রধান হলে এলাকার কোন কোন উন্নয়নে জোর দিতেন, কথা বললেন কার্তিক দাস।

পেতাম যদি সিংহাসন

শক্তি বাড়ই

খড়িবাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমস্যার শেষ নেই। চারিদিকে আবর্জনার স্তূপ, নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল, দখল হচ্ছে সরকারি জমি। তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। ক্ষমতায় থাকলে মূল সমস্যাগুলি দলমতনির্বিশেষে সকলকে নিয়ে সমাধানে উদ্যোগী হতেন খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা শক্তি বাড়ই। এমনটাই দাবি তাঁর।

খড়িবাড়ি বাজারের মূল সমস্যা যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ। মাঝেমধ্যে খেঁচগাঁজা খালে জঞ্জাল ফেলে দেওয়া। ফলে খালের নাব্যতা কমে যাচ্ছে। দূষিত হচ্ছে জল। শক্তি ক্ষমতায় থাকলে কী করতেন? তিনি বলেন, 'কোনও কাজের উদ্যোগ নেই। আমি থাকলে শক্তহাতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নেট লাগানোর কাজ করতাম।'

খড়িবাড়ি হাটের ডিআই ফান্ডের সরকারি জমি ধীরে ধীরে দখল হয়ে যাচ্ছে। হাটে তৈরি হচ্ছে বড় বড় বাড়ি। বিরোধী দলনেতার আক্ষেপ, 'প্রধানের কোনও শাসন নেই।' হাটের জমি বেদখল হওয়ায় চাষিদের সবজি বিক্রি করতে রাস্তার ওপর বসতে হচ্ছে। এর ফলে যানজট সৃষ্টি হয়। শক্তির কথায়, 'আমি প্রধান হলে ব্যবসায়ী, চাষি, আমলা এবং পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতাম। পাশাপাশি চাষিদের জন্য পৃথক বাজারের ব্যবস্থা করতাম।'

এলাকায় থাকা ছয় বিঘা জমি একটি পার্ক তৈরির জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। অথচ বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান শিশুদের জন্য সেখানে পার্ক তৈরির কোনও উদ্যোগ নেননি। সেই জমি বর্তমানে দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে। এক্ষেত্রে শক্তি থাকলে কী করতেন? তাঁর বক্তব্য, 'দখলদারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতাম। শিশুদের স্বার্থে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে পার্ক তৈরির কাজ শেষ করতাম।'

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে আসেন গোটা ব্লকের মানুষ। রাতে কোনও ওষুধের দোকান খোলা থাকে না। রোগীর পরিজন রাতবিরেতে ওষুধের জন্য হাহাকার করেন। শক্তি বলেন, 'আমি প্রধান হলে ওষুধ ব্যবসায়ীদের নিয়ে বসে প্রতিদিন রাতে পালা করে অন্তত একটি দোকান খোলা রাখার ব্যবস্থা করতাম।'

ঢাকঢোল পিটিয়ে সলিড এবং লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। উদ্বোধনের পর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তত্ত্বাবধানে বাজার ও সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে আবর্জনা তোলার কাজ শুরু হয়। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। তাই ফের আবর্জনার স্তূপ চোখে পড়ছে খড়িবাড়ির অলিগলিতে। এক্ষেত্রে শক্তি কী করতেন? তাঁর সাফ কথা, 'স্থানীয় ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এলাকার মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিতাম। পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে সঠিক পরিকল্পনা করে দ্রুত প্রকল্পটি চালু করাতাম।'

অভিযোগ ওঠে, প্রধানকে বিরোধীরা উন্নয়নমূলক কাজের প্রস্তাব দিলে তিনি নাকি 'ফান্ড নেই' বলেন। শক্তির কথায়, 'ইচ্ছে থাকলেই অন্য খরচ কমিয়ে পথবাতি, শৌচালয়, রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ফান্ড জোগাড় করা যায়। আমি প্রধান হলে আপ্রাণ চেষ্টা করতাম।'

এই হস্তী শাবকটির চিকিৎসা চলছে। বাগডোগরার অদূরে।

হস্তী শাবকের পা ফুলে ঢোল

বাগডোগরা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : হস্তী শাবকটিরর বয়স মেরেকেটে ছ'বছর। পিছনের বাঁ পা ফুলে ঢোল। চলার ক্ষমতা নেই। শুক্রবার বিষয়টি নজরে আসে বন দপ্তরের। শেষমেশ শনিবার সকাল থেকে শাবকটির চিকিৎসা শুরু হল।

বনে যেখানে শাবকটি রয়েছে, সেই জায়গাটি সামরিক বিভাগের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে। জানা যাচ্ছে, শাবকটি এতটাই অসুস্থ যে, সামনে খাবার রাখলেও মুখে তুলছে না। অবস্থা সংকটজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। শাবকটির অসুস্থতা নজরে আসতেই কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে, এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায় সহ বন দপ্তরের অন্য আধিকারিকরা চিকিৎসায় তদারকি করেন। বেঙ্গল সাফারির চিকিৎসক নিক দোলে এবং ফাঁসিদেওয়ার প্রাণী চিকিৎসক শুভঙ্কর ভৌমিক হাতিটির চিকিৎসা করছেন। পা ভেঙেছে, নাকি ভিতরে ইনফেকশন হয়েছে, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। রিপোর্ট আসার পরেই জানা যাবে।

এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে চিকিৎসা। প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছে। জল, খাবারও রাখা হয়েছে সামনে। নাইট ভিশন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রাখা হয়েছে শাবকটিকে।

একই দোকানে দ্বিতীয়বার চুরি

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কথায় আছে, ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়। কিন্তু একথা কি চোরেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড়ে সোনার দোকানে চুরি হয়েছে শুক্রবার রাতে। ওই দোকানেই বছর দেড়েক আগে চুরির ঘটনা ঘটেছিল।

একবার চুরি করার পর দেড় বছর আর সেপথ না মাড়িয়ে তারপর ফের সেখানেই চুরি করল 'ন্যাড়া'? নাকি অন্য কেউ নতুন করে ছক কষে ওই দোকান সাফ করে দিয়ে গেল? এই দুই প্রশ্নের জট ছাড়াতে পুলিশের অবস্থা কাহিল। কাহিল হবে না-ই বা কেন? গতবারের চুরির কোনও কিনারাই যে করতে পারেননি উর্দিধারীরা। এদিকে, দোকানে দ্বিতীয়বার চুরি হওয়ায় চিন্তা বাড়ছে স্বর্ণ ব্যবসায়ী সন্তোষ পালের। কীভাবে বোঝা গেল বিষয়টি? সন্তোষের কথায়, 'রাতেই চুরি হয়েছে। কারণ শনিবার সকালে দোকান খুলতে গিয়ে দেখি টিনের চাল কাটা। ওখান থেকেই চোরেরা ভেতরে ঢুকেছিল।'

কী কী চুরি গিয়েছে? সন্তোষের বক্তব্য, 'দোকানে বহু সোনা ও রুপোর সামগ্রী রাখা ছিল। তার মধ্যে অনেকটাই গায়েব। এছাড়াও ক্যাশবাক্স থেকে নগদ উধাও হয়েছে।' দোকানে সিসিটিভি না থাকায় কে বা কারা চুরি করল, তা বোঝার কোনও উপায় নেই সন্তোষের কাছে। অগত্যা গতবারের মতো এদিনই পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দেড় বছর আগে ওই দোকান থেকে চুরি যায় লক্ষাধিক টাকা, সোনা-রুপোর গয়না। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ। চুরি যাওয়া একটিও সামগ্রী উদ্ধার হয়নি।

চুয়াগাড়িতে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে বিপত্তি

মাটি চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি : গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে চোপড়ার চেতনাগছে মাটি চাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যু হয়। সেই ক্ষত এখনও শুকোয়নি। বছর ঘুরে আরও একটা ফেব্রুয়ারি মাস। ফের চোপড়াতেই মাটি চাপা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল শনিবার। এবার ঘটনাটি ঘটেছে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াগাড়ি গ্রামে। মৃতের নাম সরেন রায় (৫০)।

ঠিক কী ঘটেছিল? মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তাহখানেক আগে বাড়ির টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে। ডাকা হয় মিস্ত্রিকে। প্রথম ২০ ফুটের পাইপের সঙ্গে ভেতরের পাইপের জয়েন্ট ফেটে গিয়েছে ভেবে চারপাশে গর্ত খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনদিন আগে শুরু হয় খনন। শ্রমিক পরিবার। দিনভর কাজ সেরে বাড়ি ফিরে নিজেরাই গর্ত খুঁড়তেন।

তখন দুপুরবেলা। সুরেন মাটি কোপাচ্ছিলেন। সেই মাটি বালতিতে তুলে বাইরে ফেলছিলেন তাঁর স্ত্রী কল্পনা রায়। তখনই ঘটে যায় বিপত্তি। আচমকা ধসে যায় মাটি। চাপা পড়ে যান সরেন। তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে ওঠেন কল্পনা। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে সেখানে যায় কাঁচাকালী ক্যাম্পের পুলিশ।

এরপর ইসলামপুর থেকে দমকলকর্মীরা গিয়ে মাটির নীচ থেকে সরেনকে উদ্ধার করেন। তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হলেও ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসক সরেনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সরেনের ছেলে মিঠুন রায় বলেন, 'বাবা এদিন কাজে বের হননি। মা-বাবা দুজনেই গর্ত খুঁড়ছিলেন। ওই সময় আমি বাড়িতেই ছিলাম। হঠাৎ মায়ের চিৎকার শুনে গিয়ে দেখি গর্তটি অনেকটা ভরে গিয়েছে।'

চোখের সামনে মাটিচাপা পড়ে স্বামীকে হারাতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারছেন না কল্পনা। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, 'অনেকক্ষণ ধরে গর্ত খুঁড়ছিল। বারবার বললাম, উঠে এসো। শুনল না!'

মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। এলাকায় যান চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা। বিকেলের মধ্যে গর্তটি বুজিয়ে ফেলা হয়।

জানা যাচ্ছে, বছরের বেশিরভাগ সময় ওই এলাকায় জলের স্তর নেমে যায়। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই) পাইপ বসালেও পানীয় জলের পরিষেবা এখনও মেলেনি। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নরেশ সিংহ ঘটনাস্থলে এদিন পৌঁছালে স্থানীয়রা পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন। উপপ্রধান সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, 'পিএইচই-র ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বারবার বলা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্যা মিটছে না।' আর কত প্রাণ এভাবে চলে গেলে শীতঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? মর্মান্তিক এই ঘটনার ক্ষত বুকে নিয়ে প্রশ্ন তুললেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘটনাক্রম

- বাড়ির টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে, ডাকা হয় মিস্ত্রিকে
- দুটি পাইপের জয়েন্ট ফেটে গিয়েছে ভেবে গর্ত খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়
- তিনদিন আগে শুরু হয় খনন, নিজেরাই গর্ত খুঁড়তেন স্বামী-স্ত্রী
- শনিবার গর্ত খোঁড়ার সময় আচমকা ধসে যায় মাটি, চাপা পড়েন শ্রমিক

চুয়াগাড়ি গ্রামে এখানেই শ্রমিক মাটি চাপা পড়েন।

শৈশব।। *জলপাইগুড়ি সদরের সর্দারপাড়ায় হলদিবাড়ির পূর্ণেন্দু রায়ের ক্যামেরায়।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জল্পেশ মন্দিরে ভরসা সাঁকোই

ময়নাগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : জল্পেশ মন্দির যাওয়ার রাস্তায় জরদা নদীর উপর দুই নির্মীয়মাণ সেতুর কাজ শেষ হয়নি। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে জল্পেশমেলা। কিন্তু নির্মীয়মাণ সেতু দুটির একটির কাজও শেষ না হওয়ায় পূর্ত দপ্তরের পুরোনো দুর্বল সেতু দিয়েই এবারও পুণ্যার্থীদের জল্পেশ যেতে হবে। সেইসঙ্গে মেলার মাঠ থেকে মন্দিরের দিকে যাওয়ার জন্য এবারও সাঁকো তৈরি করা হচ্ছে। শিবরাত্রির আগে সেতু দুটি চালু না হওয়ায় হতাশ বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'সেতু নির্মাণ শেষ হতে আরও কিছু সময় লাগায় পুণ্যার্থীদের জন্য সাঁকোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।' ময়নাগুড়ি থেকে জল্পেশ মন্দির যাওয়ার জন্য জরদা নদীর ওপর একটি লোহার সেতু রয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে ওই সেতুটিকে দুর্বল ঘোষণা করা হয়। এরপর পুরোনো সেতুটির পাশেই ২০২৩ সালের শেষের দিকে ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন সেতু তৈরির কাজ শুরু করে পূর্ত দপ্তর। সেতুটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এলেও দুই পাশের অ্যাপ্রোচ রোড এখনও তৈরি হয়নি। ফলে সেতুটি চালু হচ্ছে না।

ভাড়াটিয়ার তকমা ঘুচবে কমার্স কলেজের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বাহুবলী ছবির ওই দৃশ্যটা মনে পড়ে? স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাহুবলী রাজসভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার জনতা। তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 'উৎসব কি তইয়ারি করো...।'

শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের পড়ুয়াদের চোখমুখের অবস্থা বোধহয় এখন বাহুবলী ছবির ওই চরিত্রটির মতো। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে 'ভাড়াবাড়ির কলেজ'-এর তকমা ঘুচতে চলেছে। উৎসবের 'তইয়ারি' হয়েছে কি না জানা নেই, তবে এই খবরে তাঁরা যে পার্টনার ছবির গোবিন্দার মতো 'ইতনি খুশি' বলতে বলতে গোপনে টিস্যু হাতে নাক মুছছেন, একথা হলফ করেই বলা যায়। দীর্ঘ টালবাহানার পর কাওয়াখালিতে কমার্স কলেজের ভবন তৈরির কাজ শুরু হতে চলেছে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি কাজের সূচনা হবে।

নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকায় ছয় মাস অন্তর পরীক্ষা দিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটতে হয় কমার্স কলেজের পড়ুয়াদের। তাছাড়া, ক্যাম্পাস নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই লেগেই রয়েছে। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) ভিজিট চলাকালীন ক্যাম্পাস পুরোপুরি নিজেদের হাতে পাওয়া, কিংবা সরস্বতীপুজোয় মাইক বাজানো, সবতেই ঠান্ডা লড়াইয়ের ইঙ্গিত মিলেছে। তবে এবার সমস্ত লড়াইয়ের অবসান যেন সময়ের অপেক্ষা।

কাওয়াখালিতে তিন একর জমিতে ভবনটি গড়ে তোলা হবে। ইতিমধ্যে নজরদারি এবং নির্মাণসামগ্রী রাখার জন্য অস্থায়ী ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ করে দ্বিতল ভবন গড়ে তোলা হবে।

বিষয়টি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ রঞ্জন সরকার বলেন, 'জি প্লাস ফোর আকারের ভবন তৈরির জন্য ভিত তৈরি করা হবে। প্রথম পর্যায়ে কাজ হবে কলেজের নিজস্ব তহবিল থেকে। বাকি কাজ শেষ করার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন করেছি। আশা করছি আগামী দেড় বছরের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়ে কলেজ চালু করা যাবে।'

প্রথম দিন থেকে শিলিগুড়ি কলেজের ক্যাম্পাসে একপ্রকার ভাড়াটিয়া হয়ে ক্লাস করতেন কমার্স কলেজের পড়ুয়ারা। পরীক্ষা আয়োজনের জন্য শিলিগুড়ি কলেজে একটিও ঘর পায় না কমার্স কলেজ। তাই এনবিইউয়ের বিদ্যাসাগর ভবনে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। সেই কারণে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। যা নিয়ে ক্ষোভ ছিল শিক্ষক-পড়ুয়াদের।

এদিকে, কাওয়াখালির জমিজট কাটছিল না দীর্ঘদিন ধরে। ২০১৯ সালের আগে থেকে জট কাটানোর অনেক চেষ্টা হয়েছে। কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই জমিতে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজ শুরু করে বছর পাঁচেক আগে। সেটা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। তবে সীমানা প্রাচীরের অবশিষ্ট কাজ শেষ করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

সূত্রের খবর, প্রাচীর তৈরির ক্ষেত্রে টেন্ডার নিয়ে কিছু সমস্যা তৈরি হওয়ায় সেই প্রক্রিয়া শুরু হতে সময় লাগছে। অধ্যক্ষের সংযোজন, 'সীমানা প্রাচীরের কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করব না। তার আগেই ভবন তৈরির কাজ শুরু হবে। পড়ুয়াদের পরীক্ষা নিয়ে সমস্যার কথা চিন্তা করেই ভবন তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।'

কাওয়াখালিতে কমার্স কলেজের জমিতে নির্মাণসামগ্রী রাখার জন্য অস্থায়ী ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

পরীক্ষার্থীদের পাশে পুলিশ

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : শনিবার শিলিগুড়িতে নির্বিঘ্নে শেষ হল মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনওরকম সমস্যায় পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করতে সকাল থেকে সজাগ ছিল পুলিশ।

এরই মাঝে প্রধাননগর থেকে অসুস্থ শর্মিলা মাহাতোকে টোটোতে চাপিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের বুথের কাছে টোটোটি পৌঁছাতেই সেটা নজরে আসে ট্রাফিক পুলিশের। তখন ১১টা বেজে পার। যানজটের মধ্যে টোটোতে অসুস্থ পরীক্ষার্থীকে দেখে তৎপর হয় পুলিশ। পুলিশের গাড়ি হুটার বাজিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে দেয় টোটোটিকে। হাতিঘিসাতে ভিনসেন্ট হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে এসে ব্যাগ খুলতেই মাথায় হাত পড়ে এক পড়ুয়ার। অ্যাডমিট কার্ড ভুলে বাড়িতে ফেলে এসেছিল সে। পরে এক ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকের মদতে সময়ের মধ্যে অ্যাডমিট কার্ড এনে পরীক্ষায় বসেছে সে। এএসআই নুরজাহান আহমেদ ওই পড়ুয়াকে হেলমেট পরিয়ে মোটরবাইকে বসিয়ে রওনা দেন তার বাড়ির উদ্দেশে।

সাইবার জালিয়াতি জারি

টাকা, কার্ড খোয়া গেল এটিএম থেকে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার সার্ভে পার্কে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএমে কার্ড আটকে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শহর শিলিগুড়িতেও দেখা গেল একই ছবি। শনিবার সকালে ভারতনগরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী মাল্লাগুড়ির একটি বেসরকারি ব্যাংকের এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে খোয়ালেন টাকা ও এটিএম কার্ড। ওই তরুণের অভিযোগ, 'টাকা তুলতে গিয়ে এটিএম কার্ডটি আটকে যায়।'

প্রসেনজিৎ জানিয়েছেন, একাধিকবার চেষ্টা করেও কার্ডটি বেরোয়নি। এদিকে নিরাপত্তারক্ষী না থাকায়, এটিএম কাউন্টারের দেওয়ালে থাকা হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করেন তিনি। এরপরেই বাধে বিপত্তি। ওই তরুণের কথায়, 'ফোনের ওপার থেকে আমাকে জংশন এলাকায় যেতে বলা হয়।' কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন কেউ কোথাও নেই। এরই মধ্যে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে দু'ধাপে কুড়ি হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রসেনজিৎ।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযোগ হয়ে থাকলে তদন্ত করে দেখা হবে।'

শহরে এমন ঘটনায় রীতিমতো আশঙ্কিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সমিতির সহ সম্পাদক লক্ষ্মী মাহাতো। বিষয়টি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'নিরাপত্তারক্ষী রাখার ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষগুলির মধ্যে অনীহা অব্যাহত রয়েছে। যেভাবে সাইবার অপরাধীরা নিরাপত্তারক্ষীহীন এটিএমকে টার্গেট করছে তাতে এটা ভয়ের।'

এদিকে জংশন এলাকায় গিয়ে প্রসেনজিৎ কাউকে দেখতে না পেয়ে পুনরায় এই নম্বরটিতে ফোন করতে গিয়ে দেখেন তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার মেসেজ ঢুকেছে। এরপরই তিনি আবার ওই নম্বরটিতে ফোন করলে তাঁকে বলা হয়, 'টাকা রিফান্ড হয়ে যাবে।' কার্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রতারকরা বলে, 'টেকনিকাল টিম কার্ডটি বের করে দেবে। নইলে কার্ড ভেতরে ঢুকে যাবে।'

এদিকে পুরো বিষয়টিতে সন্দেহ তৈরি হওয়ায় মাল্লাগুড়ির ওই এটিএম কাউন্টারে ফিরে যান ওই তরুণ। গিয়ে দেখেন, তাঁর কার্ডটি সেখানে নেই। এরই মধ্যে প্রসেনজিৎ বুঝতে পারেন তিনি সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়েছেন। এরপরই দ্রুত কার্ডটি ব্লক করে দেন তিনি।

এদিকে এটিএমে নিরাপত্তারক্ষী না থাকা নিয়ে প্রসেনজিতের স্ত্রী পৌলোমী চক্রবর্তী বলেন, 'ঘটনার পর ব্যাংককর্মীরা এসে ওই নম্বরটা কেটে দিয়ে চলে গিয়েছে। এদিকে আমাদের বলা হয়, কেন ওই নম্বরে আমরা ফোন করলাম।' তাঁর কথায়, 'নিরাপত্তারক্ষী থাকলে এমন সমস্যা হত না।'

এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সাইবার অপরাধীরা শহর শিলিগুড়ির নিরাপত্তারক্ষীহীন এটিএমগুলিকে টার্গেট করতে শুরু করেছে। যদিও সাইবার বিশেষজ্ঞরা এনিয়ে ভীত না হয়ে, আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

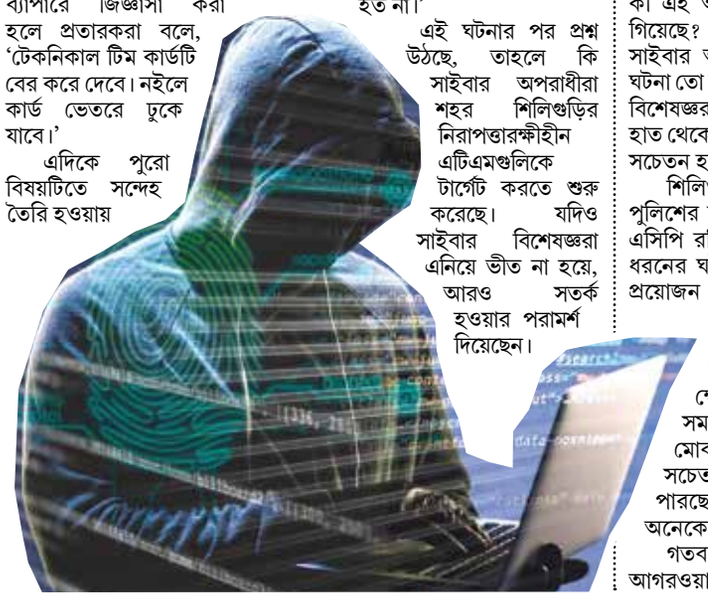

পালটে যাচ্ছে অপরাধের ধরন

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে সাইবার অপরাধের ধরন। বর্তমানে সাইবার অপরাধীরা নতুন নতুন পথ অবলম্বন করছে। আর এতেই বিপাকে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এখন সাইবার অপরাধীদের নতুন ফাঁদ ডিজিটাল অ্যারেস্ট। ধনী-গরিব, কৃষক-ব্যবসায়ী এমনকি পড়ুয়ারা সকলেই এই অপরাধীদের শিকার হচ্ছেন। সাইবার অপরাধ এতটাই মাথাচাড়া দিয়েছে যে, এর থেকে সাবধান থাকতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও নানা সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, তারপরেও কী এই অপরাধের সংখ্যা কমানো গিয়েছে? সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে হওয়া সাইবার অপরাধের বেশ কয়েকটা ঘটনা তো বলছে অন্য কথা। সাইবার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই অপরাধের হাত থেকে বাঁচতে সকলকেই আরও সচেতন হতে হবে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের এসিপি রবিন থাপা বললেন, 'এই ধরনের ঘটনা রুখতে সবার আগে প্রয়োজন মানুষের সচেতনতা। পুলিশ ঘটনার খবর পেলেই তদন্ত শুরু করে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সমস্যার সমাধানও করে দিই দ্রুত। মোবাইলে ফোন করলেই সচেতনতামূলক প্রচার শুনতে পারছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে ভুল করে বসছেন।'

গতবছর সেপ্টেম্বরে দীপক আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তি অ্যাপের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে প্রতারিত হন। এর পরই শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তি। তদন্তে নেমে গত মঙ্গলবার বিহার থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি বিনিয়োগ করা অর্থের মধ্যে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

এই যেমন গতবছর ডিসেম্বরে নিউ জলপাইগুড়ির এক কুলি সাইবার প্রতারণার শিকার হন। ওটিপি পাঠিয়ে ওই কুলির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা তুলে নেয় প্রতারকরা। সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানানোর ২ মাসের মধ্যে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে ওই কুলির হাতে তুলে দেয় শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানা।

পুলিশ বলছে, যাঁরা এই অপরাধের কবলে পড়ছেন, তাঁদের অধিকাংশ সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও। শহরের অনেক প্রভাবশালী শুধুমাত্র লোকলজ্জার ভয়ে অভিযোগ জানাতে আসতে পিছপা হয়ে যাচ্ছেন। আর এতেই সাইবার অপরাধীরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে বলে মত পুলিশ আধিকারিক সহ সাইবার বিশেষজ্ঞ সকলের। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, বিগত ২-৩ বছরের তুলনায় বর্তমানে শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় সাইবার অপরাধের অনেক বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। আর এর থেকেই পরিষ্কার, দিন যত এগোচ্ছে তত সাইবার অপরাধের ঘটনা তত বাড়ছে।

জিটিএ চিফকে নিশানা অজয়ের

চিঠির জবাব চেয়ে অনীতের বাড়িতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপাকে বিভিন্ন ইস্যুতে বারবার চিঠি দিয়েও জবাব মেলেনি। জবাব পেতে শনিবার তাঁর কার্সিয়াংয়ের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন অজয় এডওয়ার্ড। তিনিও জিটিএ'র নির্বাচিত সদস্য এবং ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক।

অজয়ের বক্তব্য, 'পাহাড়ের বিভিন্ন দাবি, সমস্যার কথা জানিয়ে জিটিএ চিফকে অনেকবার চিঠি দিয়েছি। একটি চিঠিরও উনি জবাব দেননি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য জিটিএ'র সদর দপ্তর লালকুঠিতে গিয়েছি। সেখানেও তিনি বসেন না। তাই এদিন সকালে তাঁর কার্সিয়াংয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িতেও অনীত ছিলেন না।'

অনীতের পালটা বক্তব্য, 'আমি একটা পার্টির সভাপতি, জিটিএ চিফ। আমার বাড়িতে সবাই আসতে পারে। অজয় নিশ্চয়ই আমাকে নেতা মানেন বলে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি আমার মতো কাজ করছি। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হলে নিশ্চয় জবাব দেব।'

তিনি বলেন, 'লালকুঠিতে আমাকে না পেলেও প্রধান সচিব সহ অন্য সচিবরা রয়েছেন। তাঁদের কাছে চিঠি দিতে পারেন। বর্তমান সময়ে অফিসে বসে কাজ করতে হবে এমন কথা নেই। মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, আমি তাদের কাছে পৌঁছে সমস্যার সমাধান করতে চাই।'

কয়েক মাসে অজয় এডওয়ার্ড বিভিন্ন বিষয়ে অনীত থাপাকে চিঠি দিয়েছেন। সম্প্রতি পাহাড়ের চা শ্রমিকদের পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং পুরো জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। পাশাপাশি গত পুজোর বোনাস সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে অনীতের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন অজয়।

কিন্তু তাঁর অভিযোগ, অনীত কোনও চিঠিরই জবাব দেন না। ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি অনীতকে লেখা শেষ চিঠিতে চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমিতে টি ট্যুরিজম প্রকল্পের বিরোধিতা করা সহ বেশ কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। অজয় সেদিন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'চিঠির জবাব না পেলে অনীত পাহাড়ের যেখানে যেখানে যাবেন, আমিও জবাব চাইতে সেখানেই পৌঁছে যাব।' অনীত এর পরেও কোনও জবাব দেননি।

শনিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ অনীতের কার্সিয়াংয়ের নয়াবাজারের বাড়িতে পৌঁছে যান অজয় এডওয়ার্ড। বাড়ির মূল গেটে অনীত বাড়িতে রয়েছেন কি না, জানতে চান তিনি। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষী জানিয়ে দেন, অনীত বাড়িতে নেই। ফলে সেখান থেকে ফিরে আসেন অজয়।

পরে তিনি বলেন, '২৫ জানুয়ারির পরে অনীত লালকুঠিতে যাননি। তিনি নিয়মিত কোনও অফিসেই বসেন না। তাই আমার চিঠির জবাব চাইতে অনীতের বাড়িতে এসেছিলাম। কিন্তু এখানেও তাঁকে পেলাম না।' জিটিএ সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে অনীত এদিন কলকাতায় গিয়েছেন।

কী অভিযোগ

- পাহাড়ের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়ে জিটিএ চিফকে অনেকবার চিঠি দেওয়া হলেও জবাব মেলেনি
- ১২ ফেব্রুয়ারি অনীতকে শেষ চিঠি অজয়ের
- জবাব চাইতে শনিবার সকালে অনীতের বাড়িতে পৌঁছে যান অজয়
- কিন্তু অনীতকে বাড়িতে পাননি
- অনীতের বক্তব্য, 'জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই জবাব দেব।'

তোলা না দেওয়ায় জমির মালিককে মার

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বছর ছয় আগে ঢাকনিকাটায় জমি কিনেছিলেন এক ব্যক্তি। ভেবেছিলেন সাধের বাড়ি তৈরি করবেন। কিন্তু নিজের জমিতে বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে 'গুন্ডা ট্যাক্স' দিতে রাজি না হওয়ায় মারধর খেতে হবে তা ভাবতেও পারেননি জমির মালিক। শুধু তাই নয় অভিযোগ, ওই জমি মালিকের পকেটের বারো হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় অভিযুক্ত দুষ্কৃতীরা। এমনকি হাতে, গলায় থাকা সোনার সামগ্রী ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওই জমি মালিকের।

ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে গোপাল দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগকারী চলতি মাস থেকে সেখানে বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করেন। তাঁর কথায়, 'বাড়ির কাজ শুরু করার পর থেকেই ওই দুষ্কৃতীরা বিভিন্নভাবে চাপ দিতে শুরু করেছিল আমাকে। লক্ষাধিক টাকা 'গুন্ডা ট্যাক্স' চাওয়া হয়েছিল। এরপর ১৩ তারিখ এলাকার একাধিক দুষ্কৃতী আমার নির্মীয়মাণ বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়।' তাঁর আরও সংযোজন, 'গুন্ডা ট্যাক্স' দিতে রাজি না হওয়ায় তাকে মারধর শুরু করে ওই দুষ্কৃতীরা। সেসময় তার টাকা ও সোনার আংটি, চেনও ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর ১৪ তারিখ রাতে তিনি প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ওইদিন রাতেই অভিযুক্তদের মধ্যে গোপালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কিছুদিন আগে দেবীডাঙ্গা থেকে চম্পাসারি যাওয়ার রাস্তায় ভোররাতে মুরগির গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় এক চালক দুষ্কৃতীর খপ্পরে পড়েছিলেন। সেক্ষেত্রেও টাকা চেয়ে হেনস্তা করা হয়েছিল ওই গাড়িচালককে। যদিও শেষমেশ প্রধাননগর থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছিল।

দোকানে চুরি

চাকুলিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি : একটি মুদিখানার দোকানে টিনের চালা কেটে চুরির অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার এমন ঘটনা সামনে আসে চাকুলিয়া থানার টিটিয়া এলাকায়। শনিবার সকালে চুরির বিষয়টি সামনে আসে। দোকানের মালিক জুলফিকার আলম জানিয়েছেন, ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা ও দোকানের কিছু জিনিস চুরি গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে চাকুলিয়া থানার পুলিশ।

বন্ধ চা বাগানের মাটি বিক্রির অভিযোগ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁওয়ে ডানকানসের বন্ধ বাগান থেকে অবাধে মাটি চুরির ঘটনায় রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। দিনের পর দিন অবাধে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগ আগেই তুলেছিলেন স্থানীয় চা শ্রমিকরা। এবার বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে ব্লক কংগ্রেস কমিটি।

ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'কয়েকদিন আগে বন্ধ বাগান চালুর ব্যাপারে ৫ দফা দাবিতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোনওরকম ব্যবস্থা নেয়নি।' কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, এই মাটি বিক্রির ব্যবসার সঙ্গে শাসকদলের একাংশ জড়িত রয়েছে।

ডানকানসের লালবাগ ডিভিশনে আর্থমুভার দিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। দিনের পর দিন মাটি কাটার ফলে বাগানের ভেতর অন্তত ১৫-২০ জায়গা ডোবা, পুকুরের আকার ধারণ করেছে। বাগানে এই গর্তগুলি ফাঁকা জমিতে করা হয়েছে নাকি গাছ তুলে মাটি কাটা হয়েছে জানতে চাওয়া হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয়দের একাংশ বলছেন, দিনের বেলায় ফাঁকা জমিতে মাটি কাটা হয়। অনেক সময় রাতের অন্ধকারে আর্থমুভার দিয়ে বাগানের গাছ উপড়ে মাটি কেটে পাচার চলে।

স্থানীয় সিপিএম নেতা মকলেশ্বর রহমানের বক্তব্য, 'এর আগে এলাকায় ডানকানসের বন্ধ কারখানার সমস্ত জিনিস দুষ্কৃতীরা খুলে নিয়ে পালিয়েছে। এখন কারখানার চিহ্নটুকু নেই। এবার বাগানের ফাঁকা জমিতে মাটি চুরি বেড়েছে। এতে শাসকদলের মদত রয়েছে।' যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক তাঁদের দলের কেউ জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, 'মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে পালানোর পর থেকে জমিদাতারাই বাগানের দেখভাল করছেন। তাঁদের কেউ কেউ মাটি কাটছেন। এতে অন্য কোনও ব্যাপার নেই।'

এভাবেই চা বাগানের মাটি খুঁড়ে পাচার করা হচ্ছে। - সংবাদচিত্র

> এর আগে এলাকায় ডানকানসের বন্ধ কারখানার সমস্ত জিনিস দুষ্কৃতীরা খুলে নিয়ে পালিয়েছে। এখন কারখানার চিহ্নটুকু নেই। এবার বাগানের ফাঁকা জমিতে মাটি চুরি বেড়েছে। এতে শাসকদলের মদত রয়েছে।
>
> **মকলেশ্বর রহমান**
> *স্থানীয় সিপিএম নেতা*

জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালে বাগানের অচল অবস্থা শুরু হয়। মালিকপক্ষ হঠাৎ করেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর শ্রমিকরা কমিটি তৈরি করে বাগান পরিচালনা শুরু করেন। পরবর্তীতে শ্রমিক ও জমিদাতাদের মধ্যে বাগান ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়া হয়। যদিও শ্রমিকরা এখনও মনে করছেন সরকারি হস্তক্ষেপে হয়তো বাগানটি আবর নতুন করে খুলতে পারে। এ পরিস্থিতিতে বাগান থেকে মাটি চুরি যাওয়ায় শ্রমিক মহলেও উদ্বেগ শুরু হয়েছে।

হাপতিয়াগছে বহিষ্কৃত পঞ্চায়েত সদস্য

চোপড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হাসেন আলি গতবছর ডিসেম্বরে আবাসের কাটমানির প্রতিবাদ করায় তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল দলেরই এক নেতার বিরুদ্ধে। এবার ওই পঞ্চায়েত সদস্যকেই তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটি থেকে ছ'মাসের জন্য বহিষ্কার করল দল। শনিবার এনিয়ে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে। যদিও হাসেন এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

দলের অঞ্চল কমিটির যুগ্ম সভাপতি মহম্মদ শাহজাহান সিরাজের কাছে এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমি কিছু বলতে পারব না।' যদিও বহিষ্কার করার ওই চিঠিতে যুগ্ম সভাপতির সই রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে দলের চোপড়া ব্লক কোর কমিটির চেয়ারম্যান তাহের আহমেদের বক্তব্য, 'সেরকম ব্যাপার নয়। একটি মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খোলাতেই ওই সদস্যকে শোকজ করা হয়েছিল। শোকজের সন্তুষ্টজনক উত্তর না পেয়েই সম্ভবত পরবর্তীতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

পুলিশের অভিযান

বানারহাট, ১৫ ফেব্রুয়ারি : অবৈধ মদ বিক্রির বিরুদ্ধে শনিবার অভিযান চালাল বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। এদিনের অভিযানে নেতৃত্ব দেন ওসি ভয়েস সুব্বা। বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়া চা বাগানে কুমা লাইনে বেশকিছু বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩০ লিটার দেশি মদ ও বিয়ার বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

পরীক্ষা শেষে

প্রথম দিনের সিবিএসই'র পরীক্ষার পর পড়ুয়ারা। শনিবার শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

শুরু হল সিবিএসই'র বোর্ড পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : সিবিএসই দশম ও দ্বাদশের বোর্ড পরীক্ষা শুরু হয়েছে শনিবার থেকে। মোদি পাবলিক স্কুল, আর্মি পাবলিক স্কুল (সুকনা), বিএসএফ আবাসিক স্কুল, কদমতলা সহ শিলিগুড়ির মোট ১৩টি সেন্টারে এবার এই পরীক্ষা হচ্ছে। সিবিএসই দশমের প্রথম পরীক্ষা ছিল ইংরেজি বিষয়ে। অন্যদিকে আন্ত্রাপ্রেনরশিপ বিষয়ে দ্বাদশের পরীক্ষা হয়। মাধ্যমিকের পাশাপাশি সিবিএসই-র বোর্ড পরীক্ষা শুরু হওয়ায় সকাল থেকেই রাস্তায় কড়া পুলিশি নজরদারি রাখা যায়।

অপরাধ বাড়ছে বাড়িভাসা মাঠে, চিন্তায় স্থানীয়রা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি ১৫ ফেব্রুয়ারি : দিন-দিন অপরাধীদের আস্তানা হয়ে উঠছে এনজেপি সংলগ্ন বাড়িভাসা মাঠ। গত কয়েকমাসে এই মাঠ চত্বরে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ঘটনায় বিরক্ত স্থানীয়রাও। দিনকয়েক আগে দু'পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মাসদুয়েক আগে ইস্টার্ন বাইপাস থেকে দুজনকে অপহরণ করে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে এই মাঠে এসেই গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যরা। পুলিশ সেখান থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে। মাঠের মাঝ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক কিশোরের মোবাইল ছিনতাই করে এক টোটোচালক ও তার শাগরেদ। গত শনিবার দুপুরে ১০ জন নেশাতুরকে এই মাঠ থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাপ্রসঙ্গে এনজেপি থানার এক আধিকারিক বলেন, 'ওই এলাকায় নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযোগ এলে টহলদারি আরও বাড়ানো হবে।'

এই মাঠের একপাশে এনজেপি স্টেশন হওয়ায় মাঝেমধ্যেই অপরাধমূলক ঘটনা ঘটতে শোনা যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মাঠের আশপাশে থাকা বাড়িভাসা-জাবরাভিটা, মাদানি বাজার, শান্তিনগরের মতো এলাকাগুলি থেকে অনেকেই চুরি, মাদক-জুয়া কারবারের মতো বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও ঠাকুরনগর, এনজেপির রায় কলোনি, শহিদ কলোনি, রামনগরের একদল বহিরাগত নিয়মিত এই মাঠে এসে জমায়েত করছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এলাকার এক ব্যবসায়ী বলেন, 'অনেকসময়ই অপরাধ করে এই মাঠে এসে দুষ্কৃতীরা বখরার হিসেব করে।' একই কথা বলছেন স্থানীয় বাসিন্দা পূজা কুমারী। কিন্তু কেন পুলিশি ধরপাকড়ের পরে বারবার এই মাঠে এমন ঘটনা ঘটছে?

মাঠটি আসলে বেশ কয়েকভাগে বিভক্ত। এনজেপি আন্ডারপাসের দিক থেকে এই মাঠে ঢোকার তিনটি রাস্তা রয়েছে। এছাড়াও শান্তিনগরের দিক থেকে ঢোকার জন্যে রয়েছে চার-পাঁচটি পথ। জাবরাভিটার দিক থেকে একটি পথ রয়েছে। এদিকে, নিজেদের সুবিধার্থে দুষ্কৃতীরা দেওয়াল ভেঙে পথ তৈরি করে ফেলেছে। মাঠটির মধ্যে স্কুল, পলিটেকনিক, মুক্তমঞ্চ ছাড়াও বেশ কয়েকটি আবাসন রয়েছে। ফলে মাঠটি ছোট-বড় মিলিয়ে ছ'সাতটি অংশে ভেঙে গিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের রামউদয় শর্মার বক্তব্য, 'স্থানীয় একাংশের পাশাপাশি বহিরাগতদের অত্যাচার রয়েছে। মাঝেমধ্যেই পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।'

দক্ষিণ শান্তিনগরের বাসিন্দা সমর যাদবের কথায়, 'এতবড় জায়গায় চারদিক দিয়েই অসংখ্য প্রবেশপথ। পুলিশ একদিক থেকে ঢুকলে দুষ্কৃতীরা অন্য রাস্তা দিয়ে পালাচ্ছে।' তাছাড়া স্থানীয়দের মধ্যেও কয়েকজন যখন-তখন তাসের আসর বসানোয় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ।

রাতারাতি তৈরি হওয়া বাজারে সমস্যা

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি শহরের ৩২ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেন্ট্রাল কলোনি এলাকার ব্যস্ত রাস্তার ধারে হঠাৎ করে নতুন বাজার গজিয়ে ওঠায় সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কথায়, গত ২-৩ মাস ধরে রাস্তার দু'পাশে ১০-১৫টি দোকান নিত্যদিন বসছে। অনেকেই কেনাকাটা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। ব্যস্ত সময়ে এভাবে বাজার বসার ফলে তৈরি হচ্ছে যানজট। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, অফিস টাইমে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা মুশকিল হয়ে যায়। বাইক নিয়ে তো দূরের কথা, হেঁটে যাতায়াত করাও দুষ্কর। এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

এদিকে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের নির্বাচনি ক্ষেত্র। নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের এমন উদাসীনতায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে মেয়র তথা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, 'খুব তাড়াতাড়ি বাজারটিকে সরানো হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা কমল সরকার বলেন, 'আগে এই জায়গায় একটা-দুটো ফলের দোকান বসলেও, এখন সব ধরনের দোকান বসছে। বাজারের কারণে বাইক, স্কুলবাস সব আটকে পড়ছে।' স্থানীয়দের কথায়, প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে দোকান বসাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। জানা গিয়েছে, আগে দু'একটি দোকান বসলেও এখন সবজি, মাছ এমনকি মশলার দোকান পর্যন্ত বসছে।

রাস্তার ধারে একটি মশলার দোকান বসিয়েছেন বিল্টু মোহন্ত। তিনি বললেন, 'একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতাম। এখন চাকরি নেই তাই রাস্তার ধারে মশলার দোকান নিয়ে বসেছি।' ওই জায়গায় দোকান বসানো আনন্দ তরফদার, পরিমল দাসের মতো ব্যবসায়ীরা জানালেন, এখানে বাজার বসা দেখে তাঁরাও দোকান বসিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে গেটবাজার বাজার কমিটির সভাপতি কাজল দাস বলেন, 'যে রাস্তায় বাজার বসেছে সেটি রেলের জায়গা। এভাবে বাজার বসার প্রভাব পড়ছে এলাকার মুখ্য বাজারে। আমরা রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। এই বাজারের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।' একই মতামত গেটবাজারের সবজি ব্যবসায়ী কমিটির।

এদিকে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই বাজারের বিষয়টি রেলের এডিআরএমকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি।' যেহেতু জায়গাটি রেলের তাই এবিষয়ে জানতে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ ঝা বলেন, 'বাজার বসাতে হলে নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হোক। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আমরাই ব্যবসায়ীদের উঠে যেতে বলব।'

সেন্ট্রাল কলোনির ব্যস্ত রাস্তার ধারে এভাবেই বসছে বাজার। - সংবাদচিত্র

শতায়ু হতে চান!

ছবি : এআই

পথ দেখাচ্ছে স্টেম সেল গবেষণা

‘জন্মিলে মরিতে হবে’ জেনেও ‘এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে’ কে আর যেতে চায়! শতায়ু হওয়ার বাসনা কমবেশি সব মানুষেরই থাকে। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের মতো বহুবর্ষজীবী মানুষের স্টেম সেলে ঢুঁ মেরে জীবনের খেলায় সেঞ্চুরি হাঁকানোর সুলুকসন্ধান চালাচ্ছেন বস্টনের বিজ্ঞানীরা। খোঁজ নিলেন সুদীপ মৈত্র

জ্যাঁ লুই কালমঁ।
জিরোমন কিমুরা।
জোয়াও মারিনহো নেতো।
তোমিকো ইতোওকা।

এই নামগুলো চেনা লাগছে কি? কুইজে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে চিনে ফেলেছেন। না হলে চেনার কথা নয়। এঁদের মধ্যে মিল বলতে, এঁরা প্রত্যেকেই দীর্ঘজীবনের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয়। ফ্রান্সের বাসিন্দা জ্যাঁ লুই কালমঁ এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত দীর্ঘজীবীদের তালিকায় এক নম্বরে। তাঁর জন্ম ১৮৭৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, আর মৃত্যু ১৯৯৭ সালের ৪ অগাস্ট। ধরাধামে ছিলেন ১২২ বছর ১৬৪ দিন। দীর্ঘজীবিতার দৌড়ে পুরুষদের মধ্যে শীর্ষে জিরোমন কিমুরা। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের চেয়ে কয়েক মাসের ছোট জাপানের বাসিন্দা এই মানুষটি ১৮৯৭ সালের ১৯ এপ্রিল জন্মেছিলেন। বিদায় নেন ২০১৩ সালের ১২ জুন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর ৫৪ দিন।

বর্তমানে জীবিত সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ হলেন পেলের দেশ ব্রাজিলের জোয়াও মারিনহো নেতো। তাঁর বয়স ১১২ বছর ১৬৩ দিন। পেশায় কৃষক এই মানুষটির জন্ম হয় ১৯১২ সালের ৫ অক্টোবর। জীবিত সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা জাপানের তোমিকো ইতোওকা। তাঁর বয়স ১১৬ বছর ১৯৮ দিন। তিনি যখন জন্মান (১৯০৮ সালের ২৩ মে), তখনও ফাঁসি হয়নি ক্ষুদিরামের।

তো, এঁদের কথা উঠছে কেন? উঠছে তার কারণ, দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার ইচ্ছা কমবেশি সবারই হয়। সেখানে এঁরা হলেন পথপ্রদর্শকের মতো। ‘জন্মিলে মরিতে হবে’ জেনেও ‘এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে’ কে আর যেতে চায়!

কিন্তু শতায়ু ক্লাবের সদস্য হওয়া কি মুখের কথা! যে পৃথিবীর বিষাক্ত বাতাস প্রতিদিন আয়ু কেড়ে নিচ্ছে, সেখানে একশো বছর বাঁচা সোজা নয়। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বহু বাধাবিপত্তি থাকলেও চেষ্টা করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। শতবর্ষজীবী মানুষদের স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁদের উপলব্ধি, ‘ওই আদিকোষের মধ্যেই রয়েছে দীর্ঘজীবনের চাবিকাঠি।’

জন্মের পর থেকে আয়ু বাড়ে কী করে এবং কী কারণে এটা এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়, তা নিয়ে গবেষণা করেছেন বস্টনের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, দীর্ঘায়ু মানুষের স্টেম সেলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে বয়সবৃদ্ধির পদ্ধতি এবং দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

কীভাবে চলছে গবেষণা

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা শতবর্ষীদের রক্ত থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করে সেগুলিকে পুনর্গঠিত করেছেন। এই সেলগুলি একটি বিশেষ ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যা অন্য গবেষকদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে। একই ধরনের গবেষণা একাধিক হাতে হলে ‘বয়স বাড়ার প্রভাব’ এবং ‘দীর্ঘায়ু জীবনের জিনগত কারণ’গুলো চিহ্নিত করার সুযোগ বাড়বে।

স্টেম সেল বিশেষজ্ঞ জর্জ মারফি জানিয়েছেন, এক শতবর্ষী ব্যক্তি ১৯১২ সালের স্প্যানিশ ফ্লু এবং দু’বার কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়েছেন। এর কারণ তাঁর জিনগত গঠন হতে পারে, যা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

শতবর্ষীদের সক্ষমতা

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অনেক শতবর্ষী মানুষ মানসিকভাবে সক্ষম শুধু তা-ই নয়, একইসঙ্গে তাঁরা দৈনন্দিন কায়িক ও মানসিক কাজকর্মেও বেশ স্বাবলম্বী। তাঁদের রক্তকোষ থেকে প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল তৈরি করা হয়েছে, যা শরীরের যে কোনও কোষে রূপান্তরিত হতে পারে।

এই স্টেম সেল দিয়ে আলজাইমার রোগের থ্রিডি মডেল তৈরি করেছেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষকরা। সেই মডেলের প্রাথমিক পরীক্ষার ফলাফল বলছে, ‘শতবর্ষীদের স্টেম সেলে আলজাইমার প্রতিরোধকারী জিনের কার্যক্ষমতা বেশি।’

কী আছে পথের শেষে

গবেষকরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে এই সেলগুলিকে লিভার, পেশি এবং অন্ত্রের মতো বিভিন্ন কোষ বা ক্ষুদ্র অঙ্গ তৈরির জন্য ব্যবহার করা যাবে। এর ফলে দীর্ঘায়ু এবং বার্ধক্যজনিত রোগের চিকিৎসায় নতুন পথ খুলে যেতে পারে। এছাড়া শতবর্ষীদের স্টেম সেলের বিশেষত্ব শুধু দীর্ঘায়ুর রহস্য উন্মোচন করতেই নয়, বরং ভবিষ্যৎ চিকিৎসায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সম্ভাবনাও দেখাচ্ছে। এই গবেষণা আমাদের জীবন এবং স্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, যান্ত্রিকভাবে কৃত্রিম পদ্ধতিতে মানুষের আয়ু কি বাড়ানো যাবে? এই প্রশ্নেও নিরাশ করছেন না বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন, জিন এডিটিংয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সেটাও করা সম্ভব হতে পারে। আপাতত বার্ধক্যজনিত রোগের চিকিৎসা এবং বুড়িয়ে যাওয়ার হার (এজিং) কমানোর ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই কর্মকাণ্ডের পরিসর বাড়বে।

ডিজিটাল প্রতারণা রুখতে কৃত্রিম মেধা

আর্থিক প্রতারণায় জড়িত মিউল ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির ওপর নজরদারি বাড়াতে MuleHunter.ai নামে একটি নতুন প্রযুক্তি চালু করেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক

ডিজিটাল প্রতারণা এবং অপরাধমূলক কাজে ব্যবহৃত মিউল অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করার লক্ষ্যে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) চালু করল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক টুল ‘MuleHunter.ai’। সম্প্রতি আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস এই নতুন মডেল উন্মোচন করেন। আরবিআই-এর সহায়ক প্রতিষ্ঠান রিজার্ভ ব্যাংক ইনোভেশন হাব (আরবিআইএইচ)-এর উদ্যোগে এই সিস্টেমটি তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলি দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে মিউল অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করতে পারবে, যা ডিজিটাল প্রতারণার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মিউল অ্যাকাউন্ট কী

আরবিআই-এর ব্যাখ্যানুযায়ী, মিউল অ্যাকাউন্ট হল এমন একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, যা অপরাধীরা বেআইনি অর্থ পাচারের কাজে ব্যবহার করে। অনেক সময় নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতারণা করে বা সহজ উপার্জনের প্রলোভন দেখিয়ে এই ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। অপরাধীরা এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জালিয়াতি করা অর্থ একাধিক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করে, যার ফলে সেই আর্থিক লেনদেন শনাক্ত করা এবং উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

‘মিউলহান্টার.এআই’-এর কার্যকারিতা

আগের নিয়মভিত্তিক সিস্টেমগুলির তুলনায় MuleHunter.ai অনেক দ্রুত এবং নির্ভুল। এই মডেল মেশিন লার্নিং (এমএল) অ্যালগরিদম ব্যবহার করে লেনদেন এবং অ্যাকাউন্টের তথ্য বিশ্লেষণ করে মিউল অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করতে পারে। আরবিআই জানিয়েছে, এই প্রযুক্তি ব্যাংকিং সিস্টেমে লুকিয়ে থাকা মিউল অ্যাকাউন্ট দ্রুত শনাক্ত করতে সক্ষম।

কেন এই উদ্যোগ

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-র তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট সাইবার অপরাধের মধ্যে ৬৭.৮ শতাংশই অনলাইন আর্থিক প্রতারণা। আগের সিস্টেমগুলি সময়সাপেক্ষ এবং অকেজো প্রমাণিত হওয়ায় আরবিআই এই উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে।

হ্যাকাথন থেকে রূপায়ণ

আরবিআই একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তাদের ‘জিরো ফিন্যান্সিয়াল ফ্রড’ শীর্ষক হ্যাকাথনের মাধ্যমে মিউল অ্যাকাউন্ট সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি হয়। এরই ফলাফল ‘MuleHunter.ai’। ইতিমধ্যে দুটি বড় পাবলিক সেক্টর ব্যাংকে এই প্রযুক্তি সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

অগাস্ট মাসে গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টে

এই মডেল আনুষ্ঠানিকভাবে দেখানো হয়। এরপর সেপ্টেম্বরে এটি চালু করা হয় একটি বড় পাবলিক সেক্টর ব্যাংকে। এখন অন্যান্য ব্যাংকগুলিকেও এই প্রকল্পে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করছে আরবিআই।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন

ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতারণার ঝুঁকিও বাড়ছে। আরবিআই-এর এই নতুন উদ্যোগ ব্যাংকিং সিস্টেমকে আরও সুরক্ষিত করতে এবং প্রতারণার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভূগর্ভের জল তোলায় হেলে পড়ছে পৃথিবী

১৯৯৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রায় ২,১৫০ গিগাটন ভূগর্ভস্থ জল তোলা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর মেরু অক্ষ প্রায় ৮০ সেন্টিমিটার সরে গিয়েছে পূর্বদিকে। প্রতি বছর মেরু অক্ষের এই স্থানান্তরের হার ৪.৩৬ সেন্টিমিটার। এর জন্য দায়ী মূলত উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং পশ্চিম-উত্তর আমেরিকার বাসিন্দারা

মানুষের কার্যকলাপে আর টাল সামলাতে পারছে না এই পৃথিবী। প্রতিদিন গ্যালন গ্যালন জলের জোগান দিতে গিয়ে ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়েছে সে। একদিকে কাত হয়ে গিয়েছে পৃথিবীর অক্ষরেখা, যাকে মেরু বা অ্যাক্সিস-ও বলা যায়। এই অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করেই ঘোরে পৃথিবী। আর সেটাই বেঁকে গিয়েছে এক পাশে। আরও স্পষ্ট করে বললে প্রায় ৮০ সেন্টিমিটার বা ৩১.৫ ইঞ্চি।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে পৃথিবীর মেরু অক্ষের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কিম-উন সিওর নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণা জিওফিজিকাল রিসার্চ লেটার্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

কিম-উন সিওর নেতৃত্বাধীন দল জানিয়েছে, ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে ২০১০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মেরু তথা অক্ষরেখা তার পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে অন্তত ৮০ সেন্টিমিটার সরে গিয়েছে। আর এর পুরোটাই হয়েছে নির্বিচারে ভূগর্ভস্থ জল নিষ্কাশনের জেরে। যার মূলে রয়েছে মানুষ। এঁদের জলের জোগান দিতে দিতেই এভাবে প্রভাব পড়ছে পৃথিবীর ভিত্তি কাঠামোয়।

গবেষকরা জানিয়েছেন, মূলত উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বাসিন্দারা যেভাবে যাবতীয় ভূগর্ভস্থ কাঠামো থেকে যথেচ্ছ জল তুলেছেন তারই মাশুল গুনতে হচ্ছে পৃথিবীকে। চাপ বাড়তে বাড়তে অক্ষরেখাটি প্রকৃত অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছে।

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, মেরু অক্ষের স্থানান্তরিত হওয়ার হার প্রতি বছর প্রায় ৪.৩৬ সেন্টিমিটার। ১৯৯৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়সীমায় ভূগর্ভের অন্তত ২,১৫০ গিগাটন ভৌমজল তোলা হয়েছে। এর জেরে শুধু যে পৃথিবীর অক্ষরেখাই কাত হয়ে যায়নি, প্রভাব পড়েছে সমুদ্রের জলতলের উত্থানেও। অঙ্কের হিসাবে প্রায় ০.২৪ ইঞ্চি। একইসঙ্গে বদল ঘটেছে পৃথিবীর ভর বণ্টনেও। আগে মনে করা হত, জলবায়ু বদলের কুপ্রভাব এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরেই দ্রুত হারে গলছে অ্যান্টার্কটিকার হিমবাহ। কিন্তু এই সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, এর পেছনে পৃথিবীর ভৌমজলের এই নির্বিচারে নিষ্কাশনও সমানভাবে দায়ী। যদিও এখনও পর্যন্ত সে অর্থে বড় কোনও প্রভাব জলবায়ু পরিবর্তন বা ঋতুবৈচিত্র্যের ওপর ফেলতে পারেনি।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি এইভাবে ভূগর্ভস্থ জল তোলা অবাধে চলতে থাকে, তবে সেদিন আর খুব বেশি দূরে নেই যখন অচেনা বিপদের মুখোমুখি হতে হবে মানুষকে। তাঁদের দাবি, এই আশা জাগানোর মতো ফলাফল পরিবেশবিদ এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের ‘ঘুম ভাঙানোর’ জন্য যথেষ্ট। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে এই অবাধ ভৌমজল আহরণের প্রথায় যাতে রাশ টানা যায়, তার দিকেই নজর দেওয়া এখন সবচেয়ে জরুরি। যদিও এত বড় পদক্ষেপ কোনও একক দেশের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হবে না বলেও হুঁশিয়ার করছেন তাঁরা। গোটা বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে সদর্থক কিছু করতে হলে।

পঞ্জাবকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগ

অমৃতসরে কেন বারবার অভিবাসীদের বিমান, প্রশ্ন তুললেন ক্ষুব্ধ মান

চণ্ডীগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বারবার অমৃতসর বিমানবন্দরে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের নিয়ে মার্কিন বায়ুসেনার বিমান অবতরণের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তাঁর অভিযোগ, এই বিমানগুলি অবতরণের জন্য অমৃতসরকে বেছে নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে পঞ্জাবকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রীর সুরে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেসও। যদিও পঞ্জাব সরকারের অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে বিজেপি। মান সরকার অহেতুক তিলকে তাল করছে বলেও তোপ দেগেছে গেরুয়া শিবির।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন শুক্রবার রাতে। তিনি ফিরতেই অবৈধভাবে সেদেশে ঢুকে পড়া ১১৯ জন ভারতীয় অভিবাসীদের নিয়ে দ্বিতীয় বিমানটি শনিবার রাত ১০টায় অমৃতসর বিমানবন্দরে নামে। তাতে পঞ্জাবের ৬৭ জন, হরিয়ানার ৩৩ জন, গুজরাটের ৮ জন, উত্তরপ্রদেশের ৩ জন, গোয়া, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের ২ জন করে এবং হিমাচলপ্রদেশ ও জম্মু ও কাশ্মীরের ১ জন করে বাসিন্দা রয়েছেন। তৃতীয় বিমানটি নামার কথা রবিবার। এর আগে ১০৪ জন অভিবাসীর পায়ে শিকল এবং হাতে হাতকড়া পরিয়ে এদেশে ফেরত পাঠিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। বিষয়টি নিয়ে তখন থেকেই সরব বিরোধী শিবির। এবার নয়াদিল্লির বদলে কেন অমৃতসর বিমানবন্দরে মার্কিন বিমান নামছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী।

মান বলেন, 'কীসের ভিত্তিতে ওই বিমানটির অবতরণের জন্য অমৃতসর বিমানবন্দরকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেটা কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের বলা উচিত। আপনারা পঞ্জাবকে কলঙ্কিত করার জন্যই অমৃতসরকে বেছে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বৈঠক করছিলেন তখন আমেরিকার সরকার হয়তো আমাদের লোকজনের পায়ে শিকল বাঁধছিল। ট্রাম্প কি এই উপহারটি দিয়েছেন।' মানের তোপ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সবসময় পঞ্জাবের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। পঞ্জাবের সম্মানহানি করার

> কীসের ভিত্তিতে ওই বিমানটির অবতরণের জন্য অমৃতসর বিমানবন্দরকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেটা কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের বলা উচিত। আপনারা পঞ্জাবকে কলঙ্কিত করার জন্যই অমৃতসরকে বেছে নিয়েছেন।
>
> **ভগবন্ত সিং মান**

কোনও সুযোগই তারা ছাড়তে চায় না। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারা পঞ্জাব এবং পঞ্জাবিদের কলঙ্কিত করছে। পঞ্জাবের প্রধান বিরোধী কংগ্রেসের নেতারাও এই ইস্যুতে মানের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কংগ্রেসের সাংসদ মণীশ তিওয়ারি বলেন, 'এই বিমানগুলি পঞ্জাবে অবতরণ করবে কেন? কেন্দ্র এই বার্তা দিতে চাইছে যে অবৈধ অভিবাসীদের সকলেই পঞ্জাবের বাসিন্দা। গুজরাট, হরিয়ানার লোকও তো রয়েছেন। ওই বিমানগুলিকে চাইলে দিল্লি বা অন্যত্র অবতরণ করানোই যেত।' দিল্লি পঞ্জাবকে হেনস্থা করতে চাইছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক পরগত সিংও কেন্দ্রের আচরণের নিন্দা করেছেন।

যদিও বিজেপি এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও ভুল দেখছে না। পঞ্জাব বিজেপির সভাপতি সুনীল জাখর বলেন, 'বিরোধীরা অহেতুক তিলকে তাল বানাচ্ছে। অমৃতসরে বিমান অবতরণ করাটা বড় কথা নয়। কীভাবে ওই অনুপ্রবেশকারীরা বেআইনি পথ ধরে মার্কিন মুলুকে পৌঁছোলেন সেটা নিয়ে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। এটা মানবিক ইস্যু।' গেরুয়া শিবিরের বিধায়ক মনজিন্দর সিং সিরসা বলেন, 'আপ সরকার পঞ্জাবকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেখানকার তরুণরা জমি বেচে আমেরিকা যেতে চাইছেন। ট্রাভেল এজেন্টরা তাঁদের লুটছে। হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন। আপ নাটক করছে।' এদিকে মানবপাচার রুখতে পঞ্জাব সরকার গত সপ্তাহে একটি চার সদস্যের সিট গঠন করেছে।

রাহুল-প্রিয়াংকার ঘনিষ্ঠদের প্রাধান্য দলের রদবদলে

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : তিনি সংগঠনের কোনও দায়িত্বে না থাকলেও কংগ্রেসের যাবতীয় সিদ্ধান্তের নেপথ্যে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির অঙ্গুলিহেলন স্পষ্ট। একইভাবে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও চুপিসারে কংগ্রেসের সংগঠনে নিজের প্রভাব বাড়াতে মরিয়া। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শুক্রবার রাতে যে সাংগঠনিক রদবদল ঘটিয়েছেন তাতে ভাই-বোনের ঘনিষ্ঠ নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আনা হয়েছে। যা দেখে বিজেপি ফের বলতে শুরু করেছে, খাড়গে কংগ্রেস সভাপতি পদে থাকলেও রিমোট কন্ট্রোল রয়েছে নেহরু-গান্ধি পরিবারেরই হাতে। অবশ্য কংগ্রেসিরা এই সমালোচনা গায়ে মাখতে নারাজ। বরং দলীয় সংগঠনে রাহুল-প্রিয়াংকাদের ক্রমাগত প্রভাব বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন তাঁরা।

শুক্রবার রাতে যে সাংগঠনিক রদবদল করা হয়েছে তাতে রাহুল-প্রিয়াংকার আস্থাভাজন ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলকে পঞ্জাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক পদে বসানো হয়েছে। ওই পদে ছিলেন দিল্লির প্রদেশ সভাপতি দেবেন্দর যাদব। অপরদিকে রাজ্যসভার সাংসদ সৈয়দ নাসির হুসেনকে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। ওই পদে ছিলেন গুজরাটের ভরতসিন সোলাঙ্কি। দিল্লিতে হারের পর পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে সরানো নিয়ে জল্পনা চলছে আপের অন্দরে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস আপে ভাঙন ধরাতে পারে বলে বিভিন্ন মহলে কানাঘুষো চলছে। সেক্ষেত্রে পঞ্জাব নিয়ে কংগ্রেসের রণকৌশল কী হবে তা স্থির করতে বাঘেলের ওপর আস্থা রেখেছেন রাহুল এবং প্রিয়াংকা। নাসির হুসেন অবশ্য খাড়গের দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে সেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবারের রদবদলে আর যাঁদের বিভিন্ন রাজ্যের ইনচার্জ করা হয়েছে তাঁরা হলেন রাজ্যসভার সাংসদ রজনী পাতিল (হিমাচলপ্রদেশ এবং চণ্ডীগড়), বিকে হরিপ্রসাদ (হরিয়ানা), হরিশ চৌধুরী (মধ্যপ্রদেশ), গিরিশ চোড়াঙ্কার (তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি), অজয়কুমার লাল্লু (ওড়িশা), কে রাজু (ঝাড়খণ্ড), মীনাক্ষী নটরাজন (তেলেঙ্গানা), লোকসভার সাংসদ এসএস উলাকা (মণিপুর, ত্রিপুরা, সিকিম এবং নাগাল্যান্ড) এবং কৃষ্ণা আল্লাভারু (বিহার)। লাল্লু, রাজু এবং উলাকা তিনজনই রাহুল-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন লাল্লু। প্রাক্তন আমলা রাজুও কংগ্রেসের এসসি, এসটি, ওবিসি, সংখ্যালঘু সেলের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর। যাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন দীপক বাবারিয়া, মোহন প্রকাশ, রাজীব শুক্লা, অজয় কুমার।

বিচারপতিদের নিয়ে প্রশ্ন, বিতর্কে ধনকর

'মনকে প্রশ্ন করুন'

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ফের বিতর্কে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। সিবিআই ডিরেক্টর বা অন্য সমস্ত প্রশাসনিক নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটিগুলিতে দেশের প্রধান বিচারপতিকে রাখা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে সিবিআইয়ের ডিরেক্টর নিয়োগে বিধিসম্মতভাবে কেন প্রধান বিচারপতি (সিজেআই)-কে রাখা

> বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তা এবং এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য রেখাটি গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচারের মধ্যে রয়েছে। আমাদের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে কীভাবে বিধিসম্মত উপায়ে ভারতের প্রধান বিচারপতি সিবিআই ডিরেক্টর নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।
>
> **জগদীপ ধনকর**

হবে। এমন বন্দোবস্তের আইনি যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল। এর আগে সিজেআইকে বাদ দিয়ে নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই সংক্রান্ত যে নতুন আইন তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়েও নিজের আপত্তির কথা ঠারেঠোরে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। রাহুলের পাশাপাশি একাধিক বিরোধী নেতা এবং আইন বিশারদরাও কেন্দ্রের নতুন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন।

কিন্তু শুক্রবার ভোপালের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মোদি সরকারের অবস্থানকেই সঠিক বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন ধনকর। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, 'বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তা এবং এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কিন্তু গণতন্ত্রের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে, তা মোটেই সূক্ষ্ম নয়। বরং এই সূক্ষ্ম পার্থক্য রেখাটি গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচারের মধ্যে রয়েছে। নিজেদের মনকে প্রশ্ন করুন। আমাদের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে কীভাবে বিধিসম্মত উপায়ে ভারতের প্রধান বিচারপতি সিবিআই ডিরেক্টর নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।' ধনকর বলেন, 'একটি সময় ছিল যখন শাসন বিভাগ বিচারবিভাগীয় রায়ের সামনে আত্মসমর্পণ করত। তাই বিধিতে সেই অনুযায়ী লেখা হয়েছিল। কিন্তু এই জিনিসটি বদলানোর সময় এসে গিয়েছে। আমরা কীভাবে একটি প্রশাসনিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সিজেআইকে শরিক করতে পারি।'

উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, সাংবিধানিক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে বিঘ্ন না ঘটিয়ে মতবিরোধ করতে শিখতে হবে, ধ্বংস না করে আপত্তি তুলতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোণঠাসা হয়ে গণতন্ত্র উজ্জীবিত হয় না, বরং সমন্বয়ের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনে সেটা সম্ভব। সংসদে নিয়মিতভাবে আলোচনার যে ঐতিহ্য গণপরিষদের হাত ধরে ভারতে পথচলা শুরু করেছিল, তার উচ্চমানের সঙ্গে যে সমঝোতা করা হচ্ছে সেটা নিয়েও আক্ষেপ করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান।

অন্য ভূমিকায়... *নিজের বাসভবনের সামনে ড্রোন ওড়াচ্ছেন রাহুল গান্ধি। শনিবার।*

২৬-এর পরেও মহাকুম্ভ!

লখনউ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের ত্রিবেণি সংগমে প্রতিদিন ডুব দিচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। শাহিস্নানের দিনগুলিতে সংখ্যাটা কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে। যানজটে নাকাল হতে হচ্ছে পুণ্যার্থীদের। মহাকুম্ভে পরবর্তী শাহিস্নানের দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি। ওই দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হতে চলেছে এবারের কুম্ভ মেলা। তবে মহাকুম্ভকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের আগ্রহের কথা মাথায় রেখে মেলার সময়সীমা আরও কয়েকদিন বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। তাঁর বার্তা, 'এখনও বহু মানুষ মহাকুম্ভে যোগ দিতে আগ্রহী। সেদিকে নজর রেখে কুম্ভ মেলার সময়সীমা যদি বাড়ানো হয় তাহলে অনেকে উপকৃত হবেন।'

রাহুলের ড্রোন বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : চিন কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ড্রোন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমরকৌশলে এগিয়ে যাচ্ছে, সংসদের বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেই কথা বলেছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ভারত কোথায় চিনের থেকে পিছিয়ে রয়েছে তাও মোদি সরকারের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এবার নিজের বাসভবনে একটি অত্যাধুনিক চিনা ড্রোন উড়িয়ে সেই বক্তব্য ফের তুলে ধরেছেন রাহুল। শুক্রবার তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে একটি ৯ মিনিট ২২ সেকেন্ডের একটি ভিডিও শেয়ার করেন তিনি। গুলি, ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাংকের বদলে ড্রোন প্রযুক্তি কীভাবে অত্যাধুনিক ঘাতক অস্ত্রে পরিণত হচ্ছে সেই কথা ওই ভিডিওয় জানিয়েছেন রাহুল।

তাঁর সাফ কথা, এই ধরনের অত্যাধুনিক ড্রোন এবং তার প্রযুক্তি ভারতকে তৈরি করতে হবে। একইসঙ্গে তাঁর আক্ষেপ, ভারত এখনও পর্যন্ত এই প্রযুক্তি তৈরি করে উঠতে পারেনি।

কীভাবে ড্রোনের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মিশিয়ে নতুন শিল্পবিপ্লবের দিগন্ত খুলে যেতে পারে সেই কথাও জানিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর আশা, আমেরিকা, ইউরোপ না পারলেও ভারতের তরুণ প্রজন্ম এই প্রযুক্তির মেলবন্ধনকে কাজে লাগিয়ে দেশে নতুন শিল্প সম্ভাবনা গড়ে তুলতে সক্ষম।

বিয়ার ক্যানে গান্ধিজির ছবি

ভুবনেশ্বর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বিয়ারের ক্যানে ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ছবি ব্যবহার করছে রাশিয়ার প্রথমসারির মদ প্রস্তুতকারী সংস্থা রিওয়ার্ট।

বিষয়টি নজরে আসার পর ক্ষোভ ছড়িয়েছে ভারতীয় নেটিজেন মহলে।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ওডিশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী শতপথির নাতি তথা রাজনীতিবিদ সুপর্ণ শতপথি।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে গান্ধিজির ছবিযুক্ত বিয়ার ক্যানের ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তিনি যেন এই বিষয়টি তাঁর বন্ধু রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে তুলে ধরেন। দেখা যাচ্ছে যে, রাশিয়ার রিওয়ার্ট সংস্থাটি গান্ধিজির নামে বিয়ার বিক্রি করছে।'

৩৭০ নিয়ে সাফাই চন্দ্রচূড়ের

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদ করা নিয়ে যে কথা এতদিন ধরে বলে আসছেন, কার্যত তারই অনুরণন শোনা গেল প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের মন্তব্যে। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদটি তৈরি করা হয়েছিল যাতে সেটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং সংবিধানের সঙ্গে মিশে যায়। তাঁর প্রশ্ন, 'এই ধরনের একটি অনুচ্ছেদ রদের জন্য ৭৫ বছর সময়কাল কি অত্যন্ত স্বল্প সময়?' ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাতে গত ১৩ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে সায় দিয়েছিল। সংবিধান তৈরির সময় থেকেই যে অনুচ্ছেদটি সাময়িক হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল, সেটি সময়ের সঙ্গে মুছে যাওয়ারই ছিলই বলে জানিয়েছেন চন্দ্রচূড়। জম্মু ও কাশ্মীরে যেভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন এবং সরকার গঠনের ঘটনা ঘটেছে তারও প্রশংসা শোনা গিয়েছে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির কথায়।

বিচারবিভাগে অভিজাততন্ত্র, পুরুষ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আধিক্য বাড়ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়েও মুখ খুলেছেন চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, 'ভারতের বিচারবিভাগের নীচুতলার দিকে তাকালে দেখা যাবে, জেলা আদালতগুলিতে বিচারক পদে যাঁদের নিয়োগ করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশিই হলেন মহিলা। বহু রাজ্যে মহিলা বিচারকের সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। এমনটা হওয়ার কারণ, শিক্ষা বিশেষ করে আইনের শিক্ষা মহিলাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। যে লিঙ্গ ভারসাম্য আইন কলেজগুলিতে দেখা যায়, তারই প্রতিফলন ঘটছে নিম্ন আদালতগুলিতে।' রাম জন্মভূমি সংক্রান্ত মামলার রায়ের আগে তিনি ভগবানের মূর্তির সামনে ধ্যানে বসেছিলেন বলে মন্তব্য করেছিলেন চন্দ্রচূড়। সেই প্রসঙ্গে তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের সংবিধানের কোথাও বলা নেই যে নিরপেক্ষ বিচারপতি হতে গেলে নাস্তিক হতে হবে। আমি আমার বিশ্বাসকে মর্যাদা দিই। আমার ধর্মবিশ্বাস সর্বধর্মের ঐক্যের কথা বলে। সুপ্রিম কোর্টের বাকি বিচারপতিদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।'

গণেশ চতুর্থীতে তাঁর বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসা প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন চন্দ্রচূড়। তাঁর মতে, 'সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাথমিক সৌজন্যের বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী আসার আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনি বন্ড সংক্রান্ত মামলার রায় দিয়েছে। ওই সফরের পরও সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক রায় দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। গণতান্ত্রিক সমাজে বিচারবিভাগের ভূমিকা সংসদে বিরোধী দলের মতো নয়। আমাদের কাজ মামলার নিষ্পত্তি করা এবং আইনের শাসন অনুযায়ী কাজ করা।' বিচারবিভাগের ওপর মোদি সরকারের কোনও চাপ নেই বলেও দাবি করেছেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।

চা-ওয়ালা এবার মেয়র ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে

রায়গড়, ১৫ ফেব্রুয়ারি : চা বিক্রেতা থেকে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন নরেন্দ্র মোদি। এবার একজন চাওয়ালাকে মেয়র হিসাবে পেতে চলেছে ছত্তিশগড়ের রায়গড়। ঘটনাচক্রে তিনিও বিজেপি নেতা। নাম জয়বর্ধন চৌহান। পুরভোটে কংগ্রেসকে হারিয়ে রায়গড়ের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। ভোটে জেতার পর ৩ দশকের বিজেপি সদস্য জয়বর্ধন বলেন, 'যেদিন জানতে পেরেছিলাম দল আমার মতো একজন চাওয়ালাকে মেয়র নির্বাচনে প্রার্থী করছে বিশ্বাস করতে পারিনি। বহু বছর ধরে সংঘ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। ভোটে জিতে খুব ভালো লাগছে।

সংঘ এবং স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক ওপি সিংকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা আমার মতো একজন গরিবকে মেয়র পদের যোগ্য বলে মনে করছেন।'

১৯৯৬-তে বিজেপিতে যোগ দেন জয়বর্ধন চৌহান। এরপর ওয়ার্ড সভাপতি, যুবমোর্চার পদাধিকারী হিসাবে ধাপে ধাপে দলে গুরুত্ব পেয়েছেন তিনি।

মোদি আসলে ওবিসি নন, দাবি রেবন্তের

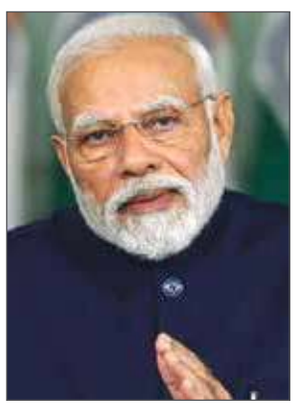

হায়দরাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাতিগত অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তেলেঙ্গানার কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। তাঁর যুক্তি, মোদি জন্মসূত্রে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির (ওবিসি) সদস্য নন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি নিজের সম্প্রদায়কে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত করেছিলেন। সেই সূত্রে তিনি নিজেকে ওবিসি বলে দাবি করছেন। লোকসভা ভোটের প্রচারে এমনটাই দাবি করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর কথার রেশ ধরে রেবন্ত বলেন, 'উনি (মোদি) ২০০১-এ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় নিজেই নিজেকে ওবিসি মর্যাদা দিয়েছিলেন।'

রেবন্তের মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই পালটা সরব হয়েছে বিজেপি। তেলেঙ্গানার বিজেপি সভাপতি বান্দি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'সবার আগে রাহুল গান্ধির জাতি এবং ধর্ম কী, সেটা জানানো উচিত রেবন্তের।'

রাহুল বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি অনগ্রসর পরিবারের সন্তান নন। তিনি আদতে সাধারণ শ্রেণিভুক্ত (জেনারেল কাস্ট) তেলি সম্প্রদায়ের মানুষ। ওই সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকাভুক্ত করেছিল গুজরাটের বিজেপি সরকার।' সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি।

অবিকল মানুষের মতো রোবট বানাচ্ছে মেটা

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ফেসবুকের মূল সংস্থা মেটা এবার 'অবিকল মানুষের মতো' এআই-রোবট বানানোর দৌড়ে নেমে পড়ল। এ ব্যাপারে তারা টেসলা এবং এনভিডিয়া-সমর্থিত ফিগার এআই-এর মতো সংস্থার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে। মেটা তাদের রিয়েলিটি ল্যাবস ইউনিটের ছত্রছায়ায় একটি নতুন বিভাগ খুলছে যেখানে কায়িক শ্রমের জন্য নকশা করা এআই-চালিত হিউম্যানয়েড রোবটের ওপর কাজ করবে।

মেটা টেকনলজি অফিসার অ্যান্ড্রু বোসওয়ার্থ জানিয়েছেন, এই রোবোটিক্স প্রোডাক্ট গ্রুপটি 'কনজিউমার হিউম্যানয়েড রোবট' নির্মাণে কাজ করবে। তাদের লক্ষ্য থাকবে 'লামা' প্ল্যাটফর্মের ক্ষমতাগুলিকে সবাধিক ব্যবহার করা। 'লামা' মেটার মূল এআই মডেল সিরিজ, যা কোম্পানির বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের জন্য জেনারেটিভ এআই টুলের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে মেটা ভবিষ্যতে উন্নত রোবোটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। এতে মেটার ব্যবসা আরও কয়েক গুণ বাড়বে বলেই বিশ্বাস বোসওয়ার্থের।

পাশ্চাত্যের দ্বিচারিতায় সরব জয়

মিউনিখ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠছে গ্লোবাল সাউথ। এখানকার দেশগুলির মধ্যে প্রথমসারিতে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। আর সেই ভারতের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানা সময় প্রশ্ন তুলেছেন পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরা। শুক্রবার যার জবাব দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

জার্মানিতে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মালনে এক প্যানেল আলোচনায়

চর্চায় গণতন্ত্র

তিনি অভিযোগ করেন, গণতন্ত্রে দ্বৈত মাপকাঠি তৈরি করেছে পশ্চিমি দেশগুলি। নিজেদের কাজকর্মকে তারা গণতান্ত্রিক রীতি বলে দাবি করে। অন্যদিকে, গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। যে বিষয়গুলিকে পাশ্চাত্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা না সেগুলিকেই ভারত সহ গ্লোবাল সাউথের 'গণতান্ত্রিক দুর্বলতা' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে।

জয়শংকর আরও জানান, পশ্চিমীরা নিজেদের সীমান্তের ভিতরে গণতান্ত্রিক আদর্শগুলিকে সংরক্ষণ করলেও অন্যত্র অগণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে চলেন। এমনকি অন্য দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আঘাত করতেও পিছপা হন না। জয়শংকর বলেন, 'সত্যি কথা বলতে কী, পশ্চিমীরা গণতন্ত্রকে একটি পশ্চিমি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

মিউনিখে আলোচনা সভায় মধ্যমণি ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর।

ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা গ্লোবাল সাউথের অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করেছেন এবং এখনও সেটাই করছেন। আমি কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করতে পারি যেখানে আপনারা যা বলেন সেটিকে নিজেদের দেশে মূল্যবান বলে মনে করেন, কিন্তু বিদেশে বাস্তবায়িত করেন না।'

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে আমেরিকার 'ডিপ স্টেট' (অভ্যন্তীরণ ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানো) নীতির বাস্তবায়ন নিয়ে চর্চা চলছে কূটনৈতিক মহলে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ডিপ স্টেট তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে গ্লোবাল সাউথে পশ্চিমী দেশগুলির প্রভাব খাটানোর চেষ্টা নিয়ে জয়শংকরের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা গণতন্ত্রকে সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা হিসাবে বিবেচনা করি। আমাদের গণতন্ত্র আদর্শভাবে একটি বাস্তবতা। স্বাধীনতার পর ভারত গণতান্ত্রিক মডেলকে বেছে নিয়েছিল। কারণ, আমরা মূলগতভাবে বহুত্ববাদী সমাজ, যা বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং স্বল্প আয়ের দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা গণতান্ত্রিক মডেলের প্রতি সত্যই দায়বদ্ধ।'

এরপর দর্শকদের উদ্দেশে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের চিহ্ন হিসাবে নিজের আঙুলে লাগানো কালিটি দেখান বিদেশমন্ত্রী। বলেন, 'আমার নখে যে চিহ্নটি আপনারা দেখছেন, সেটি হল একজন ব্যক্তির চিহ্ন, যিনি সবেমাত্র ভোট দিয়েছেন। আমাদের রাজ্যে (দিল্লি) নির্বাচন হয়েছে। গত বছর আমাদের সংসদ নির্বাচন হয়েছিল। ভারতের নির্বাচনে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। লোকসভা ভোটে প্রায় ৯০ কোটি ভোটারের মধ্যে ৭০ কোটি ভোট দিয়েছেন। আমরা একদিনেই ভোটগণনা শেষ করেছি। আর কোনও দল নির্বাচনের ফল নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি।'

> সত্যি কথা বলতে কী, পশ্চিমিরা গণতন্ত্রকে একটি পশ্চিমি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করেন। আমি কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করতে পারি। যেখানে আপনারা যা বলেন, সেটিকে নিজেদের দেশে মূল্যবান বলে মনে করেন। কিন্তু বিদেশে বাস্তবায়িত করেন না।
>
> **এস জয়শংকর**

জয়শংকরের বক্তব্য পেশের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহর স্টোর, মার্কিন সেনেটর এলিসা স্লটকিন প্রমুখ।

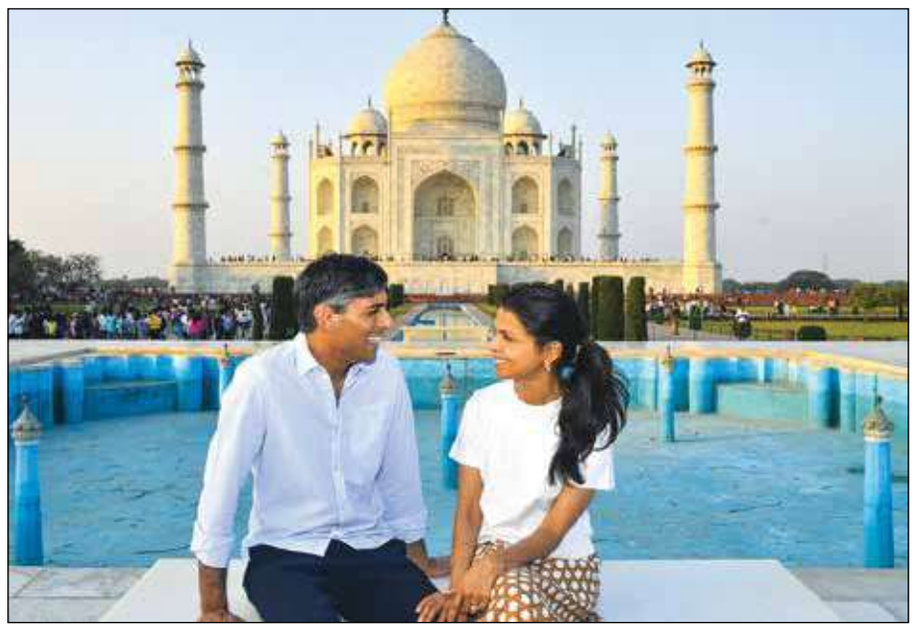

প্রেমের তাজের সামনে হাসিমুখে। স্ত্রীর সঙ্গে আগ্রায় প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক । শনিবার।

ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবে, আশঙ্কা বিরোধীদের

'লাভ জিহাদ' রুখতে আইনের পথে মহারাষ্ট্র

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি : 'লাভ জিহাদ'-এর বিরুদ্ধে আইন চালু করার পথে মহারাষ্ট্র সরকার। এই বিষয়ে কী করণীয়, তার খসড়া তৈরির জন্য শুক্রবার সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন মহারাষ্ট্র পুলিশের ডিজি রশ্মি শুক্লা। বাকি ছয় সদস্যের মধ্যে রয়েছেন নারী এবং শিশুকল্যাণ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, আইন এবং বিচার, স্বরাষ্ট্র, বিশেষ সহযোগিতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার দপ্তরের প্রতিনিধিরা। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে 'লাভ জিহাদ' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হলেও এর ব্যাখ্যা নেই।

এর আগে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানিয়েছিলেন, জোর করে ধর্মান্তরিত করা বন্ধ করতে কড়া আইন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর সরকারের। বিশেষ করে অন্য ধর্মে বিয়ে করে ধর্মান্তরণ বন্ধ করতে তাঁর সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে বলে তিনি জানান।

'লাভ জিহাদ' রুখতে ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ ও অসমের বিধানসভায় বিল পাশ করা হয়েছে। যোগী আদিত্যনাথের সরকার নতুন বিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার কথা বলেছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গত বছরে 'লাভ জিহাদ'-এর বিরুদ্ধে আইন চালু করার কথা ঘোষণা করেন। অসম সরকারও দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পথে এগোতে চাইছে। এবার একই রাস্তা ধরেছে মহারাষ্ট্রও। যে রাজ্যগুলি এ বিষয়ে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করেছে, তাদের সুপারিশ এবং আইনি ধারাগুলিকেও পর্যালোচনা করে দেখবে মহারাষ্ট্রের কমিটি।

একনজরে

- সাত সদস্যের কমিটির নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র পুলিশের ডিজি রশ্মি শুক্লা
- মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানিয়েছিলেন, জোর করে ধর্মান্তরিত করা বন্ধ করতে কড়া আইন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর সরকারের
- 'লাভ জিহাদ' রুখতে ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ ও অসমের বিধানসভায় বিল পাশ করা হয়েছে
- বিরোধীদের দাবি, 'লাভ জিহাদ' বলে কিছুই হয় না। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি ধ্বংস করে হিটলারের মতো দেশ চালাতে চাইছে বিজেপি

'লাভ জিহাদ' রোধী আইন চালু করার জন্য মহারাষ্ট্র সরকার কমিটি গঠন করতেই সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা। এনসিপি (শারদ পওয়ার) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে এই কমিটি গঠনে আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'বিবাহের বিষয়টি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়।' এর বদলে সরকারকে 'প্রকৃত সমস্যাগুলি'র দিকে আরও বেশি নজর দেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। সমালোচনায় বিঁধেছে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টিও। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতা হুসেন দালওয়াইয়ের মতে, 'লাভ জিহাদ' বলে কিছুই হয় না। তাঁর কথায়, 'গণতন্ত্র প্রত্যেককে কোনও না কোনও ধর্মাচরণের সুযোগ দেয়। আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু কেউ কেউ আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে নষ্ট করতে চাইছে। হিটলারের মতো করে প্রশাসন চালাতে চাইছে এরা।'

যদিও মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়ক মঙ্গল লোধার দাবি, দেশ জুড়ে 'লাভ জিহাদ' বাড়ছে। তিনি বলেন, 'দিল্লিতে শ্রদ্ধা ওয়াকারের দেহ কত টুকরো করা হয়েছিল, তা আমরা সকলে জানি। মহারাষ্ট্রেও এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। আমরা যখন 'লাভ জিহাদ' বন্ধ করতে চাইছি, বিরোধীরা তাতে আপত্তি জানাচ্ছেন।'

মৃত্যু ১০ পুণ্যার্থীর

প্রয়াগরাজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভ যাত্রাপথে পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১০ পুণ্যার্থী। আহত ১৯ জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত ২টোয় প্রয়াগরাজ-মির্জাপুর জাতীয় সড়কে। পুণ্যার্থীদের নিয়ে বোলেরো গাড়িটি ছত্তিশগড়ের কোরবা থেকে মহাকুম্ভের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশ থেকে আসছিল একটি বাস। জাতীয় সড়কে উভয়ের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। যথাযথ আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলিকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, গাড়ির চালক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সমাজমাধ্যমে মৃতদের পরিবারবর্গের প্রতি শোকবার্তা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি। শোকপ্রকাশ করছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইও।

সাসপেন্ড সেই প্রিন্সিপাল

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কেরলের কোট্টায়াম সরকারি নার্সিং কলেজের ছাত্রাবাসে নৃশংস র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় প্রিন্সিপাল সুলেখা এ টি এবং সহকারী অধ্যাপক তথা হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ডেন আজিশ পি মানিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা সময়মতো র‍্যাগিং ঠেকাতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিনা জর্জের নির্দেশে মেডিকেল এডুকেশনের পরিচালকের নেতৃত্বে তদন্তের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি ছাত্রাবাসের পরিচালিকা ও নিরাপত্তারক্ষীকেও অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, এক প্রথম

কেরলের কলেজে র‍্যাগিংয়ের ঘটনা

বর্ষের ছাত্রকে খাটে বেঁধে কম্পাস দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করা সহ নানা বীভৎস নির্যাতন করা হচ্ছে। এই ঘটনায় তৃতীয় বর্ষের পাঁচজন ছাত্র - স্যামুয়েল জনসন (২০), রাহুল রাজ (২২), জীব (১৮), রিজিল জিৎ (২০) এবং বিবেক (২১)-কে গ্রেপ্তারির পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিং প্রতিরোধী আইনে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে তারা জেলা কারাগারে বন্দি।

এদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট ইউডিএফ দাবি করেছে, অভিযুক্তদের সঙ্গে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর যোগসূত্র রয়েছে।

দিল্লির মসনদে কে, বিজেপি হিমসিম

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর একসপ্তাহ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। অথচ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও দিল্লিতে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা ঠিক করে উঠতে পারলেন না বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। একটি সূত্রের খবর, রবিবার বিজেপির উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠক হওয়ার কথা। ১৯ অথবা ২০ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে শপথগ্রহণ হতে পারে। তার আগের দিন বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক বসতে পারে। যদিও দীর্ঘ ২৭ বছর পর দিল্লির কুর্সি হাতে পেয়েও মুখ্যমন্ত্রী পদে কাকে শেষমেশ বেছে নেওয়া হবে, তা

নিয়ে এখনও দ্বিধায় গেরুয়াশিবির।

এর আগে বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফ্রান্স এবং আমেরিকা সফর সেরে দেশে ফেরার পর দিল্লিতে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। মোদি শুক্রবার রাতে দেশে ফিরেছেন। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলবেন বিজেপির পর্যবেক্ষকরা। মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে বিজেপির যে সমস্ত নেতা-নেত্রীর নাম সর্বাধিক ভাসছে, তাঁদের মধ্যে পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা এগিয়ে রয়েছেন। তিনি আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নয়াদিল্লি আসনে এবার পরাজিত করেছেন। তবে একাধিক সূত্রের দাবি, সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, অতিশীর পর এবারও দিল্লিতে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মুখের ওপর ভরসা রাখতে চাইছেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। সেক্ষেত্রে সুষমার মেয়ে তথা নয়াদিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির পাশাপাশি শালিমার বাগের বিধায়ক রেখা গুপ্তা, গ্রেটার কৈলাসের বিধায়ক শিখা রায়, ওয়াজিরপুরের বিধায়ক পুনম শর্মা এবং নজফগড়ের বিধায়ক নীলম পেহেলওয়ানের নাম নিয়েও জোরদার চর্চা হচ্ছে। বিজেপির এক বিধায়ক বলেন, এসব শুধুই জল্পনা। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে আমাদের দলে কোনও প্রতিযোগিতা চলছে না। আমাদের দলে মুখ্যমন্ত্রী বা পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন বিধায়কদের মধ্যে থেকে।

এদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ না নিলেও প্রধান বিরোধী আপের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ বিজেপি। তাঁর পরাজয়ের নেপথ্য শিশমহল দুর্নীতি এবার অন্যতম অনুঘটক বলে অনেকেই মনে করেন। বিজেপি নেতা বিজেন্দর গুপ্তার আর্জি মেনে শনিবার সিপিডব্লিউডি ৬ ফ্ল্যাগস্টাফ রোডের বাংলোর সম্প্রসারিত অংশ এবং ওই বাংলোর অন্দরসজ্জার জন্য হওয়া খরচের বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। রোহিণীর বিধায়ক বিজেন্দর বলেন, ৮ একর জমিতে একটি বিলাসবহুল বাংলো তৈরির জন্য নির্মাণ সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন করেছিলেন কেজরিওয়াল।

রাম মন্দিরের পুরোহিতের জলসমাধি, বিতর্ক

সরযু নদীতে আচার্য সত্যেন্দ্র দাসের দেহ ফেলে দেওয়ার ছবি ভাইরাল।

লখনউ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : সরযূ নদীতে 'জলসমাধি' দেওয়া হয়েছে অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাসকে। ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়। হিন্দু ধর্মের চিরাচরিত নিয়ম মেনে তাঁকে দাহ করা হয়নি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সরযূ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তাঁর দেহ। সন্তদের দাবি, এটিই নাকি 'জলসমাধি'। প্রয়াত পুরোহিতের উত্তরসূরি প্রদীপ দাস জানিয়েছেন, রমানন্দী প্রথা অনুযায়ী, 'জলসমাধি' দেওয়া হয়েছে আচার্য সত্যেন্দ্র দাসকে।

একটি নৌকায় চাপিয়ে আচার্য সত্যেন্দ্র দাসের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সরযূ নদীতে। দেহের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় ভারী পাথর। নিয়মমাফিক স্তোত্রপাঠ এবং পুজার্চনা করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় দেহ। 'জলসমাধি'-র সেই মুহূর্তের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকেই এর নিন্দায় সরব হন। পরিবেশবিদদের মতে এই প্রথা কেবল অবৈজ্ঞানিক নয়, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর।

পরিবেশবিদ নব দত্তের মতে, 'যত বড় মানুষই হন, মৃতদেহ নদীতে ফেলা ভয়ংকর অন্যায় এবং অপরাধ। সত্যিই যদি তেমন কিছু হয়ে থাকে, জ্ঞানত যাঁরা সেই কাজে জড়িত তাঁদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনি পদক্ষেপ করা উচিত। মৃতদেহ জলে ফেলা নদী ও জল দূষণ বিষয়ক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দেহ তো অনেক বড় ব্যাপার, আইনত একটা ফুল-বেলপাতা বা মলমূত্রও জলে ফেলা যায় না। জনস্বার্থ মামলা হতেই পারে এই নিয়ে।'

শনিবার শ্রীনগরের এক দরগাতে হাজির কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

একদিনে ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাই আমেরিকার ■ ট্রাম্পকে সালিশির বার্তা জেলেনস্কির

আমেরিকান সেনায় এবার নিষিদ্ধ রূপান্তরকামীরা

ওয়াশিংটন, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেওয়ার দিনেই ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে ছিলেন, তাঁর সরকার কেবল দু'টি লিঙ্গকেই মান্যতা দেবে নারী এবং পুরুষ। তাঁর জমানায় প্রশাসনের কোথাও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের কোনও ঠাঁই হবে না। সেই পথে হেঁটে শুক্রবার মার্কিন সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃতি দিয়ে রূপান্তরকামীদের নিয়োগ বন্ধের কথা জানিয়েছে। কর্মরতদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তন ও সেই সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাও দেবে না তারা।

অন্যদিকে ফেডারেল সরকারের বহর কমানোর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ট্রাম্প ও শিল্পপতি এলন মাস্কের উদ্যোগে শুক্রবার প্রায় ১০,০০০ সরকারি কর্মচারীকে একদিনেই বরখাস্ত করা হয়েছে। ছাঁটাইয়ের তালিকায় রয়েছেন ভূমি দপ্তর থেকে শুরু করে সেনা, স্বরাষ্ট্র, জ্বালানি, কৃষি, স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের কর্মীরা। এমনকি চাকরির একবছর পূর্ণ হয়নি এমন কর্মীদের ওপর ছাঁটাইয়ের খাঁড়া নেমে এসেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, বরখাস্ত করা হয়েছে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের প্রায় ১,৩০০ কর্মীকে। স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ (এইচএইচএস) এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করলেও বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

২৭ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে রূপান্তরকামীদের যোগদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ট্রাম্প। সেই আদেশে বলা হয়, একজন ব্যক্তির 'লিঙ্গ পরিচয়' নিয়ে 'দ্বন্দ্ব' থাকলে তা কখনই সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর মান পূরণ করতে পারে না। একইসঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন আমেরিকার পেন্টাগন-কে এক মাসের মধ্যে রূপান্তরকামীদের নিয়ে নীতি নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই শুক্রবারের ঘোষণা বলে মনে করা হচ্ছে।

রূপান্তরকামীদের জন্য এর আগে সরকারি নথিতে তৃতীয় লিঙ্গ উল্লেখের নীতি চালু করেছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসতেই ওই নীতি বদলে ফেলতে উদ্যোগী হন। শপথগ্রহণের দিন ওয়াশিংটনের বিশপ ম্যারিয়ান এগডার বাড সমকামী-রূপান্তরকামীদের মান্যতা দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন ট্রাম্পের কাছে। তাতে সাড়া দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

মার্কিন সহায়তা না পেলে টেকা কঠিন ইউক্রেনের

কিভ ও মিউনিখ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ তিন বছর পেরোতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ থামাতে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তির আবশ্যিকতার বিষয়টি খোলাখুলিভাবে জানিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি।

রাশিয়ার ধারাবাহিক আক্রমণের মুখে মার্কিন সহায়তা ছাড়া যে ইউক্রেন টিকবে না, সে কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধ বন্ধ করতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাহায্য চেয়ে তিনি বলেছেন, পারলে একমাত্র ট্রাম্পই পারবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে চাপে ফেলতে। ট্রাম্প সালিশি না করলে যুদ্ধ বন্ধ হবে না। আর যুদ্ধ বন্ধ না হলে অস্তিত্বই থাকবে না ইউক্রেন নামে দেশটার। মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারেও জেলেনস্কি বলেন, 'এটা অত্যন্ত কঠিন সময়। প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতি একটা সুযোগ এনে দেয় বটে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা খুব কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া ইউক্রেন বাঁচবে না।'

এই মুহূর্তে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন উপলক্ষ্যে জার্মানিতে রয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার সেই সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবেই দেখি। তিনি আমাদের পক্ষে থাকলে পুতিনকে চাপে ফেলতে পারেন। একমাত্র তাঁরই এই ক্ষমতা রয়েছে। পুতিনকে চাপ দিয়েই একমাত্র যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব।'

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে আগ্রহী আমেরিকাও। ইতিমধ্যে টেলিফোনে জেলেনস্কি এবং পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন ট্রাম্প। অবিলম্বে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চেয়ে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, দু-পক্ষের কূটনৈতিক আলোচনায় সালিশি করতেও আপত্তি নেই তাঁর।

মিউনিখে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে জেডি ভ্যান্সের। বৈঠকের পর তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটি স্থায়ী শান্তি চাই, যা পূর্ব ইউরোপে নতুন সংঘাতের জন্ম দেবে না।' এখন দেখার, 'শক্তিমান' ট্রাম্প জেলেনস্কির সঙ্গে পুতিনকে মুখোমুখি আলোচনার টেবিলে বসাতে পারেন কি না।

বিনিয়োগে আর্থিক নীতির প্রভাব

প্রবীণ আগরওয়াল
(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর)

কখনও ভেবে দেখেছেন বিভিন্ন আর্থিক নীতি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি কীভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে? বাজার ব্যবস্থায় আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক... অনেক কিছু অনুঘটকের কাজ করে। বিনিয়োগের সময় এইসব বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। আজ আমরা এই সমষ্টিগত আর্থিক নীতি নিয়ে আলোচনা করব। বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে এগুলি আমাদের বিনিয়োগ এবং বাজার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে।

সমষ্টিগত আর্থিক নীতি

এই তালিকায় রয়েছে জিডিপি, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থানের হার, শিল্প উৎপাদন, সুদ ইত্যাদি। শেয়ার বাজারের ওপর এগুলির সবকটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব টের পাওয়া যায়।

জিডিপি

কোনও দেশের একবছরে মোট উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার সমষ্টিগত মূল্যই হল মোট দেশজ উৎপাদন বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। সংক্ষেপে জিডিপি। আগের বছরের তুলনায় পরের বছরে উৎপাদন যে হারে বাড়ে তাকেই বলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি। জিডিপি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক। জিডিপি বাড়লে সাধারণভাবে লগ্নি এবং জিনিসপত্র কেনার প্রবণতা বাড়ে। যা উৎপাদন ও পরিষেবা শিল্পকে চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করে। আবার জিডিপি কমলে উলটো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

মুদ্রাস্ফীতি

কোনও সময়ে পণ্য ও পরিষেবার খরচ বেড়ে গেলে তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে একই পরিমাণ অর্থে আগের চেয়ে কম পণ্য ও পরিষেবা কেনা যায়। মুদ্রাস্ফীতির কারণে টাকার দাম কমে। নোট ছাপানোর পরিমাণ বাড়া, শিল্প উৎপাদন কমে যাওয়া, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির সাধারণ কারণ।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ : বেহিসাবি নোট ছাপাজনিত

মুদ্রাস্ফীতি, ঋণ ঘটিত মুদ্রাস্ফীতি, আয়-ব্যয়ে ফারাকের ফলে তৈরি হওয়া মুদ্রাস্ফীতি, চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি।

মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘস্থায়ী হলে টাকার দাম ক্রমাগত পড়তে থাকে। পতন ঘটে শেয়ার সূচকের। যা আপনার সম্পদের মূল্যকে তলানিতে নিয়ে যেতে পারে।

বেকারত্ব

বেকারত্ব হল একটি সামাজিক সংকট। ইংরেজি Unemployment থেকে বেকারত্ব কথাটি এসেছে। প্রচলিত মজুরিতে মানুষের কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে না, সেই পরিস্থিতিকে বেকারত্ব বলে। অর্থনীতিতে বেকারত্বের হার বেড়ে গেলে মানুষের হাতে থাকা টাকার পরিমাণ কমে যায়। খরচে টান পড়ে। বাজারে জিনিসপত্রের চাহিদা কমে যায়। অনাদায়ি ঋণ বাড়ে এবং বিনিয়োগে ফেরত লাভের সম্ভাবনা কমতে থাকে।

শিল্প উৎপাদন

শিল্প উৎপাদন বলতে বিভিন্ন শিল্প সংস্থার সামগ্রিক উৎপাদনকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদন, খনি, বিদ্যুৎ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, বাষ্প, গ্যাস ইত্যাদি। কোনও অর্থনীতিতে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জিডিপির হারও ঊর্ধ্বমুখী হয়। উলটো দিকে উৎপাদন কম হলে বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস পেতে পারে।

সুদের হার

কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধার দেওয়া অর্থের সঙ্গে যে বাড়তি টাকা শোধ করতে হয়, তাকে বলে সুদ। সুদের হার নির্ধারণ করা হয় বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার ভিত্তিতে। সুদের চড়া হার ঋণ গ্রহণকে ব্যয়বহুল করে তোলে। এর ফলে টাকার সরবরাহ কমে যায়। সুদের হার যত কম থাকবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা তত বেশি হবে। অনেক সময় দেখা যায় স্বল্পমেয়াদি ঋণ তহবিলগুলি ভালো পারফর্ম করে, যা ইকুইটির ক্ষেত্রে ঘটে না।

বিনিয়োগকারীদের কি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করা উচিত?

কথায় আছে সচেতনতাই সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা সার্বিক অর্থনীতি সম্পর্কে আপনার ধারণাকে পোক্ত করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগের ঝুঁকি এবং লাভের পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হয়। ধৈর্য, সচেতনতা এবং ধারাবাহিকতা আপনাকে কাঙ্ক্ষিত আর্থিক লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা আট দিনের পতনে সেনসেক্স ফের নেমে এসেছে ৭৬ হাজারের নীচে। অন্যদিকে নিফটি বন্ধ হয়েছে ২৩ হাজারের নীচে। এই আট দিনে সেনসেক্স ২৬৪৪ এবং নিফটি ৮১০ পয়েন্ট নেমে এসেছে। শেষে সেনসেক্স ৭৫৯৩৯.২১ এবং নিফটি ২২৯২৯.২৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এই পতন ফের অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি করেছে শেয়ার বাজারে। বড় কোনও পরিবর্তন না হলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হতে পারে। টানা ৮ দিনে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি টাকা। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে লগ্নিকারীদের। কম দামে শেয়ার কেনার সুযোগ নিতে হলে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। এককালীন লগ্নি এড়িয়ে যেতে হবে। মিড বা স্মল ক্যাপ নয়, লার্জ ক্যাপ শেয়ার বাছাই করতে হবে। শেয়ার বাজারে সুদিন ফিরতে এখন আরও সময় লাগবে, এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার বাজারেও এখন অস্থিরতা চলছে। সৌজন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ' নীতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে শেয়ার বাজারে। এই নীতির মূল কথাই হল, যে দেশ মার্কিন পণ্যে যতটা শুল্ক বসাবে, তার পালটা শুল্ক বসাবে আমেরিকা। এই নীতির বড় প্রভাব পড়তে পারে এই দেশে। এর জেরে শঙ্কিত লগ্নিকারীরা শেয়ার বিক্রি করে চলেছেন। শেয়ার বাজারের এই সংশোধনে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। চলতি বছরের প্রথম দেড় মাসেই ১ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছে এই সংস্থাগুলি। যখনই সূচক ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, তখনই শেয়ার বিক্রির ধাক্কা আসায় টানা পতনের রেশ চলছেই। মার্কিন ডলারের তুলনায় রেকর্ড নীচে নেমে এসেছে ভারতীয় মুদ্রা টাকার দাম। টাকার দাম বাড়লে বা ডলারের দাম নিম্নমুখী এবং মার্কিন বন্ড ইল্ডের দাম কমলে তবেই এদেশে ফের লগ্নিতে উৎসাহ দেখাতে পারেন বিদেশি লগ্নিকারীরা।

বিগত সপ্তাহে রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। এই সিদ্ধান্ত শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে পারেনি। চলতি সপ্তাহে মূল্যবৃদ্ধির হার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। জানুয়ারিতে এই হার ৪.৩১ শতাংশে নেমে এসেছে। এই ইতিবাচক পরিসংখ্যানও শেয়ার বাজারের দুঃসময় কাটাতে পারেনি। সার্বিক পরিস্থিতি এতটাই নেতিবাচক যে কোনও কিছুই বাজারকে স্থিতিশীল করতে পারছে না। দিল্লি নির্বাচনে কেন্দ্রের শাসকদলের এক তরফা জয়ও বাজারের সেন্টিমেন্ট পরিবর্তন করতে পারেনি।

আগামী সপ্তাহে নিফটির সাপোর্ট জোন হল ২২৭০০-২২৮০০ এবং রেজিস্ট্যান্ট জোন হল ২৩২৫০-২৩৩০০। এই জোন বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। ২৩৩০০ লেভেল না পেরোলে সুদিন ফিরবে না শেয়ার বাজারে।

অন্যদিকে, সোনা সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে সামান্য থিতু হওয়ার চেষ্টা করছে। আপাতত একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে সোনার দাম। একই কথা প্রযোজ্য আর এক মূল্যবান ধাতু রুপোর ক্ষেত্রেও।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **নেসলে ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-২১৯৫.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৭৮/২১৩১, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২০৫০-২১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২১১৭১৪, টার্গেট-২৪৮০।

■ **র‍্যাডিকো খৈতান :** বর্তমান মূল্য-২০৪২.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬৩৮/১৪৩০, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৮৮০-১৯৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭৩৩৪, টার্গেট-২৫২০।

■ **এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-৩৫৮.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬২০/২৯০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩২৫-৩৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩০৪৭৬, টার্গেট-৪৭০।

■ **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৩৭.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৫/৩৩২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩২০-৩৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৭৭৩০, টার্গেট-৪২০।

■ **বায়োকন :** বর্তমান মূল্য-৩৪৯.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪০৫/২৪৪, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৩২৫-৩৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪১৯৪২, টার্গেট-৪০০।

■ **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-২৩০.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৫/২২৩, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২১২-২২২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮৯৯৭৫, টার্গেট-২৭৫।

■ **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩০০.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৮/২৯৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৮৫-৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯১২৩৯, টার্গেট-৩৬৮।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : বরুণ বিভারেজেস

● **সেক্টর :** বিভারেজেস ● **বর্তমান মূল্য :** ৪৮৮ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৪৮৫/৬৮১ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১,৬৫,২১৫ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ২৭.৩০ ● **ফেস ভ্যালু :** ২.০০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.২০ শতাংশ ● **ইপিএস :** ৭.৬৭ ● **পিই :** ৬৩.৭০ ● **পিবি :** ১৭.৯০ ● **আরওসিই :** ২৪.২০ শতাংশ ● **আরওই :** ২২.০ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৬৫০/৭৪০

একনজরে

■ ১৯৯০ থেকে বহুজাতিক পেপসিকোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বরুণ বিভারেজেস। এই সংস্থা সারা বিশ্বে পেপসিকোর অন্যতম বৃহত্তম ফ্র্যাঞ্চাইজি।

■ পেপসি, ট্রপিকানা, স্লাইস, সেভেন আপ, স্টিং, অ্যাকোয়াফিনা, লিপটন, ডরিটস, কুড়কুড়ে, মিরিন্ডা, ফ্রাইটোলে ইত্যাদি পেপসিকোর ব্র্যান্ডের পাশাপাশি এই সংস্থার নিজস্ব ব্র্যান্ডগুলি হল রিবুস্ট, জিভে, কুয়ি, ক্রিমবেল, অ্যাকোয়াক্রিয়ার, রিফ্রেশ ইত্যাদি।

■ বিশ্বের ১০টি দেশে পেপসিকোর ফ্র্যাঞ্চাইজি স্বত্ব এবং ৪টি দেশে ডিস্ট্রিবিউটর স্বত্ব রয়েছে এই সংস্থার।

■ দেশে ৩৬টি প্ল্যান্ট রয়েছে। বিদেশে রয়েছে ১২টি।

■ ২০৩৯-এর ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পেপসিকোর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে এই সংস্থার।

■ ঋণের অঙ্ক ক্রমশ কমিয়ে চলেছে বরুণ বিভারেজেস।

■ গত ৫ বছরে ৪০.৯ শতাংশ সিএজিআর হারে মুনাফা বাড়িয়েছে এই সংস্থা।

■ গত ১০ বছরে ২৪.৭ শতাংশ হারে বিক্রি বাড়িয়েছে এই সংস্থা।

■ নেতিবাচক দিক হল, সংস্থায় প্রোমোটার হোল্ডিংস সম্প্রতি ২.৪৬ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে প্রোমোটার হোল্ডিংস ৬০.২ শতাংশ রয়েছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে ২৫.২৭ শতাংশ শেয়ার।

■ ২০২৪-২৫-এর তৃতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ৩৮.৩ শতাংশ বেড়ে ৩৬৮৮.৭৯ কোটি এবং মুনাফা ৩৬.১ শতাংশ বেড়ে ১৯৫.৬৪ কোটি টাকা হয়েছে।

■ সাম্প্রতিক সংশোধনে ভিবি এলের শেয়ারদর প্রায় ৩০ শতাংশ নীচে নেমে এসেছে।

■ এমকে গ্লোবাল, কেআর চোসকি, মতিলাল অসওয়াল সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই সংস্থার শেয়ার কেনার পক্ষে সওয়াল করেছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

সুবিশাল পতন স্মল ক্যাপ ও মিড ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতীয় শেয়ার বাজারে হাহাকার চলছে। সেনসেক্স নেমে দাঁড়িয়েছে ৭৫,৯৩৯.২১ পয়েন্ট। নিফটি ২৩,০০০ ভেঙে নেমে গিয়েছে ২২,৯২৯.২৫ পয়েন্টে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপ ইনডাইসেসগুলির। শুক্রবার বিএসই স্মল ক্যাপ পতন দেখে ৩.২৪ শতাংশ, বিএসই মিড ক্যাপ পতন দেখে ২.৫৯ শতাংশ। যে সেক্টরগুলি বহুদিন ধরে বাজারকে উত্থানমুখী করে রেখেছিল, এখন সেইসব সেক্টরেই ভাটার টান। ম্যানুফ্যাকচারিং পতন দেখেছে ৩.০২ শতাংশ, কেমিক্যালস ২.৪০ শতাংশ, বিএসই হেলথকেয়ার পতন দেখেছে ২.৭৭ শতাংশ। এছাড়া বিএসই ক্যাপিটাল গুডস ২.৭৬ শতাংশ, বিএসই কনজিউমার ডিউরেবলস ২.৩৯ শতাংশ পতন দেখেছে। পতন এতটাই শুরুতর ছিল যে, কেবলমাত্র শুক্রবার কয়েশো শেয়ারের দর ৫ শতাংশের নীচে নেমে যায়। এছাড়া ১-৫ শতাংশের মধ্যে পতন এসেছে আরও হাজারেরও বেশি কোম্পানিতে। কেবলমাত্র ইনফরমেশন টেকনলজি শেয়ারগুলির ওপর বিশেষ হাত পড়েনি। অথচ মারাত্মক খারাপ খবর সেই অর্থে শেয়ার বাজারে বিশেষ নেই।

একদিকে রিজার্ভ ব্যাংক ২৫ বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমিয়েছে, অন্যদিকে সিপিআই মূল্যবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪.৩১ শতাংশে। যা বিগত ৫ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। ডব্লিউপিআই মূল্যবৃদ্ধি কমে দাঁড়িয়েছে ২.১১ শতাংশে। আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম কমে দাঁড়িয়েছে ৭৫ ডলারের নীচে, যা ভারতের মতো দেশের জন্য স্বস্তিদায়ক। একমাত্র মাথাব্যথার কারণ অবশ্যই সোনার দাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি ক্রমাগত সোনা কেনার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্তের মাথায় হাত পড়েছে। ২৪ ক্যারেটের প্রতি দশ গ্রাম সোনা ট্রেড করেছে ৮৪,৭১০ টাকায়।

কোনও খবরেই বাধ মানছে না শেয়ার বাজার

ভারতীয় শেয়ার বাজারের পতনের পিছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন সেক্টরের বেশ কিছু মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপ শেয়ারের দাম অত্যধিক চড়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে কোনও একটি কোয়ার্টার খারাপ ফল করলেই বিনিয়োগকারীরা এমনকি ট্রেডাররা সেই ধরনের কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন। এমনিতেই ডিসেম্বর কোয়ার্টারের রেজাল্ট বেশ কিছু কোম্পানির মোটেই ভালো হয়নি। এমনকি রিলায়েন্স, আদানি, টাটা গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির ফলাফল তথৈবচ। দ্বিতীয়ত, এফআইআই-দের নিরন্তর বিক্রি চলেছে শেয়ার বাজারে। কেবলমাত্র ফেব্রুয়ারি মাসেই এফআইআইরা শেয়ার বিক্রি করেছে মোট ২৯,১৮৩.৪৩ কোটি টাকার। তৃতীয়ত, ডলারের তুলনায় টাকার ক্রমাগত দুর্বলতা যথেষ্ট আশঙ্কার মধ্যে রাখছে সাধারণ বাঙালিকে। যত ডলার শক্তিশালী হচ্ছে, ততই দেশকে বেশি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে তেল বা সোনা আমদানি করার জন্য। এছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে পণ্যগুলি মানুষ ব্যবহার করে থাকেন, সেগুলির মধ্যে অনেক কিছুই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ফলে ডলার শক্তিশালী হলে সেইসব পণ্যের দামও বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির একটি আশঙ্কা থাকছে।

শুক্রবার যে শেয়ারগুলিতে সবাধিক পতন এসেছে তার মধ্যে রয়েছে কনকর্ড এনভিরো (-২০ শতাংশ), কনকর্ড বাওটেক (-১৯.৮৬ শতাংশ), ম্যাক পাওয়ার (-২০ শতাংশ), সন্দেশ (-২০ শতাংশ), সেনকো গোল্ড (-২০ শতাংশ), আনজানি পোর্টল্যান্ড (-১৭.২০ শতাংশ), ইগারাশি মোটরস (-১৩.২৩ শতাংশ), ডিশম্যান কার্বোজ (-১১.০৭ শতাংশ), ব্যাঙ্কো প্রোডাক্ট (-৯.৭৪ শতাংশ), ন্যাটকো ফার্মা (-৯.৪২ শতাংশ), লরাস ল্যাবস (-৯.১২ শতাংশ), জেনসোল ইঞ্জিনিয়ারিং (-৮.৭৩ শতাংশ), ক্যাম্পাস অ্যাক্টিভওয়্যার (-৭.৬৩ শতাংশ), ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণ (-৭.৬১ শতাংশ), নিউল্যান্ড ল্যাব (-৭.৬৭ শতাংশ), সারদা ক্রপ কেম (-৭.২৫ শতাংশ) প্রভৃতি। যে সেক্টরগুলি এদিন ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর দেখে তার মধ্যে রয়েছে দীপক নাইট্রাইট, আরতি সারফ্যাকট্যান্ট, এইউ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক, বালাজি অ্যামাইনস, বন্ধন ব্যাংক প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব, প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। শনিবার দীনবন্ধু মঞ্চে। ছবি : তপন দাস

নাট্যচর্চাকেন্দ্র হবে বাঘা যতীন পার্কে

মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তনে ঘোষণা মেয়রের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বাঘা যতীন পার্কে রবীন্দ্র মঞ্চের পেছনে যে জায়গা রয়েছে তা নাট্যচর্চার কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা হবে। শনিবার দীনবন্ধু মঞ্চে মিত্র সম্মিলনীর ১১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাবর্তনে এসে একথা জানান মহানাগরিক গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'নাটকের রিহার্সাল করার অনেকের জায়গার অভাব রয়েছে। আমরা পয়লা বৈশাখের মধ্যে ওই জায়গা নাটকের মহড়ার জন্য খুলে দেব।'

এদিকে মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তনে বারবার উঠে এল তাদের প্রেক্ষাগৃহের কথা। তবে এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে একমাত্র বক্তা গৌতম, মিত্র সম্মিলনীকে রক্ষা করতে দুই-একদিনের মধ্যেই আলোচনায় বসার আশ্বাস দিয়েছেন। মেয়র বলেন, 'শিলিগুড়িতে সাংস্কৃতিক চর্চায় মিত্র সম্মিলনীর অবদান অনেক। মিত্র সম্মিলনীকে পুনর্নির্মাণ করা আমাদের দায়িত্ব। তাই সম্মিলনীর সদস্যরা আর যেন সময় নষ্ট না করেন। আমি আলোচনায় বসব তাঁদের সঙ্গে।'

বাঘা যতীন পার্কের রবীন্দ্র মঞ্চের পিছনে পুরনিগমে স্বাস্থ্য বিভাগের বেশ কিছু দপ্তর রয়েছে। সেই দপ্তরগুলি পুর ভবনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই মাসের শেষেই। এই দপ্তরগুলি সরে গেলে বাঘা যতীন পার্কে রবীন্দ্র মঞ্চের পিছনের ওই জায়গায় নাট্যচর্চার কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা হবে।

মঞ্চের পেছনে

- শহরে অনেক নাট্যদলের রিহার্সাল করার জায়গার অভাব রয়েছে
- রবীন্দ্র মঞ্চের পিছনে পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের বেশ কিছু দপ্তর রয়েছে
- ওই দপ্তরগুলি পুর ভবনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই মাসের শেষেই
- দপ্তরগুলি সরে গেলে ওই জায়গা নাট্যচর্চাকেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা হবে

এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চে রাজনৈতিক সৌহার্দ্যও সকলের নজর কেড়েছে। মঞ্চে একদিকে ছিলেন বর্তমান মেয়র গৌতম দেব, অন্যদিকে প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। খুব বেশি অনুষ্ঠানে এঁদের দুজনের তেমন দেখা হয় না বললেই চলে। তাই অনেক দিন পর পাশাপাশি বসার সুযোগ পেয়ে সেটা আর হাতছাড়া করলেন না বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা। মঞ্চেই পাশাপাশি বসে বাঘা যতীন পার্ক রাজনৈতিক দলগুলির সভাসমিতির জন্য খুলে দেওয়ার আবদার করে বসেন বর্তমান মেয়র গৌতমের কাছে। প্রাক্তনের কথা শুনে হেসে ফেলেন বর্তমান। বললেন, 'আচ্ছা দেখছি।'

এই আশ্বাসে অনেকটাই খুশি অশোক। কারণ সম্প্রতি সিপিএম জেলা সম্মেলনের জন্য বাঘা যতীন পার্কে প্রকাশ্য সমাবেশ করার জন্য আবেদন করে অনুমতি পায়নি। এরপর কিছুটা ক্ষোভ নিয়েই টিকিয়াপাড়ার খেলার মাঠে সমাবেশ হয় ঠিকই কিন্তু তাতে মন ভরেনি সিপিএমের। অশোক পরে বললেন, 'মেয়রকে বললাম বাঘা যতীন পার্ক নিয়ে। তিনি বলছেন বিষয়টি দেখবেন।'

মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তন উৎসবে এদিন সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। পরে পরিবেশিত হয় নাটক অন্তরতম। দুইদিনের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে রবিবার সংগীত পরিবেশন করবেন জয়তী চক্রবর্তী।

নজর কাড়ছে ক্যাকটাস, অর্কিড

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গ ফুলমেলা। বাহারি ফুল গাছ থেকে নজর সরানোই মুশকিল। এবছরের মেলায় আলাদা করে নজর কাড়ছে ক্যাকটাস ও অর্কিড। প্রায় সব স্টলেই মিলছে এগুলি। বাড়ির ছাদ, বাগান ও অন্দরসজ্জার জন্য শহরবাসী দলে দলে মেলামুখী হচ্ছেন।

কী নেই স্টলগুলির সম্ভারে! ব্রেইন ক্যাকটাস বা মুন ক্যাকটাস থেকে শুরু করে বেগুনি, নীল, সাদা অর্কিড চোখ টানছে সকলেরই। প্রতিবার বেশ ভালো চাহিদা থাকে অর্কিড, ক্যাকটাসের। তাই এবছর প্রচুর পরিমাণে ক্যাকটাস, অর্কিড নিয়ে এসেছেন ব্যবসায়ীরা। এক ব্যবসায়ী ঋষভ রাই বলেন, 'ক্যাকটাসের এত প্রজাতি রয়েছে যে আমরাই মাঝেমধ্যে নাম ভুলে যাই। এবছর ফ্লাওয়ারিং ক্যাকটাস, ব্রেইন ক্যাকটাস, ফেয়ারি ক্যাসল, ক্রেস্টেড ক্যাকটাস, ইউফোরবিয়া, মাঙ্কি টেইল, মুন ক্যাকটাস, মাম্মিলারিয়া, ব্যারেল ক্যাকটাস, জিমনোক্যালিসিয়াম, রেবুটিয়া, হেপ্টাগোনা, সাগুয়ারো, স্টার সহ বহু প্রজাতির ক্যাকটাস রয়েছে।' দাম ৬০ টাকা থেকে শুরু রয়েছে। এরপর ১০০, ১৫০, ৩০০, ৬০০ নানা দাম রয়েছে ক্যাকটাসগুলির।

অর্কিডের মধ্যে ঋষভ দেখালেন এক্সোটিকস অর্কিড, ভান্ডা অর্কিড, আর্টিস্টিক অর্কিড, বাথা অর্কিড সহ আরও বহু রকমের অর্কিড। প্রায় ৬০০ টাকা থেকেই অর্কিড রয়েছে ফুলমেলায়। বাথা অর্কিডের একটা স্টিক ৬০০, দুটি ৮০০, তিনটি স্টিক ১২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর্টিস্টিক অর্কিডের দাম ১০০০-২৫০০ টাকা। ব্যবসায়ী রাজেশ রাইয়ের কথায়, 'প্রতিবছর ভালো চাহিদা থাকে। তাই এবছর অনেক ব্যবসায়ীই অর্কিড এনেছেন।'

পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল থেকে আসা নাসারি দোকানগুলিতেও রয়েছে অর্কিড। আলিপুরদুয়ার থেকে আসা ব্যবসায়ী দেবরাজ সরকার বলেন, 'অর্কিডের অনেক প্রজাতি আছে। তরাই-ডুয়ার্সে প্রচুর অর্কিড হচ্ছে। প্রজাতির ওপর দাম নির্ভর করে। অর্কিডের চাহিদা তো থাকে। দেখা যাক কেমন বিক্রি হয়।' প্রতিবছরই মেলায় আসেন ঋতিকা দাম। নানা গাছ দেখতে দেখতে বললেন, 'অর্কিড খুব ভালোবাসি। এবছর নেব। ক্যাকটাস আমার বাড়িতে আছে।'

উত্তরবঙ্গে রোগনির্ণয়ে অগ্রগন্য ভূমিকায়..
বি.এস.ডায়গনস্টিক সেন্টার
NABL Accredited Laboratory (Pathology Division)
Vide Certificate Number MC- 6976
আশ্রমপাড়া, পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি
ফোন : 9051032483 / 9474090952
www.bsdcslg.com B S Diagnostic Bsdc

চোখ টানছে

- ফ্লাওয়ারিং ক্যাকটাস, ব্রেইন ক্যাকটাস, ফেয়ারি ক্যাসল
- ক্রেস্টেড ক্যাকটাস, ইউফোরবিয়া, মাঙ্কি টেইল
- মুন ক্যাকটাস, মাম্মিলারিয়া, ব্যারেল ক্যাকটাস
- জিমনোক্যালিসিয়াম, রেবুটিয়া, হেপ্টাগোনা
- দাম ৬০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত

ফুলমেলায় বাহারি ক্যাকটাস। ছবি : সূত্রধর

চন্দ্রমল্লিকার প্রেমে সেরা কৌস্তভ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : গুনে শেষ করা যাবে না, গাছে কতগুলি ফুল আছে। এ বছর ফুলমেলার গোলাপের পাশাপাশি বিশেষ আকর্ষণ হল চন্দ্রমল্লিকা। মেলায় ঢুকলে মাঝের দিকে নজরে পড়বে একেকটি গাছে শত শত চন্দ্রমল্লিকা ফুটে রয়েছে। প্রত্যেকটি গাছের ওপরে একটি নামই লেখা কৌস্তভ বিশ্বাস- শিলিগুড়ি। পমপম ভ্যারাইটির চন্দ্রমল্লিকার প্রত্যেকটি গাছই শিলিগুড়ির এসএফ রোডের বাসিন্দা কৌস্তভের। ফুলমেলায় খুব পরিচিত। প্রতিবছর তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বিশেষ স্থান অধিকার করেন। তবে গত চার বছর ধরে রানার্স-আপ হলেও এবছর তার হাতে এসেছে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি।

পমপম ভ্যারাইটি বলতে বোঝায় একই গাছে অসংখ্য ফুল রয়েছে। অপরদিকে, লার্চ ভ্যারাইটিতে বড় আকারের ফুল রয়েছে। যদিও লার্চ ভ্যারাইটিতে কয়েকজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন তবে প্রতিটি বিভাগেই কৌস্তভ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। প্রদর্শনীর বিভাগে একমাত্র তাঁর ছাদবাগানে ফুটিয়ে তোলা চন্দ্রমল্লিকাগুলিই মানুষের নজর কাড়ছে। মোট ১৫টি গাছ রয়েছে এবং একেকটি গাছে ১৮০০-রও বেশি ফুল রয়েছে। পেশায় ব্যবসায়ী কৌস্তভের গাছের পরিচর্যা নেশা।

গাছের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে এদিন কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি বলছিলেন বছরে তাঁর ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা খরচ হয় গাছের রক্ষণাবেক্ষণে। পিটুনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, লাউ, বেগুন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফুল-ফল নিয়ে এসেছেন তিনি।

ফুলমেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেন বলেন, 'কৌস্তভের এবছরের চন্দ্রমল্লিকা অনেকের নজর কাড়ছে। আমারও ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো লেগেছে।' এদিন অনেকেই দাঁড়িয়ে এই চন্দ্রমল্লিকার ছবি তুলছিলেন। একটি বিভাগে একাই অংশগ্রহণ ও আস্ত মেলায় শুধু তাঁর চন্দ্রমল্লিকার জয়জয়কারে খুশি কৌস্তভ। বলছিলেন, 'প্রায় আট বছর হয়ে গেল অংশগ্রহণ করছি। বেশ ভালোই লাগে, গাছের প্রতি আমার আগাগোড়াই অনেক ভালোবাসা। আমার জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই আমি গাছের প্রতিই দিয়ে থাকি। এবছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, ভালো তো লাগছেই।' এবছর ফুলমেলার বিশেষ আকর্ষণ পমপম চন্দ্রমল্লিকা।

গৌতমের রিপোর্ট কার্ড ২২শে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আগামী বছর বিধানসভার ভোট। হাতে খুব বেশি সময় নেই। আর তিনিই যে এবার শিলিগুড়ি বিধানসভায় তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী সেটাও এখন মুখে মুখে ঘুরছে। আর বিধানসভার ভোট বৈতরণি পেরোতে গৌতম দেবের তুরুপের তাস পুরনিগমের মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সামগ্রিক উন্নয়ন। আর্থিক সমস্যা থাকলেও তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক কী কাজ হয়েছে গত তিন বছরে? আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁর নেতৃত্বাধীন বোর্ডের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ঘটা করেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন গৌতম। সেখানেই তিনি শহরের উন্নয়নে গত তিন বছরের কাজের ফিরিস্তি দিয়ে নাগরিকদের হাতে রিপোর্ট কার্ড তুলে দেবেন। মেয়রের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, উন্নয়নের ফানুস ওড়ানো ছাড়া অন্য কিছুই হচ্ছে না। আর্থিক অনটনের জেরে এই বোর্ড পূর্ত দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের কাজে টাকা দিতে পারছে না। অথচ ঢাকঢোল পিটিয়ে কলকাতা থেকে শিল্পী এনে অনুষ্ঠান করবে। উন্নয়ন বাদ দিয়ে বাকি সবকিছুই হচ্ছে বলেও অভিযোগ বিরোধীদের।

২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন গৌতম। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি গৌতমের নেতৃত্বাধীন পুর বোর্ড তিন বছর পূর্ণ করছে। সেই উপলক্ষ্যে ওইদিন দীনবন্ধু মঞ্চে ঘটা করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। ওই অনুষ্ঠানেই তিন বছরে পুর বোর্ড শহরের উন্নয়নে কী কী কাজ করেছে সেসব তুলে ধরবেন মেয়র। তাঁর দাবি, দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু করা, জঞ্জাল অপসারণ বিভাগে গাড়ির সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। শহর এখন আগের তুলনায় অনেকটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে। শহরে প্রচুর ভাঙাচোরা রাস্তা নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও প্রচুর ভালো ভালো কাজ হয়েছে, যেগুলি রিপোর্ট কার্ডে দেওয়া হবে। ওই মঞ্চেই স্থানীয় এবং কলকাতার শিল্পীরাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। এক কথায় তৃতীয় বর্ষপূর্তির দিনে অনেকটাই চমক দিতে চাইছেন গৌতম।

বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের বক্তব্য, 'কীসের রিপোর্ট কার্ড দেবেন মেয়র? আমরা তো শহরে উন্নয়নের কিছু দেখছি না। ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে কী পরিমাণে দূষণ ছড়াচ্ছে দেখে আসুন। শহরে দূষণের মাত্রা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, মানুষের শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। পানীয় জল থেকে বেহাল রাস্তা সবেতেই মেয়রকে মানুষ প্রশ্ন করছেন। তাহলে উন্নয়নের কী হয়েছে? এসব করে সরকারি অর্থ অপচয় ছাড়া কিছুই হবে না।' সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'উন্নয়নের ফানুস উড়ছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। শুধু মেয়র নিজেকে প্রোজেক্ট করতে গিয়ে সরকারি অর্থের অপচয় করছেন। এটা কাম্য নয়।' কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটক দাবি করেছেন, 'রিপোর্ট কার্ডে যেন ওয়ার্ডভিত্তিক কোথায় কী কাজ হয়েছে, সেটা পৃথকভাবেই দেওয়া হয়। স্বচ্ছতা থাকলে কোথায় কত কাজের সিদ্ধান্ত পাশ হয়েছিল, কত কাজের টেন্ডার হয়েছে, কত কাজ হয়েছে, কতগুলি কাজ বাতিল হয়েছে সমস্তটাই দেওয়া উচিত।'

৬ দুষ্কৃতী ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ছয় দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। ভক্তিনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তিনজনকে। আর আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বাকি তিনজনকে। বেআইনিভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

কয়েকজন দুষ্কৃতী পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস এলাকায় জড়ো হয়েছে এই খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা প্রত্যেকেই ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের নাম অর্জুনকুমার সিং, সুশান্ত দাস ও হরেন দাস।

অন্যদিকে, শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্র মারফত আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের কাছে খবর আসে, কয়েকজন দুষ্কৃতী থারো ঘাঁটি এলাকায় জড়ো হয়েছে। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম রাজু বর্মন, অমূল্য হালদার ও নিরঞ্জন দাস। শনিবার ছয় দুষ্কৃতীকেই জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বড় ধরনের অপরাধমূলক কাজ করার জন্যই ওই দুই দুষ্কৃতীর দল আলাদাভাবে জড়ো হয়েছিল।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর ১১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যা ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে সংগীতসন্ধ্যা। সংগীত পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট শিল্পী জয়তী চক্রবর্তী।

রাস্তা দখলে ভোগান্তি

ইসলামপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : দখলদারির জেরে ইসলামপুর বাজারের কংগ্রেস রোডে চলাচল করতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। রাস্তার একাংশ দখল করে দোকানদারদের পসরা এবং বাইক পার্কিংয়ের জেরে ঠিকমতো চলাচল করা দুষ্কর হয়ে উঠছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সমস্যাটি দীর্ঘদিনের হলেও সমাধানের উদ্যোগ কার্যত নেই। শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস রোড ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে রয়েছে। খোদ পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। তিনি জানিয়েছেন, সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে আবারও যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

ডোবায় জঞ্জাল

ইসলামপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ইচ্ছাময়ী কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি ডোবায় আবর্জনা ফেলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বর্ষার সময় এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক রাখতে ওই ডোবা অনেকাংশেই সহায়ক বলে বাসিন্দারা জানান। অথচ বাসিন্দাদের একাংশই ওই ডোবায় আবর্জনা ফেলছেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলার পূর্ণিমা সাহা দে বলেন, 'এবিষয়ে বাসিন্দাদের বহুবার সতর্ক করা হয়েছে। আবারও পদক্ষেপ করব।'

মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দিয়ে বেরোবে মেয়েরা। রাস্তায় প্রতীক্ষা মায়েদের। শনিবার নেতাজি গার্লস স্কুলের সামনে। ছবি : তপন দাস

জল-যন্ত্রণায় জর্জরিত শহর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রায় প্রতিটা টক টু মেয়রে পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যা জানাতে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাগরিকরা ফোন করছেন গৌতম দেবকে। শনিবারও তার অন্যথা হল না। একই ইস্যু নিয়ে সাতটি ফোন এসেছিল এদিন। 'এলাকায় জলের পাইপলাইন নেই', '২০-২৫ দিন ধরে জল আসছে না', 'যতটা জল আসছে, তা পর্যাপ্ত নয়' ইত্যাদি একের পর এক অভিযোগ শুনতে হল মেয়রকে। যা শুনে বেজায় ক্ষুব্ধ তিনি।

পুরনিগমের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের আধিকারিকদের প্রতিটি এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন গৌতম। পাশাপাশি তিনি জানান, জলসংকট মেটাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পাম্পিং স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বারবার বলার পরেও কেন পাম্পিং স্টেশন তৈরির টেন্ডার করা হচ্ছে না, খোদ মেয়র সেই প্রশ্ন তোলেন। তখন আধিকারিকরা কিছুক্ষেত্রে জমির সমস্যা রয়েছে বলে বোঝানোর চেষ্টা করলে গৌতম পালটা জানতে চান, 'যে কয়েকটা জায়গা মিলেছে, সেগুলোর টেন্ডার হচ্ছে না কেন? এই খাতে আমাদের টাকার তো অভাব নেই।' একইসঙ্গে পুরসচিবকে জিজ্ঞেস করেন, 'বরোগুলো কী করছে? প্রত্যেকটা বরোকে সক্রিয় করুন। মানুষের কোথায় কী সমস্যা হচ্ছে, সেসব তো বরো থেকেই দেখা উচিত।'

বরো'র ভূমিকায় ক্ষোভ, সক্রিয় হতে নির্দেশ

জলসমস্যা থেকে এই শহর কবে মুক্তি পাবে, তার সদুত্তর নেই কারও কাছে। তবে পুরনিগমের আশা, দু-আড়াই বছরের মধ্যে দ্বিতীয় জলপ্রকল্প চালু হয়ে যাবে। তখন আর অসুবিধে হবে না শহরবাসীর। সাধারণ মানুষ অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ। বিভিন্ন এলাকায় মাঝেমধ্যে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটায় বিভাগের আধিকারিকের কাছে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানতে চান। তিনি মেয়রকে জানান, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য মাঝেমধ্যে পানীয় জলের পাইপলাইন ফেটে যাচ্ছে। দু'বার সেই পাইপ মেরামত করা হয়েছে। এখন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। মেয়র সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পালটা বলেন, 'সমস্যা না থাকলে মানুষ এমনি ফোন করছেন? এলাকায় গিয়ে ভালোভাবে পরিস্থিতি দেখুন।' জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্তাদের ডেকে বৈঠকের পরামর্শও দেন তিনি।

২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মিলন সরকারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের এলাকায় জল আসছে না। পুরকর্তারা সেই প্রসঙ্গে জানিয়ে দেন, ওখানে পাম্পিং স্টেশন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। মেয়রের গলায় তখন অবশ্য অসন্তোষের সুর। বললেন, 'জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কাজ এত ঢিমেতালে চলছে কেন? অনেকদিন আগে বলেছি যে, পাম্পিং স্টেশনগুলো তৈরির টাকা রয়েছে। আপনারা টেন্ডার করে দিন। কিন্তু করছেন না। যে কয়েকটি জায়গায় সমস্যা নেই, সেগুলোর টেন্ডার করে এজেন্সিকে কাজ দিন। আমি পানীয় জল নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করব।'

৪০ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি শুভ্রা ঘোষের। পুরনিগমের পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে তাঁরও অভিযোগ প্রচুর। দাবি করলেন, অনেক দূরে গিয়ে নাকি জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। তাঁর কথা প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের মেয়র নির্দেশ দেন, 'দ্রুত ওই রাস্তায় পাইপলাইন পাততে টেন্ডার করুন।'

দেহ নিয়ে ধর্নার হুমকি

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বকেয়া না মেটানোয় পুরনিগমের মেয়রকে ফোন করে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন একটি এজেন্সির কর্ণধার কিরণ রাউত। তাঁর অভিযোগ, পুরনিগমের কাছে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। বারবার তাগাদা দিয়েও টাকা দেওয়া হচ্ছে না। ঘরে স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। তাঁর চিকিৎসায় প্রচুর টাকার প্রয়োজন হচ্ছে। তাই এবার টক টু মেয়র কর্মসূচিতে ফোন করে তিনি বলেছেন, 'স্ত্রীর চিকিৎসায় প্রচুর টাকা প্রয়োজন। দ্রুত টাকা মেটান। চিকিৎসার অভাবে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হলে তাঁর মরদেহ নিয়ে পুরনিগমের সামনে ধর্না দেব।' মেয়র তাঁকে বলেন, 'সোমবার ফাইল নিয়ে অফিসে এসে সচিবের সঙ্গে দেখা করুন।' এর পরেই মেয়র পাশে বসে থাকা পুরসচিবকে বলেন, 'ওঁর কী বক্তব্য রয়েছে সেটা শুনুন, আমাদের তদন্তে কী পাওয়া গিয়েছে সেটাও ওঁকে জানিয়ে দিন। যাতে পরবর্তীতে আইনত কোনও সমস্যা না হয়।'

২০১৮ এবং ২০২১ সালে পুরনিগম তাদের জঞ্জাল অপসারণের দায়িত্ব দিয়েছিল। হোটেল, বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম থেকে সমস্ত জঞ্জাল তুলে নিয়ে

টক টু মেয়র

ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলার ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। সেই কাজের জন্যই তাঁরা ৭০ লক্ষ টাকা পাবেন। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে অবশ্য বলেছেন, 'আগের বোর্ডের আমলে ওই এজেন্সি কাজ করেছে। সেই কাজ নিয়ে একটা তদন্ত হয়েছিল। সেখানে দেখা গিয়েছে, যে গাড়ির জন্য বিল জমা হয়েছে সেই গাড়ি ব্যবহারই হয়নি।'

Recipient of INDIA'S TOP 100 PRE-SCHOOL
We Teach, We Care
Bright Academy
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED SCHOOL
www.worldofbright.com
BRIGHTER ! HIGHER ! STRONGER!
Punjabipara: 9832095334
Khalpara: 9832113888

বাজেয়াপ্ত কাফ সিরাপ, গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : শনিবার দুই থানার পুলিশ আলাদা আলাদা অভিযানে ৮৩ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্তের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করল দুজনকে। শনিবার দুপুরে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ৩২ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে। অজয় ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তারা। ধৃত ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রীনগরের রাধাকৃষ্ণ কমপ্লেক্সের কাছে খালি জায়গায় ব্যাগে কাফ সিরাপ নিয়ে ডেলিভারির জন্য অপেক্ষা করছিল। সেসময় পুলিশ তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। ৫১ বোতল কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত কমল মহম্মদ রাজগঞ্জের বাবুপাড়ার বাসিন্দা। পোড়াঝাড়ে কাফ সিরাপ বিক্রি করতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়ে সে। দুজনকেই রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

প্রাণহানিতে দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : দেশের মধ্যে হাতির আক্রমণে প্রাণহানির ঘটনায় রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যানে এই তথ্য উঠে এসেছে। রাজ্যে হাতির আক্রমণে গত পাঁচ বছরে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার ৯০ শতাংশই উত্তরবঙ্গে ঘটছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলা ও শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় প্রাণহানির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটছে।

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিংয়ের পেশ করা রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর দেশের মধ্যে হাতির আক্রমণে ১৫৪টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ওডিশায়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৯৯ জন এবং ঝাড়খণ্ডে ৮৭ জন মারা গিয়েছেন হাতির আক্রমণে।

বন্যপ্রাণী-মানুষের সংঘাত মারাত্মক আকার নিয়েছে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্সে। কয়েকদিন আগেই বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা একটি দাঁতাল হাতিকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনা রাজ্যজুড়ে শোরগোল ফেলে দেয়। মালবাজারের হাতিটিকে জেসিবি দিয়ে ধাওয়া করা, লেজ ধরে টানার মতো ঘটনায় বনকর্তারাও অস্বস্তিতে পড়েন। একসময় ক্ষিপ্ত হাতিটি জেসিবি ও কংক্রিটের ওয়াচটাওয়ারে ধাক্কা মেরে জখম হয়। চা বাগানের ব্লেডতারে জখম হাতিটিকে এখনও খুঁজে পায়নি বন দপ্তর। এছাড়া গরুমারা, লাটাগুড়ির জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তায় ছবি তোলার হিড়িকে হাতিদের উত্ত্যক্ত করার ঘটনা তো অগুনতি। বহুবার উত্ত্যক্ত হয়ে পালটা আক্রমণও করেছে হাতিরা। আবার খাবারের খোঁজে গ্রামে হানা দিয়ে বাড়ি ভাঙা, মানুষ মারার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে।

কেন্দ্রের পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, হাতির হানায় ২০২০ সালে ওডিশায় ১১৭ জন ও পশ্চিমবঙ্গে ১১৬ জনের প্রাণহানি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী দু'বছরে প্রাণহানির সংখ্যা অনেকটা কমে। ২০২১ সালে ৪৭ জন এবং ২০২২ সালে ৭৭-এ দাঁড়ায় মৃত্যুর সংখ্যা। কিন্তু ২০২৩ সালে গোটা দেশেই হাতির হামলায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে। ওডিশায় ১৪৮ জনের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় স্থানে থাকা পশ্চিমবঙ্গে ৯৭ জন মারা যান।

হাতির সঙ্গে সংঘাত

- গত এক বছরে রাজ্যে ৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে হাতির হামলায়
- এর মধ্যে ৯০ শতাংশই উত্তরবঙ্গে
- দেশে ক্রিটিক্যাল এলিফ্যান্ট হ্যাবিট্যাট ৮৫টি
- তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে রয়েছে ২৫টি
- লোকালয়ে ঢুকে পড়লেই বন্যপ্রাণীদের চরম উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের রিপোর্টে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত এড়াতে একাধিক পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে হাতিদের করিডরে হটস্পট চিহ্নিত করে র‍্যাপিড রেসপন্স টিম, কিউআরটি গঠন করে নজরদারি করার উপর সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

লংকা, লেমন গ্রাস, খুস গ্রাসের মতো কিছু জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় রোপণ করতে বলা হয়েছে, কারণ এগুলি বন্যপ্রাণীর খাদ্যতালিকায় নেই। বন্যপ্রাণীর হামলায় মারা গেলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করার মতো কথাও বলা হয়েছে রিপোর্টে। দামাল হাতিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে পুনর্বাসনকেন্দ্রে নিয়ে আসার মতো প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে ১৫টি এলিফ্যান্ট রেঞ্জে ১৫০টি এলিফ্যান্ট করিডর রয়েছে। করিডরগুলিতে ক্রিটিক্যাল এলিফ্যান্ট হ্যাবিট্যাট বা হাতিদের আবাসস্থল রয়েছে ৮৫টি, যার মধ্যে উত্তরবঙ্গেই রয়েছে ২৫টি।

রাজ্যের ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ড সদস্য ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডু বলেন, 'লোকালয়ে বন্যপ্রাণী ঢুকলে এখন স্থানীয় মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। মোবাইলে ছবি তুলে রিলস বানাচ্ছেন। বন্যপ্রাণীকে উত্ত্যক্ত করে আরও ক্ষিপ্ত করে তুলছেন। এতে বনকর্মীদের পরিস্থিতি সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। আপালচাঁদের ঘটনা তাই প্রমাণ করেছে। ন্যায় সংহিতার ১৮৯ ধারা জারি করেও ভিড় আটকানো যাচ্ছে না। বন দপ্তর, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ছাড়াও রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে জোরদার প্রচার করে মানুষকে বোঝাতে হবে। নইলে আগামীদিনে আরও প্রাণহানির ঘটনা ঘটবে।'

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভিও স্বীকার করেছেন, 'এলাকায় প্রশাসনকে দিয়ে ১৮৯ ধারা জারি করেও মানুষের ভিড় আটকানো যাচ্ছে না। তাই এলাকা ধরে ধরে প্রচার শুরু করেছি।'

বিশ্বরঞ্জনের বাড়ি দখলের অভিযোগ

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর এলাকার কাঠের এই দোতলা বাড়িতে একটা সময় প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি থেকে শুরু করে সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমেন মিত্রের মতো হেভিওয়েট নেতৃত্বের আনাগোনা ছিল। এখানেই থাকতেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা তথা আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত বিশ্বরঞ্জন সরকার। সেই বাড়ি এবার দখলের অভিযোগ উঠল। এনিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বিশ্বরঞ্জনের স্ত্রী রুবি সরকারের ভাইয়েরা।

যদিও সেই দখলের অভিযোগ উঠেছে বিশ্বরঞ্জনেরই ভাগ্নে চিরজিৎ দত্ত ও ভাইপো সঞ্জীব সরকারের বিরুদ্ধে। রুবির ভাইদের অভিযোগ, তাঁদের দিদির মৃত্যুর সপ্তাহ দুয়েক পরেই রাতের অন্ধকারে বাড়ির গেট ও দরজার তালা ভেঙে দখল নিয়েছেন চিরজিৎরা। ভাগ্নে চিরজিৎ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'দখলের অভিযোগ ভিত্তিহীন। এটা আমার মামার বাড়ি, তাই এখানে রয়েছি। এটা পারিবারিক বিষয়।'

বিশ্বরঞ্জনরা নিঃসন্তান দম্পতি ছিলেন। বিশ্বরঞ্জনের মৃত্যু হয় ২০১৯ সালের ১০ জানুয়ারি। আর তাঁর স্ত্রী রুবির (ময়না) মৃত্যু হয় চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি। ওই বাড়িটির দলিল রুবির নামে। ভাইদের দাবি, রুবি নিজের উপার্জনের টাকায় জমি কিনে ওই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। তাই রুবির মৃত্যুর পর ওই বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে নেতার স্ত্রীর আত্মীয়দের পাওয়া উচিত। সেখানে বিশ্বরঞ্জনের কোনও আত্মীয় সেই বাড়ির দাবিদার হতে পারে না।

প্রয়াত নেতার আলিপুরদুয়ারে সূর্যনগরের সেই দোতলা বাড়ি।

তাই চিরজিৎরা সেই বাড়িতে ঢোকার কথা জানতে পারার পরেই ইসলামপুরের বাসিন্দা রুবির তিন ভাই পার্থপ্রতিম গুহ, রঞ্জন গুহ, দেবজিৎ গুহ আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা এই ঘটনার কথা আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন।

পার্থপ্রতিম বলেন, 'ওই জায়গা ও বাড়ি আমার দিদির টাকায় তৈরি হয়েছিল। দিদির মৃত্যুর পর জামাইবাবুর দুই আত্মীয় গেট ও দরজার তালা ভেঙে অন্যায়ভাবে ওই বাড়ির দখল নিয়েছে।' পার্থপ্রতিমের আরও দাবি, এটা নাকি নিছক সম্পত্তি দখলের বিষয় নয়। তাঁর কথায়, 'দিদির শেষ ইচ্ছে ছিল দিদির মৃত্যুর পর ওই বাড়িতে জনকল্যাণমুখী কিছু প্রকল্প তৈরি করার। আমরা তিন ভাই আলিপুরদুয়ারের জ্ঞানীগুণী মানুষ এবং জেলা কংগ্রেসের পরামর্শ নিয়ে ওখানে জনকল্যাণমুখী প্রকল্প গড়ে তুলব। তবে তার আগে দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস আবার চাইছে, ওই বাড়িতে জনকল্যাণমুখী কাজের পাশাপাশি বিশ্বরঞ্জন সরকারের নামে একটি ছোট সংগ্রহশালা তৈরি করা হোক।

ভাসল অতুল ঐশ্বর্যের

প্রথম পাতার পর

একবার এক অর্গ্যান প্লেয়ার কী বোর্ড বাজিয়ে সুমধুর করতে চেয়েছিলেন ওঁর গান, সবিনয়ে তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, 'আমার গানের সমস্ত দোষ বা গুণ আমার একার। আপনি দায় নিতে যাবেন কেন?' ভগ্নস্বাস্থ্যেও যেভাবে দম একত্রিত করে গাইতেন, সে নিয়েই একটা তথ্যচিত্র হতে পারে। হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় পরিচিতরা কেউ গেলে, বিরাশি বছরের গায়ক শোনাতেন গান। অধিকাংশ সময় সেই অমর গান-- আমি বাংলায় গান গাই।

পাশ্চাত্যের গাইয়েরা যেভাবে ভয়েস ট্রেনিং করতেন, প্রতুলদা সেই ধাঁচের সাধনা করতেন, একদম নিভৃতে। শুধু 'আমি বাংলায় গান গাই' নয়, গৌরব করার মতো গান প্রতুলের ঝোলায় ছিল অনেক। স্টেকাটো ফর্মের সঙ্গে হারমোনির জমাট মিশেল ছিল ওঁর গান। বিষয়ও দুরন্ত। দুটি একটি বলি। ভয় পাস না ছেলে, ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে, তোমার কি কোনও তুলনা হয়, হ য ব র ল বাংলা গানে বহু প্রতীক্ষার সমকাল, যার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতুলের গান।

কণ্ঠবাদনের রাজা বলা যেত তাঁকে। শ্রোতারাও ছিলেন ওঁরই মতো বাউন্ডুলে। প্রতুলের হাত বাজত, মুখ বাজত। শ্রোতারাও জুটে যেতেন, জুড়েও যেতেন। ২০০৬ সালে বিবিসি এক সমীক্ষায় বলেছিল, রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা সর্বকালের সেরা গান। দুই বাংলা মিলিয়ে ওই সর্বকালের সেরা কুড়ি বাংলা গানের তালিকায় প্রতুলদার 'আমি বাংলায় গান গাই' ছিল ছয় নম্বরে। পদ্মা ও গঙ্গার শ্রোতাদের ভোটেই এই রায় দেওয়া হয়। অথচ তিনি প্রকাশ্যে গাইতে এসেছিলেন অনেক পরের দিকে।

প্রতিষ্ঠিত অনেক গায়কই প্রতুলের গানে এই সিদ্ধি এবং সমৃদ্ধি বাঁকা চোখে দেখেছেন। বলেছেন, বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের পোষা গাইয়ে তিনি। এসব ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে জানতেন ব্যাংকের খুব বড় মাপের এই বড়বাবুটি। সুর ছিল পোষা পাখি, হাত ছিল ওঁর গানের তালবিভাগ আর ছন্দবিভাগের অস্ত্র।

খোকন দিল সাগর পাড়ি, কুট্টুস কাট্টাস, শোনো বন্ধুগণ এবং এমন অনেক গানে প্রতুলবাবুর গোটা শরীরটাই গানে পরিণত হত। গায়ক তখন নিজেই সাক্ষাৎ সিনেমা। মঞ্চের বা ডিস্ক গাইয়ে তিনি নন। সুমন বলে তাঁর গান শুনে বাদল সরকারের নাটক মনে আসত। নিরাভরণ, গহন, শুদ্ধ, ছুঁচের মতো ভেদশক্তি তাঁর।

খুব দুঃখের, এমন গানের উত্তরাধিকার থাকল না। এই শ্রম, সাধনা আর নিরাসক্ত ব্যক্তিত্ব দিয়ে এ যুগে কে আর নিজেকে তৈরি করবেন? একদা এক রামছাগল, পিঁপড়ে গেলেন শুনতে শুনতে চোখের কোণ ভারী হচ্ছে। স্টারডমের মুখে ঝামা ঘষে হারিয়ে দিয়ে গেলেন অতুল ঐশ্বর্যের প্রতুল।

পালাল বন্দি

প্রথম পাতার পর

পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'লক আপে থাকা পুলিশকর্মীদের দায়িত্ব, সবকিছু চেকিং করে বন্দিদের ভেতরে ঢোকানোর। কিন্তু তার আগে হস্তান্তর পর্যন্ত দায়িত্ব তো যে পুলিশকর্মীরা ওই আসামিদের নিয়ে আসছেন তাঁদের।' পুলিশের নজরদারির অভাবই যে স্পষ্ট হল, সেটাই বলছিলেন শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অলোক ধাড়া। তিনি বলেন, 'আসলে মুখে অনেক কথা বলা হলেও বাস্তবে কোনওকিছুই হয়নি। আদালতে শুধুমাত্র চারজন পুলিশকর্মী রয়েছেন। তাঁদেরও দুই থেকে তিনটে শিফট থাকায় ক্লান্ত হয়ে আদালতে কাজ করেন। আসলে, শুধুমাত্র পরিদর্শন করে কিছু হবে না। বাস্তবে সমস্যাগুলো বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'প্রেমিক'-এর সঙ্গে ঝগড়া

কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু পড়ুয়ার

জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রেম দিবসে প্রেমিকের সঙ্গে ঝগড়া। তার জেরে বাড়ি ফিরে এসে রাগে কীটনাশক খেয়ে নিল স্কুল পড়ুয়া কিশোরী। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রাজগঞ্জ ব্লকের একটি হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের সহদেবভিটা এলাকায়।

নাবালিকার পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে 'প্রেমিক' আকাশ রায়কে গ্রেপ্তার করেছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। কিশোরীর বাবা পেশায় একজন কৃষক। নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমিতে চাষাবাদ করতেন। কয়েক মাস আগে তিনি ঋণ নিয়ে একটি ট্রাক্টর কেনেন। নিজে ট্রাক্টর চালাতে না পারায় তাকে চালকের ওপর ভরসা করতে হয়। প্রথমে যে চালক ট্রাক্টরটি চালাতেন তিনি কাজ ছেড়ে দেওয়ায় বেশ কিছুদিন ট্রাক্টরের কাজ বন্ধ ছিল। দিন দশেক আগে আকাশকে ট্রাক্টরের চালক হিসেবে নিয়োগ করেন তিনি। সেই সূত্রে আকাশের সঙ্গে কিশোরীর পরিচয় হয়।

আকাশের বাড়ি বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বনিজেরহাট এলাকায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই কিশোরীর বাবা বাড়িতে ছিলেন না। মা রান্নাঘরে ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় আকাশ কিশোরীর মোবাইলে ফোন করে দেখা করার জন্য বাড়ির পাশের একটি চা বাগানে ডেকে নিয়ে যায়। পরিবারের অনুমান সেখানে আকাশের সঙ্গে কোনও বিষয়ে কিশোরীর ঝগড়া হয়। বাড়ি ফিরে ঘরে থাকা কীটনাশক খেয়ে নেয় সে।

আহত চার

কিশনগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে অসমগামী একটি ছোট চারচাকার গাড়ি। শনিবার ভোরে কিশনগঞ্জের পোয়াখালি থানা এলাকার ৩২৭ই সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনায় চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁরা অসমের ধুবড়ির বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পোয়াখালির নিউ পেট্রোল পাম্পের সামনে ছোট গাড়িটিকে একটি দ্রুতগতির গাড়ি পিছন থেকে ধাক্কা মারে।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ঠাকুরগঞ্জে সরকারি হাসপাতালে পাঠান। সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মঙ্গলেশকুমার সিং জানিয়েছেন, আহতদের বাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছে। পোয়াখালি থানা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পতিত জমিতে চা

প্রথম পাতার পর

এরপর একে একে সরব হতে থাকে শাসক-বিরোধী চা শ্রমিক সংগঠনগুলিও। রাজ্য জোর করলে তরাই-ডুয়ার্স সিঙ্গুর হতে পারে বলেও রাজ্যকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে একাধিক সংগঠন। তারপরই রাজুর বাস ভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বৈঠকটিতে পাহাড়ের বিজেপি বিরোধী দলগুলির শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিল জয়েন্ট ফোরাম নেতৃত্বও। রাজু বিস্ট রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলছেন, 'চা বাগানকে পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা কখনও মেনে নেওয়া হবে না। চা শ্রমিকদের দখলে থাকা জমি তাঁদের দিতে হবে। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করছি। অন্যথায় সমস্ত চা শ্রমিক সংগঠন মিলে আদালতে মামলা করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করা হবে।'

জয়েন্ট ফোরামের কনভেনার জিয়াউল আলম বলছেন, 'রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না।' বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে জয়েন্ট ফোরামের বৈঠক প্রসঙ্গে জিয়াউলের যুক্তি, 'চা শ্রমিকদের স্বার্থে তৃণমূল বৈঠক ডাকলে সেখানেও থাকতে রাজি।'

এদিকে সূত্রের খবর, শ্রমিক অসন্তোষ সামাল দিতে পালটা চাল চালছেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্রমিকদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বিষয়টি বোঝানোর জন্য সক্রিয় করা হচ্ছে তৃণমূলের চা বাগান শ্রমিক সংগঠনগুলিকে। বন্ধ, পরিত্যক্ত বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পাওয়া গেলে বিভিন্ন শিল্পপতি ও শিল্পগোষ্ঠীর পক্ষে হোটেল, রিসর্ট সহ বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্ভব হলে যে পাহাড়বাসীরই উপকার হবে, তাঁদের কর্মসংস্থান হবে, এটাই দল ও আইএনটিটিইউসিকে দিয়ে চা শ্রমিকদের বোঝাতে চান তিনি। এই ব্যাপারে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর একদফা কথা হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই রাজ্য আইএনটিটিইউসি সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন শ্রমমন্ত্রী। তারপরই শুরু হবে শ্রমিকদের বোঝানোর কাজ। কিন্তু তাতে চিঁড়ে কতটা ভিজবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে তৃণমূলেরই শীর্ষ নেতাদের।

২ মাদক পাচারকারী ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : দুটি ঘটনায় দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল জিআরপি। একটি ঘটনা এনজেপি'র, আরেকটি মালদা স্টেশনের।

বিহার থেকে অসমগামী ট্রেনে ৫০০ বোতল কাফ সিরাপ পাচার করে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার করা হল একজনকে। অভিযুক্ত বিহারের বাসিন্দা। জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় ওই অভিযুক্ত এনজেপি স্টেশনে এসে অসমগামী ট্রেন ধরে। যদিও আগাম খবর থাকায় তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে জিআরপির স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ।

অন্যদিকে, এদিন সকালে নাগাল্যান্ড থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার সময় ১০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল জিআরপি স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। মালদা স্টেশনে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত মুর্শিদাবাদে ওই ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে যাচ্ছিল বলে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ সূত্রে জানা গিয়েছে।

মদ সহ ধৃত

কিশনগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কোচাধামন এলাকায় শনিবার ভোরে চারঘরিয়া চেকপোস্টে নাকা চেকিংয়ের সময় পুলিশ একটি ট্রাক থেকে প্রায় ৪৭০ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাকচালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পিছুধাওয়া করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত রীতেশ কেবটকে এদিন আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। জিজ্ঞাসাবাদে রীতেশ পুলিশকে জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গ থেকে বিহারের বেগুসরাইতে ওই মদ পাচার করা হচ্ছিল। ধৃতের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : শনিবার সন্ধ্যায় কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তে গলগলিয়া পুলিশ ও এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা যৌথ অভিযান চালান। অভিযানে ১১৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। ধৃত মহিলার কাছে ১৩ হাজার ভারতীয় ও ৮ হাজার ২২৫ নেপালি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

আইসি রাকেশ কুমার বলেন, 'স্থানীয় তোরিপট্টির বাসিন্দা লেংরি গুড়িয়া ওরফে সুনীতা দেবীর বিরুদ্ধে বাড়িতে মাদক কেনাবেচা করার অভিযোগ ছিল। এদিন অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে রবিবার আদালতে তোলা হবে।'

শিশু দত্তক

কিশনগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : গত বছরের নভেম্বরে এক সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে চাইল্ডলাইনের মাধ্যমে কিশনগঞ্জের বিশিষ্ট দত্তক গ্রহণ সংস্থানে নিয়ে আসা হয়েছিল। শনিবার জেলা শাসক অমিত রাজের উদ্যোগে ওই শিশুকে বেঙ্গালুরুর এক দম্পতিকে দত্তক দেওয়া হল।

চন্দ্রশেখর জয়রামন ও কৃষ্ণা নামে ওই দম্পতি বহুদিন আগেই শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন। এদিন জেলা শাসকের কার্যালয়ে শিশুটিকে ওই দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে জেলার বাল কল্যাণকেন্দ্রের অতিরিক্ত নির্দেশক রবিশংকর তেওয়ারি জানিয়েছেন।

ঢাকাকে বিদ্যুৎ

প্রথম পাতার পর

অন্তর্বর্তী সরকার আদানিদের বকেয়া দিতে ব্যর্থ হয়। যার জেরে গত অক্টোবর থেকে আদানি পাওয়ারের ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ১৬০০-র জায়গায় মাত্র ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিপিডিবিকে পাঠানো হচ্ছিল। কিন্তু আসন্ন গ্রীষ্মের মরশুমের কথা মাথায় রেখে মাসে সাড়ে আট কোটি ডলার করে বিপিডিবি বকেয়া শোধ করার পথে হাটে। সেইসঙ্গে পুরো বিদ্যুৎ চেয়ে আদানিদের আর্জিও জানানো হয়। মঙ্গলবার দুই তরফে একটি ভার্চুয়াল বৈঠকও হয়। সূত্রের খবর, সেইসময় বাংলাদেশের তরফে আদানি পাওয়ারকে কিছু ছাড় ও কর সুবিধার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু গৌতম আদানির সংস্থা সেই অনুরোধ নাকচ করে সাফ জানিয়ে দেয়, আগামী সপ্তাহ থেকে পুরো ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে সরবরাহ করা হবে। তবে কোনও আর্থিক ছাড় দেওয়া হবে না।

একটি সূত্রের কথায়, 'আদানি পাওয়ার এক মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ছাড়তে রাজি হয়নি। আমাদের কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। আমরা পারস্পরিক বোঝাপড়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু ওঁরা বিদ্যুৎ ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির কথা বলেছেন।' এই বিষয়ে বিপিডিবি'র চেয়ারপার্সন মহম্মদ রেজাউল করিম কোনও উত্তর দিতে চাননি। আগে তিনি বলেছিলেন, আদানিদের প্রতি মাসে ৮৫ মিলিয়ন ডলারের বেশি পরিমাণ বকেয়া শোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ডিসেম্বরে আদানিদের একটি সূত্র বলেছিল, বিপিডিবি'র কাছে সংস্থার প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার পাওনা বকেয়া রয়েছে। তবে অঙ্কটা ৬৫০ মিলিয়ন ডলারের মতো বলে বিপিডিবি তখন জানিয়েছিল।

এদিকে, আদানিকে নিয়ে চাপের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন করানো নিয়ে ইউনূস সরকারের ক্রমশই মাথাব্যথা বাড়ছে। শনিবার সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলি নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের একটি বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠক শেষে বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, 'খুব দ্রুত সংস্কারের ন্যূনতম ঐকমত্য তৈরি হবে। তার ওপর ভিত্তি করে অতি দ্রুত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।' ওই বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম ছয় মাসে প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল।' তাঁর দাবি, 'এই পথচলায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং গোটা বিশ্বের সম্প্রদায়ের সমর্থন রয়েছে।'

এদিনের বৈঠকে ২৬টি রাজনৈতিক দলের ১০০ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। আওয়ামি লিগ এবং জাতীয় পার্টিকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে দেশে সংস্কারের কথা বলা হলেও ইউনূস সরকার আদতে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্ত চেতনার ওপর ক্রমাগত আঘাত হানা জারি রেখেছে। শনিবার ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের নাম বদলে জাতীয় স্টেডিয়াম রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকা মহানগর নাট্য উৎসব স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। যার বিরুদ্ধে নাট্যগোষ্ঠীগুলি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ১৪ দিন ধরে ওই নাট্য উৎসব হওয়ার কথা ছিল। সুস্থ ধারার সংস্কৃতিচর্চার ওপর এহেন বাধাদানের তীব্র নিন্দা জানানোর পাশাপাশি উদীচী নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বানও জানিয়েছে। চট্টগ্রামে মাঝপথে বসন্তবরণ উৎসবও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার আয়োজক প্রমা আবৃত্তি সংগঠনের বক্তব্য, গত ১৫ বছর ধরে তারা সিআরবি'র শিরীষতলায় বসন্তবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। কোনওরকম বাধার মুখে তাদের কখনোই পড়তে হয়নি।

সাইনবোর্ডে 'বেঁচে থাকবে' বাংলা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু যেভাবে শিলিগুড়িতে অন্য ভাষার দাপট বাড়ছে, তাতে খানিক শঙ্কিতই বাঙালিই। শহরবাসীর একটা বড় অংশের যুক্তি, সেবক রোড, বর্ধমান রোড, চম্পাসারি মেইন রোড, জ্যোতিনগর, শালুগাড়া, শালবাড়ি, ভানুনগর, গুরুংবস্তি, খালপাড়া, পঞ্জাবিপাড়া এলাকায় ইদানীং বাংলা ভাষায় সাইনবোর্ডের দেখা মেলে না বললেই চলে। এর মূল কারণ হচ্ছে, শহর যত বাড়ছে, বহিরাগতরা বিশেষ করে অবাঙালিরা এখানে এসে ব্যবসার পসরা সাজিয়ে বসেছেন। ফলে সেখানে সাইনবোর্ডে হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষার আধিক্যই বেশি।

শনিবার টক টু মেয়র কর্মসূচিতেও সজলকুমার গুহ নামে একজন টেলিফোন করে মেয়রের কাছে সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করার আবেদন করেন। জবাবে মেয়র তাঁকে বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করেছি। চলতি মাসেই বোর্ডসভায় লিখিতভাবে এই প্রস্তাব পেশ করে সবার সম্মতিতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে এটা কার্যকর করব।' মেয়র পরে বলেছেন, 'কলকাতায় বাংলায় সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, এখানেও আমরা সেটা করছি।'

মেয়রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন বিহারী কল্যাণ মঞ্চের সহ সভাপতি করমবীর সিং। তাঁর কথায়, 'আমরা পশ্চিমবঙ্গে থাকি। এখানকার প্রধান ভাষাই বাংলা। তাহলে সাইনবোর্ডে কেন বাংলা থাকবে না? তবে, এই শহরে বহু ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করেন। দেশবিদেশের প্রচুর পর্যটক আমাদের শহরে আসেন। তাই বাংলার পাশাপাশি সবার সুবিধার্থে সাইনবোর্ডে ইংরেজি এবং হিন্দিও থাকুক।'

নর্থবেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'আমরা অনেক আগেই রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এটা ঠিকই যে ধীরে ধীরে বাংলায় সাইনবোর্ড উঠেই যাচ্ছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সাইনবোর্ডে অন্য ভাষা থাকলেও বাংলাকে রাখতে হবে। আমরাও আমাদের সংগঠনের লেটারহেড বাংলায় করছি।'

'আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই'-এর গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন শনিবারই। কাকতালীয় হলেও এই একই দিনে বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসের কথা জানিয়েছে পুরনিগম। এই ঘোষণায় স্মিত হাসি শহরের খাঁটি বাঙালিদের মুখে।

ফুল তোলায় নেই মানা দেবনাথ বাগানে

এ যেন অন্য বাঞ্ছারাম

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : তাঁর সাধের বাগানের দিকে কেউ হাত বাড়ালেই বাঞ্ছারাম রীতিমতো তুলকালাম বাধাতেন। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্যামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মালিখোলার বাসিন্দা দেবনাথ দম্পতি আবার ঠিক উলটো কাজটাই করছেন। বাঞ্ছারামের বাগানের মতো এই দম্পতিরও এক সাধের বাগান আছে। সেখানে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, সূর্যমুখী, জবা সহ ২৬ রকমের ফুল ফোটে। বাঞ্ছারামের বাগানের সঙ্গে দেবনাথ দম্পতির বাগানের পার্থক্য বলতে এখানে সবাই আসতে পারেন। পুজোর জন্য এই বাগানের ফুল নিয়ে যেতে পারেন। এখানেই শেষ নয়। বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশন বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান, দেবনাথ দম্পতি নিজেদের উদ্যোগে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে এই বাগানের ফুল পাঠিয়ে থাকেন। নিজেদের উদ্যোগে ফুলের বাগান বানিয়ে সেই বাগানের ফুল নিঃস্বার্থে সবার মধ্যে বিলিয়ে এই দম্পতি এক অনন্য নজির গড়েছেন।

ফণীন্দ্রনাথ বর্মন প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। প্রায় ৩৫ বছর আগে তিনিই মালিখোলা এলাকায় একটি সেবাশ্রম তৈরি করেন। সেই রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম ধীরে ধীরে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বছর ১২ আগের কথা। কোচবিহার জেলার শীতলকুচি এলাকার আক্রারহাটের (নবশুভাগঞ্জ) বাসিন্দা শশাঙ্ক দেবনাথ স্ত্রী সুনীতা বৈদ্য দেবনাথকে নিয়ে একদিন এই সেবাশ্রম ঘুরতে এসেছিলেন।

ক্লান্তিহীন।। পুজোর জন্য বাগানের ফুল তুলছেন সুনীতা বৈদ্য দেবনাথ।

দুজনের ভক্তি ও নিষ্ঠা ফণীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মন জয় করে নেয়। সেবায়ত হিসেবে এই মন্দিরে কাজের প্রস্তাব দেওয়া হলে দুজনে রাজি হন। কাজ শুরু করেন। শশাঙ্ক ও সুনীতা মিলে মন্দিরের সামনে পাঁচ কাঠা জমিতে রকমারি ফুলের চাষ শুরু করেন। আর অন্য এক গল্প লেখার সূচনা হয়।

শশাঙ্ক বললেন, '১২ বছর ধরে এই মন্দিরে রাধাগোবিন্দ, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার বিগ্রহের পুজো করে আসছি। এখানে আসার পর থেকেই পুজোর জন্য ফুল চাষ করে থাকি। সেই ফুল গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যায়।' সুনীতা যোগ করেন, 'এখানকার পরিবেশ ভালো লাগায় এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। নিজেদের টাকায় ফুল চাষ করে বাসিন্দাদের পুজো বা নানা অনুষ্ঠানের জন্য ফুলের জোগান দিই। কীর্তনের জন্য ফুলের মালা তৈরির জন্য কেউ অনুরোধ করলে বিনা পয়সাতেই তা তৈরি করে দিই।'

ফণীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী আজ প্রয়াত। শশাঙ্ক-সুনীতার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। দেবনাথ পরিবারের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য মন্দিরের সম্পত্তির একটি অংশ তাঁদের জন্য দান করা হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কি না তা ফণীন্দ্রনাথের একমাত্র মেয়ে এখানে মাঝেমধ্যে এসে সবকিছু দেখে যান। কিছুটা আয়ের লক্ষ্যে দেবনাথ দম্পতি গোরু পালনের ব্যবস্থা করেছেন। তবে তাঁদের মনজুড়ে শুধুই বাগানের ফুল।

উদ্ধার গবাদি প্রাণী

কিশনগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জে দুটি আলাদা জায়গা থেকে উদ্ধার হল গবাদি প্রাণী। একটি ঘটনা এলআরপি চকের। সেখান থেকে বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ শনিবার ভোরে দুটো ট্রাক বাজেয়াপ্ত করে। সেগুলোর ভেতরে মোট ৯৯টি মোষ ছিল। এর মধ্যে ২টোকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে বলে খবর মিলল সূত্র মারফত। পাচারের অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি। এদিন আদালতে তোলা হলে ছয়জনের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অপর ঘটনাটি এদিন দুপুরের। কিশনগঞ্জের সদর থানার পুলিশ তিনটি পিকআপ ভ্যান থেকে ২৭টি গবাদিপ্রাণী উদ্ধার করে। গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। বাহাদুরগঞ্জের রাস্তায় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ নম্বরের দুটি পিকআপ ভ্যান থেকে ২১টি গোরু, ৬টি মোষ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানিয়েছেন, পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাণীগুলোকে বাংলাদেশে পাচারের জন্য বিহার থেকে সীমান্ত এলাকায় পাচার করা হচ্ছিল। রবিবার ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হবে।

১৬
ছোটগল্প
সুমন মল্লিক

১৭
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা
পূর্বা সেনগুপ্ত
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৮
ফুড ব্লগ দীপঙ্কর দাশগুপ্ত
কবিতা অনুপ দত্ত, বাসব দাশগুপ্ত, বিধানেন্দু পুরকাইত, অনিমেষ, শম্পা সামন্ত ও রবীন বসু

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম বসন্তে শুধুই পরীক্ষার গল্প। এখন সার দিয়ে আসছে নানা পরীক্ষা। কিন্তু মানুষের জীবনের পুরোটাই তো পরীক্ষায় ভরা। পরীক্ষাই মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয় সত্যের সামনে। এবার প্রচ্ছদে সেই পরীক্ষাকে নানা দৃষ্টিকোণে দেখা হল।

কখন শুরু, কখন যে শেষ ...

মানসী কবিরাজ

তার কখন শুরু কখন যে শেষ কে জানে – যেন এক অদৃশ্য বাজিকরের খেলা। যে খেলায় কেবল সেই জানে! এবং কোনও আবহবিদই যার কোনওরকম পূর্বাভাস দিতে পারেন না। সেটা হল পরীক্ষা। আরে বাবা পরীক্ষা থুড়িই না শুধু দিন কয়েকের কাগজ কলম বা অনলাইনের। পরীক্ষা হল এক জীবনভর কার্যক্রম। প্রত্যেক মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু এবং পরীক্ষা এরাও জন্মায়। কোন ক্রোমোজোম কোন ক্রোমোজোমের সঙ্গে জোট বেঁধে যে কী জেন্ডার আইডেন্টিটি দিয়ে আপনাকে পৃথিবীর আলো দেখাবে! সেটাই এক বিশাল পরীক্ষা। এরপর যেই না চোখ খুলে পৃথিবীর আলো দেখলেন নেম-কাস্টিং শেষে হাই টিআরপি সহযোগে পরীক্ষা নামক মেগা সিরিয়ালের পর্ব চালু। আপনার রং আপনার শারীরিক গঠন সব চলে এল পরীক্ষা নামক আতশকাচের নীচে। কত মাসে বসা, হামাগুড়ি, হাঁটা, বুলি ফোটা থেকে শুরু করে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস সবটাই। এমনকি মৃত্যুর পরও পরীক্ষার কাটাছেঁড়া। অপঘাতে নাকি স্বাভাবিক। রোগগ্রস্ত হয়ে অন্যের অসুবিধা ঘটিয়ে নাকি সজ্ঞানে ব্লাঁ ব্লাঁ ব্লাঁ ...

আসলে পরীক্ষা কিছুটা চকোলেট বোমার মতো। চকোলেট বোমা দেখতে ছোট হলেও ফেটে গেলে যেমন কর্ণবিদারী পরীক্ষাও তেমন ছোট্ট একটা শব্দ।

পরীক্ষা দিয়ে এসেও কি রেহাই আছে! বাড়ি এসে আরেক পরীক্ষা। কোয়েসচন পেপার ধরে ধরে যাচাই, কী লিখেছে আর কী লিখতে পারেনির লম্বা কৈফিয়ত। তবে সাধু সাবধান।

কিন্তু এমন তার অভিঘাত যে সব্বাই কখনও না কখনও ঠিক কুপোকাত।

আমার পাশের বাড়ির ফুটফুটে মেয়ে তোতা যখন হাঁটত মনে হত ওর পায়ের পাতা যেন মাটি ছোঁয় না এতটাই ফড়িং গতির। তোতা লোয়ার কেজিতে পড়ে। তার স্কুলের স্পোর্টস ডে। তোতার স্যর ম্যাম বাবা-মা এমনকি আমরাও জানি তোতাই ফার্স্ট হবে। ইভেন্ট বিস্কুট রেস। হুইসল বাজলেই স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে রেস শুরু, মিড পয়েন্টে মুখে করে ঝোলানো বিস্কুট নিয়ে আবার দৌড় ফিনিশিং পয়েন্টে লাল ফিতে ছোঁয়া। কিন্তু হুইসল বেজে ওঠার মুহূর্তে তোতার যে হঠাৎ আকাশে উড়ে বেড়ানো রঙিন ঘুড়ির দিকে চোখ চলে যাবে সেটা কেউই জানত না। গো তোতা গোওও। তোতা গো। কিন্তু সময় তোতার জন্য থেমে থাকেনি। আসলে তোতা জানত না রেসের লাইনে দাঁড়িয়ে ফিনিশিং পয়েন্ট ছাড়া আর কিছুই দেখতে নেই। তোতা জানত না দৌড়টা আর খেলা নেই কখন যেন পরীক্ষা হয়ে গেছে। তোতারা অনেক কিছুই জানে না। তোতারা জানে না কখন অজান্তে তাদের পরীক্ষার চক্রব্যূহে ঢুকে পড়তে হয়! সেখানে শুধু খেলার মাঠ বা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নয় আরও বিবিধ পরীক্ষারা শস্ত্র শানিয়ে বসে আছে। সেখানে জোরে কথা না বলা, শব্দ না করে হাসা একা বাড়ির বাইরে না যাওয়া থেকে শুরু করে সাত চড়ে রা না কাড়ার পরীক্ষাও দিয়ে যেতে হয়। শুধু তোতারা নয় আমাদের সবাইকেই কমবেশি পরীক্ষা দিতে হয় সারাটা জীবন।

তবে এই রাশভারী কথার ফাঁকে যে কথাটা মনে চলে এল সেটা হল আমাদের যুগের মতো এখন আর বসন্ত এসে গেছে মানেই রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে

এরপর ষোলোর পাতায়

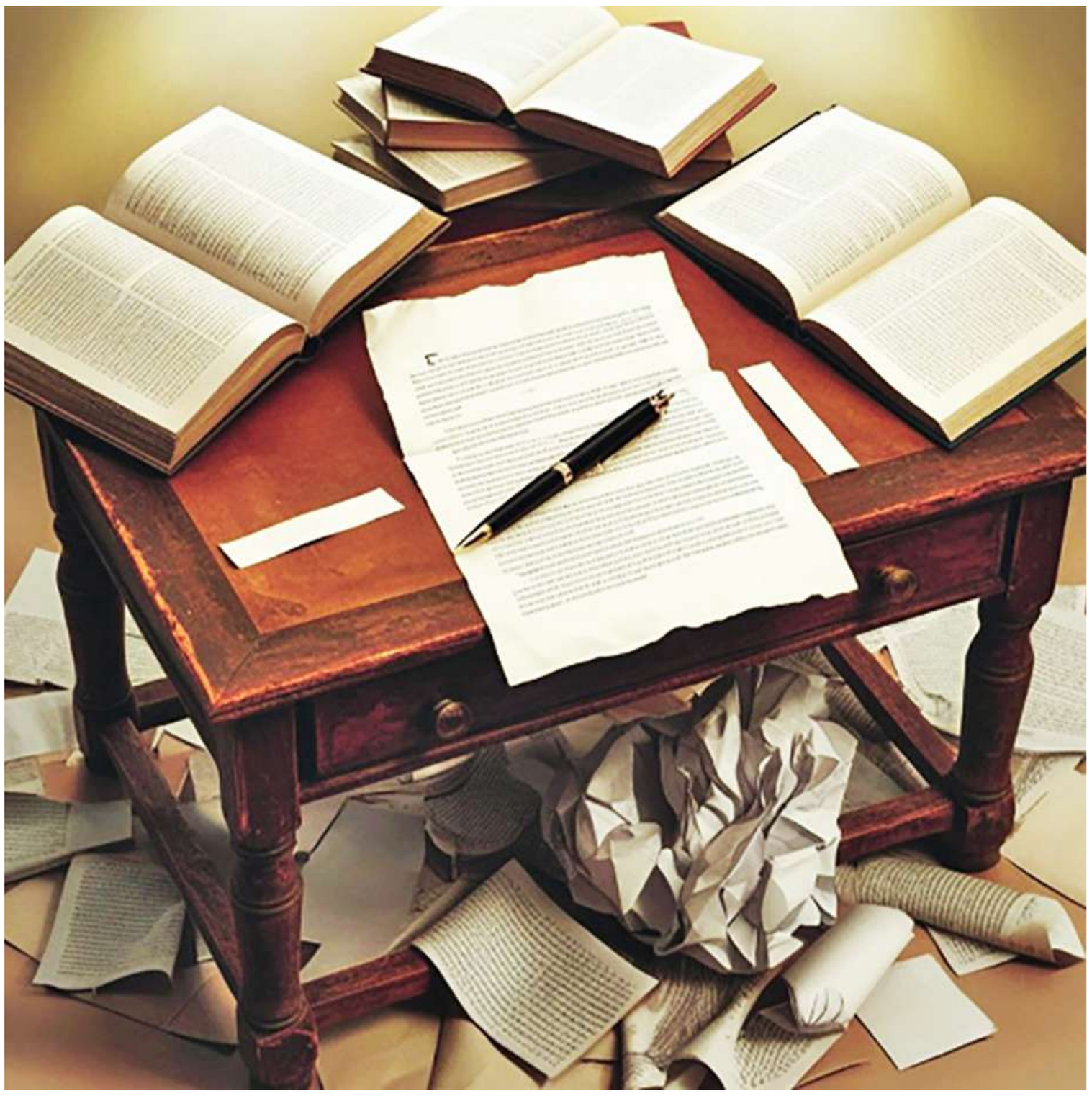

প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে

সুমনা ঘোষদস্তিদার

ছোট্ট একটা স্কুল-এর গল্প শোনাতে শোনাতে এক জায়গায় শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, ‘পড়াশোনা তো ভালোই, তবে পরীক্ষার কথা ভাবলেই হাত-পা কেমন ঠান্ডা হয়ে যেত আমাদের। দুঃস্বপ্ন যেন।’ পরীক্ষা। বর্তমানে এই শব্দটির সঙ্গে সম্ভবত মাতৃগর্ভের ভ্রূণটিও যথেষ্ট পরিচিত, একবার নয় বহুবার, ধাপে ধাপে। সেখানেও ফলাফলের ভীতি, উত্তেজনা, সবই আছে। আছে পাশ-ফেল’এর উদ্বেগও। তাই গর্ভাবস্থা থেকে অশীতিপর মুমূর্ষু ব্যক্তিটিও প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে হরেক মাপের, হরেক বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে চলেন অবিরত। আর আমাদের তো প্রতিটি ভোরই শুরু হয় একটি নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে, প্রতিদিন এক-একটি নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হই আমরা।

তবে ‘পরীক্ষা’ শব্দটির যতটা ভার, আমি ঠিক সেভাবে অনুভব করতে শিখিনি তখনও। খুব ছোট বয়সে ভীষণ বায়না করে, মায়ের হাত ধরে, মা যে স্কুলের শিক্ষক সেখানে ভর্তি হবার জন্য পৌঁছাই। বাদ সাধল বয়স। এক শিক্ষক চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, নিজের নাম সঠিক লিখতে পারলে তবেই ভর্তির ছাড়পত্র মিলবে। সবেমাত্র স্বরবর্ণের সঙ্গে পরিচিত শিশুটি অগত্যা নিজেই নিজের নামকরণ করে লিখেছিল ‘৯৯’ (লিলি)। খাতা দেখে শিক্ষক কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে জানিয়েছিলেন, আমি পরীক্ষায় পাশ। সেদিন থেকে পরীক্ষার অর্থ বুঝি, অর্জিত জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ, অবশ্যই তা বুদ্ধিতে গেঁথে। নিজের ভাবনাকে উপস্থিত বুদ্ধিতে জারিত করে এবং উপস্থাপনের কৌশলে।

এখন পরীক্ষার অর্থ দশের মধ্যে এক হয়ে ওঠা। শুধুই বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আয়ত্ত, পড়া পড়া আর পড়া। সামনের দেওয়ালে স্টিকি নোটসে উজ্জ্বল কালিতে লেখা ‘টপ টপ অ্যান্ড টপ।’ টপ করলেই সর্ব সুখ তোমার মুঠিতে। প্রত্যেক অভিভাবকের এই প্রত্যাশার ছবি বহুকালের, কেবল যুগের প্রভাবে পালটে পালটে গিয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলে উদ্বিগ্ন বাবা, ছেলের খারাপ রেজাল্ট দেখে কী ভয়ানক রেগে গিয়েছিলেন তা সুকুমার রায় সেই কবেই দেখিয়েছেন, ‘পরীক্ষাতে গোল্লা পেয়ে হাবু ফেরেন বাড়ি /চক্ষু দুটি ছানাবড়া মুখখানি তার হাঁড়ি/ রাগে আগুন হলেন বাবা সকল কথা শুনে/ আচ্ছা করে পিটিয়ে তারে দিলেন তুলো ধুনে।’ অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে সসম্মানে। অথচ ‘পাঠ্যরেখার স্থিরতার মধ্য থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ যদি কোনও কিশোরমনকে চালিয়ে দেন কোনও অভাবনীয়ের দিকে, কোনও স্বপ্নের দিকে, তাহলে সে মন হয়তো অনেক দিনের পুষ্টি পেয়ে যায় কোনও নতুন জগতের আনন্দ।’

এই প্রতিযোগিতার সাফল্য তাকে জীবনের কোনও হারকে মানতে শেখায় না, এই জয়ের বাইরেও কতশত অনুভূতি আছে যা তার অজানাই থেকে যায়। জীবনের প্রতি পর্যায়ের নিজস্ব রং, রূপ, সুগন্ধ থাকে, তা থেকে সরে সরে ক্রমে ধূসর কঠিন রূঢ় বাস্তবের জালে আটকে পড়ে রয়।

এরপর ষোলোর পাতায়

পরীক্ষার ফলাফলে উদ্বিগ্ন বাবা, ছেলের খারাপ রেজাল্ট দেখে কী ভয়ানক রেগে গিয়েছিলেন তা সুকুমার রায় সেই কবেই দেখিয়েছেন, ‘পরীক্ষাতে গোল্লা পেয়ে হাবু ফেরেন বাড়ি /চক্ষু দুটি ছানাবড়া মুখখানি তার হাঁড়ি/ রাগে আগুন হলেন বাবা সকল কথা শুনে/ আচ্ছা করে পিটিয়ে তারে দিলেন তুলো ধুনে।’

যে পরীক্ষার কোনও প্রশ্নপত্র নেই

অরুণাভ রাহারায়

এক দশকেরও বেশি আগে জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম। ২০০৮ সালে আলিপুরদুয়ারের হিন্দি হাইস্কুলে। টেস্টের পর থেকেই উৎকণ্ঠা এই ভেবে যে, কোন স্কুলে সিট পড়ে! যথাসময় জানা গেল আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে চৌপথির পাশে আলিপুরদুয়ার হিন্দি হাইস্কুলে। অভিভাবকরা কিছুটা টেনশন করলেন এই ভেবে, ছেলে হিন্দি বলতে পারে না, প্রশ্ন বুঝতে না পারলে এই স্কুলের শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করে কিছু সমাধান বের করতে পারবে তো! তবে মোটের ওপর ভালোই হয়েছিল পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষা দিতে গিয়েই সঞ্চয় হয়েছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

যেমন আমাদের ক্লাসমেট গৌরাঙ্গ থাকত খোলটার দিকে। হঠাৎ দেখি ইংরেজি পরীক্ষার দিন হিন্দি হাইস্কুলের পেছনের জঙ্গল থেকে কী একটা বিশেষ ধরনের গাছের পাতা তুলে এনে বেঞ্চের সারা গায়ে ঘষছে! আমি বললাম-- কী রে এখানে এসব করার মানে কী? ওর উত্তর : পাতা ঘষলে বাজে গন্ধ ছড়াবে! আগের দিন দেখলি না ম্যাম এসে কেমন আমার বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ দাঁড়াবেন না। বেঞ্চের গা দিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াবে, আর আমি নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দেব! একথা শুনে আমি তো থ!

সেই ম্যামের সঙ্গে তখন পরিচয় ছিল না। পরে জানা গেল, তিনি আমাদের অগ্রজ কবি ও অনুবাদক শৌভিক দে সরকারের স্ত্রী। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর শৌভিকদার সঙ্গে বেশ সাক্ষ্য হয়। একদিন অরবিন্দনগরে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখি হিন্দি হাইস্কুলের সেই রাগি ম্যাম! মুহূর্তে চমকে গিয়েছিলাম চিনতে পেরে। শৌভিকদা আলাপ করিয়ে দিতেই বললাম যে, আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় আপনি ছিলেন প্রথম দু’দিনের দুঃসাহসিক গার্ড! আমার কথা শুনে তাঁর মুখে অট্টহাসি। তবে সেই স্কুলে পরীক্ষা দেওয়ার সময় আরও কয়েকজন মাস্টারমশাইকে পেয়েছিলাম, যাঁরা আমাদের প্রশ্ন বুঝে নিতে অভূতপূর্ব সাহায্য করেছিলেন। ভাষার দিক থেকে দূরত্ব থাকলেও তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন আমাদের পাশে থাকার জন্য। আর এ কারণেই নাম ভুলে গেলেও তাঁদের মুখচ্ছবি আজও স্পষ্ট মনে আছে।

অতএব পরীক্ষার প্রশ্ন যতই কঠিন হোক, ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে লিখে আসতে হবে সবটা। আনকমন প্রশ্নের উত্তর লিখে ভালো নম্বর পাওয়াকেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উতরে যাওয়া বলে।

পরীক্ষা একটা বস্তু বটে! নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে টেনশন। লুজ শিট খাতার সঙ্গে বেঁধেছি কি না, রাফ পেজ স্টেপল হল কি না, ঠিক সময় সব লিখে শেষ করতে পারব তো-- এইসব ভেবেই টেনশন হত খুব। মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিকের পর পরিবার ছেড়ে চলে এলাম কলকাতায়। আর পরিবার ছেড়ে দূরে এসে বুঝতে পারলাম প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামের নামই পরীক্ষা। কী-এক ভাগ্যচক্রে তীব্রভাবে ঢুকে পড়লাম সাহিত্যে। কবিতাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলল আমার জীবন। যে পরীক্ষার আসলে কোনও প্রশ্নপত্র নেই! এবারের বইমেলায় আমার দুটি গদ্যের বই বেরিয়েছে। প্রকাশের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম-- এই বইয়ের সাফল্য আসাটাই আমার জন্য এক ধরনের পরীক্ষা! কেননা এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই আগামী বইয়ের জন্য আমার কাছে পাণ্ডুলিপি চাইবেন প্রকাশক।

তবে এখন বোধহয় বই বিক্রির সুদিন। *এরপর ষোলোর পাতায়*

ডিসেম্বরের ডায়েরি

সুমন মল্লিক
আঁকা : অভি

ছোটগল্প

ভিনসেন্ট এখন গুটিয়ে একটা জড় পদার্থের মতো হয়ে গেছে। সারাটা দিন অ্যাসাইলামে ভিনসেন্টের বেডের পাশে বসে থাকি। অতীতের স্মৃতিচারণ করি। একদিন আমার কথা বলার সময় হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল ভিনসেন্ট। তারপর ভীষণরকমের ভায়োলেন্ট হয়ে পড়ল। নিজেকেই আঘাত করতে লাগল। অ্যাসাইলামের লোকেরা এসে ওকে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়ার রুমে নিয়ে গেল। আমি আর থাকতে পারিনি। ছুটে বেরিয়ে এসেছি। বিয়ের পরও আমি পরিচিত কয়েকজনের কাছ থেকে ভিনসেন্টের খোঁজখবর নিতাম। বছর এভাবেই গড়াতে লাগল। মা হলাম। তারপর একে একে মা ও বাবা মারা গেল। হাজবেন্ডের বদলি হয়ে গেল অনেক দূরে। কিন্তু তারপরও আমি নিয়মিত ভিনসেন্টের খবর রাখতাম।

ছেলে, বৌমা আর নাতনির সঙ্গে সাত বছর ধরে লন্ডনে ছিলেন মিসেস ডিসুজা। বয়স ষাট পেরিয়েছে। আগে তিনি স্বামীর সঙ্গে দেশেই থাকতেন পশ্চিমবঙ্গের মালবাজারে। মিস্টার ডিসুজা ছিলেন রেলের রিটায়ার্ড অফিসার। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস ডিসুজাকে লন্ডনে নিজের কাছে নিয়ে যায় ছেলে। সে লন্ডনে ভালো চাকরি করে। ছেলের বাড়িতে মিসেস ডিসুজার তেমন কোনও কাজ ছিল না। দু'দুটো কাজের লোক। তার ওপর বৌমাও খুব ভালো। সবটা নিজেই দেখেশুনে নেয়। তাই মিসেস ডিসুজার কাজ বলতে নাতনির সঙ্গে সময় কাটানো আর অবসর সময়ে লেখালেখি করা। মিসেস ডিসুজার বেশ কিছু ডায়েরি ছিল। ওগুলোতেই তিনি সময় পেলে লিখতেন। কিন্তু কী লিখতেন তা কেউ জানে না।

মিসেস ডিসুজা লন্ডনে আসার পরও নিয়ম করে মালবাজারে আসতেন প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে। প্রায় এক মাস তিনি সেখানে থাকতেন স্বামীর তৈরি করা বাড়িতে। বাড়িটি তখনও বিক্রি করা হয়নি। ২০১০-এর ডিসেম্বরে তিনি শেষবারের মতো মালবাজারে আসেন। গোটা ডিসেম্বরটা তিনি সেখানে কাটান এবং মাসের শেষদিকে নিজের বাড়িতেই হঠাৎ মারা যান। মারা যাওয়ার আগে তিনি তাঁর একটি ছোট্ট ডায়েরি এবং একটি চিঠি কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের ঠিকানায়। ঘর গোছাতে গিয়ে চিঠি সহ সেই ডায়েরি বেশ কয়েক বছর পর হাতে পেয়ে যায় মিসেস ডিসুজার নাতনি। তখন সে সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছে। ডায়েরি খুলে সে পড়তে শুরু করে।

ডিসেম্বর ২০০৪

চা বাগানের ভেতর দিয়ে চাপা রাস্তা। গাড়িতে আধ ঘণ্টা মতো চলার পর শুনসান জায়গায় তৈরি হয়েছে একটি মেন্টাল অ্যাসাইলাম। আমার এখানে আসার কারণ হল ভিনসেন্ট। গত বছর থেকে ওকে এই অ্যাসাইলামে রাখা হয়েছে। এর আগে বাড়িতেই বেশ কয়েক বছর ওর ট্রিটমেন্ট চলেছে। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই পরিজনরা ওকে এখানে ভর্তি করেছে। বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কউকেই ভিনসেন্ট আর ঠিকমতো চিনতে পারে না। চেনার চেষ্টা করে খুব। কিন্তু পারে না। আর সেটা না পারলেই পাগলামি শুরু হয়। কখনো-কখনো প্রচণ্ড ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে। ভিনসেন্টের এমন অবস্থার খবর পেয়ে ওকে দেখতে না এসে পারলাম না। ওর এমন অবস্থার জন্য দায়ী তো আমিই।

ভিনসেন্টের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল একটা কেকের দোকানে। সেদিন ছিল ক্রিসমাস। কেকের দোকান থেকে বাড়ি অবধি আমার পিছু নিয়েছিল সে। আমার তো ভয়ে হাত-পা সব ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। পিছু নেওয়ার এই পালা চলেছিল প্রায় চার মাস। আমার তখন সবে কলেজজীবন শুরু হয়েছে। চার মাস অনেকটা সময়। ততদিনে আমার মন থেকে ভয় উবে গেছে। ভয়ের দখল নিয়েছে অজানা নতুন এক ভালোলাগা।

ডিসেম্বর ২০০৫

ভিনসেন্ট ভালো নেই। ওকে দেখার পর থেকে আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। প্রতি মুহূর্তে একটা অপরাধবোধ যেন আমাকে হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। ভিনসেন্টের ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, অ্যাসাইলামে কেউ শুরুর দিকে আসে না। পেশেন্ট কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেলে তবেই বাড়ির লোক এখানে ভর্তি করায়। ভর্তি করানোর মূল কারণ যতটা না পেশেন্টের চিকিৎসা করানো, তার চেয়ে ঢের বেশি হল মুক্তি পাওয়া। পেশেন্টকে সুস্থ করে তোলার জন্য সাধ্যমতো সবরকম চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু করার থাকে না। ওই শুধু রুটিন ট্রিটমেন্ট চলে। আর পরিকাঠামোর অবস্থাও ভালো না। সরকারও এসব দিকে নজর দিতে চায় না। দেবেই বা কেন। পাগলরা তো আর হাত পেতে ক্যামেরার সামনে অনুদান নেবে না কিংবা ভোটও দিতে যাবে না।

ভিনসেন্টের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার সাত মাস পর সে আমাকে প্রপোজ করেছিল। শ্রাবণের মেঘভাঙা বৃষ্টির মাঝে আমরা একছাতার নীচে হাঁটছিলাম। হঠাৎ একটা লাল গোলাপ বের করে হাঁটু গেড়ে বসে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ভিনসেন্ট প্রপোজ করেছিল আমাকে। ওর এই পাগলামি দেখে না হেসে থাকতে পারিনি। আর আমার সেই হাসিতেই ছিল ভিনসেন্টের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর।

ডিসেম্বর ২০০৬

ভিনসেন্টের শরীর আগে থেকে আরও খারাপ হয়েছে। ক্রমশ শুকিয়ে যেতে যেতে শরীরের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যায় এখন। অ্যাসাইলামে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাই ভিনসেন্টের সঙ্গে। পুরোনো দিনের নানা কথা বলি। আমাদের একসঙ্গে কাটানো বিভিন্ন আনন্দমুহূর্তের কথা বলি। ভিনসেন্ট আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। সে কি কথার ভেতর নিজেকে খুঁজে পেতে চায়, নাকি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনতে চায়? আমি বুঝতে পারি না।

ভিনসেন্ট আমার থেকে এক বছরের সিনিয়ার ছিল। ও পড়ত অন্য কলেজে। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে ওকে আমার কলেজেই বেশি দেখা যেত। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কখনও আমরা সিনেমা দেখতে যেতাম, কখনও আবার পার্ক কিংবা নদীর পাড়ে সময় কাটাতাম। আমার বাবা যে চা বাগানের ডাক্তার ছিল, সেই চা বাগানেই শ্রমিক ইউনিয়ন লিডার ছিল ভিনসেন্টের বাবা। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় চা বাগানের কর্মীদের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। এক বাগানেই কাজ করার ফলে আমার বাবার সঙ্গেও তার দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

ডিসেম্বর ২০০৭

এবার এসে ভিনসেন্টকে দেখে খুব খারাপ লাগল। অ্যাসাইলামটার অবস্থাও আগের মতো আর নেই। ডাক্তার একই থাকলেও, বেশ কিছু কর্মী ও গার্ডের বদল হয়েছে। আগে ভিনসেন্টকে সবাই একটু করুণার চোখেই দেখত। এখন নতুন নিযুক্ত লোকদের মধ্যে করুণা ব্যাপারটা একেবারেই নেই। তার ওপর ভিনসেন্টের পরিজনরাও ওকে দেখতে আসাটা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ওকে দেখতে আসার মধ্যে শুধু আমি একা। তাও আমি তো শুধু বছরের এই একটা মাস আসি। আমার খুব ইচ্ছে করে, বাকি জীবনটা মালবাজারে থাকতে, ভিনসেন্টের পাশে থাকতে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

আমার আর ভিনসেন্টের সম্পর্কের কথা যখন আমার বাবা জানতে পারে তখন আমার সবে কলেজের পড়া শেষ হয়েছে। জানতে পারার পর থেকেই তুমুল অশান্তি শুরু হয়। বাবা-মা কিছুতেই আমার আর ভিনসেন্টের সম্পর্কটা মেনে নিতে পারেনি। কারণ, ভিনসেন্টরা ছিল চা বাগানের গরিব শ্রমিক। আমার কলেজ পরবর্তী পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি ঘর থেকে বেরোনোই প্রায় বন্ধ হয়ে যায় আমার। একদিন ভিনসেন্টের বাবাকে ডাকা হয় আমাদের বাংলোতে। আমার মা ও বাবার কাছে ভীষণভাবে অপমানিত হয় ভিনসেন্টের বাবা। ভিনসেন্ট নানাভাবে আমার সাথে দেখা করার চেষ্টা করে। পারে না। বাধ্য হয়ে একদিন আমাদের বাংলোতে চলে আসে। কিন্তু আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। বাবা ও মা ভিনসেন্টকে নানারকমের কুকথা বলে অপমান করতে করতে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে। সেদিনের পর থেকে আমার বিয়ের জন্য পাত্র দেখা শুরু হয়।

ডিসেম্বর ২০০৮

এবার এসে ভিনসেন্টকে দেখার পর থেকে স্থির থাকতে পারছি না। না ঠিক মতো খেতে পারছি, না ঠিক মতো ঘুমোতে পারছি। অপমানের যে আগুন একদিন ভিনসেন্টকে পুড়িয়েছিল, তা এখন যেন অনুশোচনা, অপারগতা ও অপরাধবোধের এক মিশ্র আগুনে পরিণত হয়ে আমাকে পুড়িয়ে চলেছে। এই দহন থেকে মুক্তি নেই আমার। এটাই আমার ভবিতব্য। চোখের সামনে মনের মানুষটিকে এভাবে তিলে তিলে শেষ হতে দেখাই আমার ভবিতব্য। এটাই হয়তো আমার শাস্তি। ভিনসেন্টকে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া হচ্ছে। মাঝে মাঝে এতটাই ভায়োলেন্ট হয়ে উঠছে যে, এটা না করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না। শক দেওয়ার সময় ভিনসেন্ট গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করে। আর শেষ হলে পাথরের মতো পড়ে থাকে। শুধু অপলক চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে নামে। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

অবশেষে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। পাত্র রেলের অফিসার। পরে জানতে পারি, আমার বিয়ের দিন সেই যে নেশার চক্রপাকে ঢুকে বসেছিল ভিনসেন্ট; আর বেরোতে পারেনি। আমাকে ভুলে থাকার জন্য সে দিন-দিন একটু একটু করে নেশার অতলে তলিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সব ভুলে গেছে। এমনকি নিজেকেই ভুলে গেছে একটা সময়। ভিনসেন্টের বাবা ছেলের শোকে শোকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মা ও বোনের ওপর দিন-দিন একটা বোঝা হয়ে ওঠে ভিনসেন্ট। তারপর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে একসময় ভিনসেন্ট একজন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়।

ডিসেম্বর ২০০৯

ভিনসেন্ট এখন গুটিয়ে একটা জড় পদার্থের মতো হয়ে গেছে। সারাটা দিন অ্যাসাইলামে ভিনসেন্টের বেডের পাশে বসে থাকি। অতীতের স্মৃতিচারণ করি। একদিন আমার কথা বলার সময় হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল ভিনসেন্ট। তারপর ভীষণরকমের ভায়োলেন্ট হয়ে পড়ল। নিজেকেই আঘাত করতে লাগল। অ্যাসাইলামের লোকেরা এসে ওকে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়ার রুমে নিয়ে গেল। আমি আর থাকতে পারিনি। ছুটে বেরিয়ে এসেছি।

বিয়ের পরও আমি পরিচিত কয়েকজনের কাছ থেকে ভিনসেন্টের খোঁজখবর নিতাম। বছর এভাবেই গড়াতে লাগল। মা হলাম। তারপর একে একে মা ও বাবা মারা গেল। হাজবেন্ডের বদলি হয়ে গেল অনেক দূরে। কিন্তু তারপরও আমি নিয়মিত ভিনসেন্টের খবর রাখতাম। মায়ার বাঁধন থেকে আমি কোনওদিনই মুক্তি পাইনি। হয়তো মুক্তি চাইওনি।

ডিসেম্বর ২০১০

ভিনসেন্ট হয়তো ডিসেম্বরের জন্যই অপেক্ষা করছিল। বোধহয় আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। এবার অ্যাসাইলামে আসার পরের দিনই মারা গেল ভিনসেন্ট। গুটিয়ে একটা ছোট্ট শিশুর মতো হয়ে গিয়েছিল। তিনদিন থেকে কিচ্ছু খাচ্ছিল না। আমি যখন ওর মুখে জল দিচ্ছি তখন একবার শুধু তাকাল আমার দিকে আর দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ওর এই চোখের জলে আমি বিয়াল্লিশ বছর ধরে ডুবে চলেছি। দিনরাত ডুবে চলেছি। অবশেষে ভিনসেন্ট আমাকে নীরবে মুক্তি দিয়ে চলে গেল। কিন্তু আদৌ কি আমি মুক্তি পেলাম? না, মুক্তি আমি পাইনি। যে অপরিসীম কষ্ট পেতে পেতে ভিনসেন্ট মারা গেল, তার জন্য দায়ী তো একমাত্র আমি এবং তার সঙ্গে আমার পরিবার। এই পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি কি আর বেঁচে থাকতে পারব?

চিঠির শেষাংশ

"ভিনসেন্ট মারা যাওয়ার পর তিনদিন আমি ঘুমোতে পারিনি। বারবার ভেবেছি, বেশ তো ছিলাম দূরেই। তবে কেন বছর বছর ছুটে আসতাম ভিনসেন্টকে দেখার জন্য? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর আমি খুঁজে পাইনি। পাগল পাগল লাগছে। এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো ভিনসেন্ট জানে। তাই সেই উত্তরের জন্য আমি ভিনসেন্টের কাছেই চললাম। তোরা সবাই ভালো থাকিস। আমার শেষ ইচ্ছে হল, ভিনসেন্টের কবরের পাশেই যেন আমাকে রাখা হয়। আমার এই ইচ্ছেটা পূরণ হলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।"

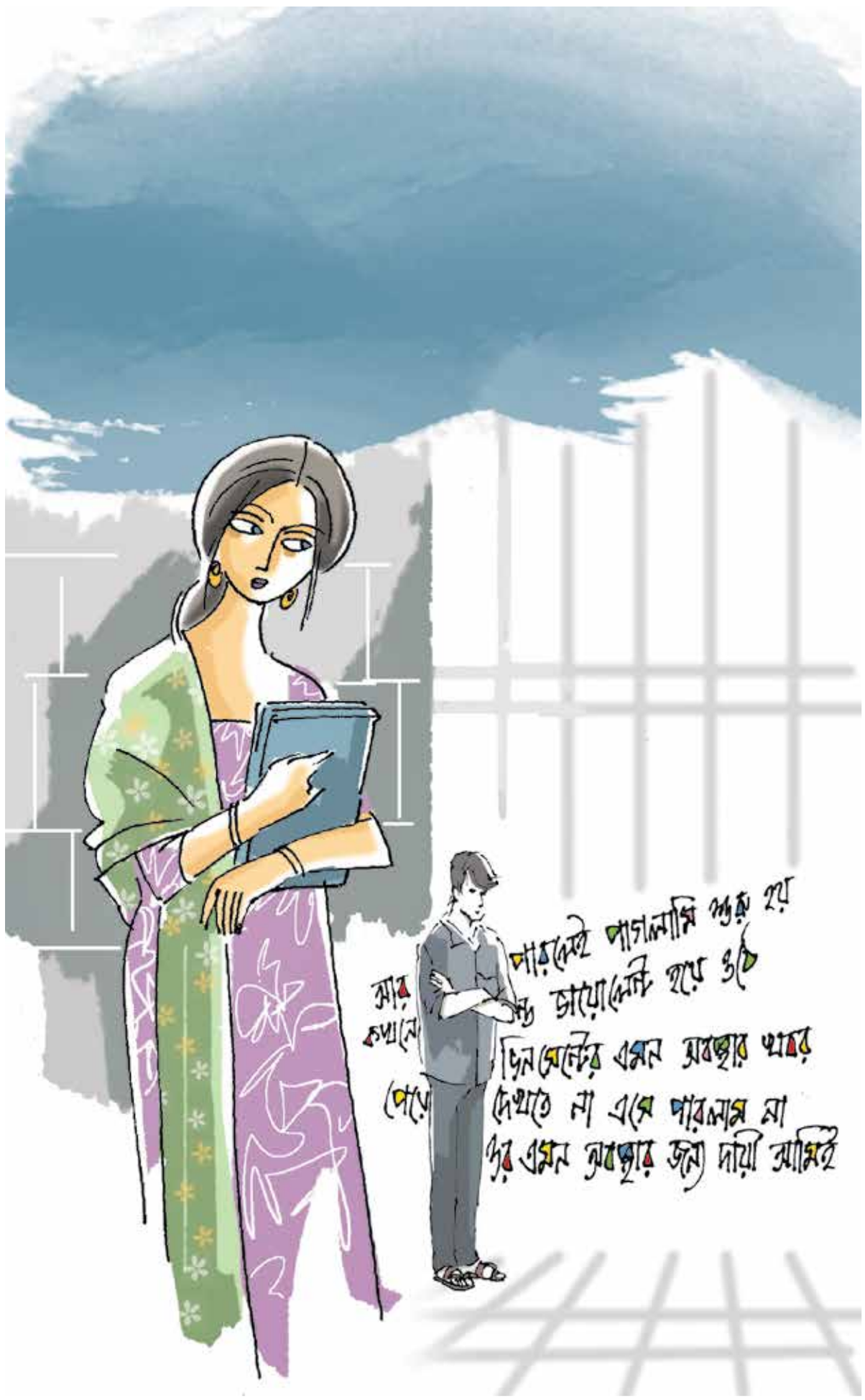

যে পরীক্ষার কোনও প্রশ্নপত্র নেই

পনেরোর পাতার পর

বইমেলা শেষে ট্রেনে উত্তরবঙ্গে ফেরার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই নিয়ে। তাঁর মতে পিডিএফ অনলাইন এসে যাওয়ায় ছাপা বইয়ের কদর কমেছে। মুদ্রিত বইয়ের বিক্রি আগামী দিনে নাকি উঠেই যাবে। আমিও কথার পিঠে কথা বসালাম। কিছুদিন আগে এক প্রকাশকের মুখে শুনেছিলাম : সিস্টেম যতই আপডেট হোক মানুষের শরীর তো আর আপডেট হচ্ছে না! সেজন্য বেশিক্ষণ পিডিএফ পড়লে আমাদের চোখে ধাঁধা লেগে যায়। অনলাইন ও পিডিএফ-এ বেশিক্ষণ টেক্সট পড়া যায় না তাই। আর সে কারণেই আগামীতে ছাপা বইয়ের কদর বাড়বে। তিনি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, পিডিএফ এসেছে বলেই পিডিএফ-এ এক ঝলক দেখে মূল বইটির হার্ডকপি কিনতে চাইবে পাঠক।

এই পিডিএফ-অনলাইনের যুগে তিনি যে স্ট্রাগল করে যাচ্ছেন এবং মুদ্রিত বই বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন— তা যে এক ধরনের বড় পরীক্ষা সে কথা তাঁর মুখের কথায় স্পষ্ট হয়ে গেল। কলকাতায় যাওয়ার পর গত দেড় দশকে দেখলাম কলেজ স্কোয়ারের আশপাশে জামাকাপড়ের যে দোকানগুলো ছিল একে একে তারা হয়ে উঠল বইয়ের দোকান কিংবা প্রকাশনালয়। এ কিন্তু পিডিএফ-অনলাইনের যুগেও বড় একটা সাফল্যের দিক।

অতএব পরীক্ষার প্রশ্ন যতই কঠিন হোক, ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে লিখে আসতে হবে সবটা। আনকমন প্রশ্নের উত্তর লিখে ভালো নম্বর পাওয়াকেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উতরে যাওয়া বলে। জীবনে চলার পথে যতই কঠিন প্রশ্ন আসুক— যথাযথ উত্তর দিয়ে ভালো নম্বর পাওয়া যেতেই পারে একটু চেষ্টা করলে। ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে যেমন লাভ নেই, সহজ প্রশ্নের উত্তর দিয়েও তেমনই নিজের মুনশিয়ানা প্রকাশ করা যায় না। বরং প্রশ্ন জটিল হোক—'ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব/ সেই চাঁদের পাহাড় দেখতে পাব।'

কখন যে শেষ ...

পনেরোর পাতার পর

পলাশে না বরং পরীক্ষা নামক গুটিবসন্তের আতঙ্ক। বদলে গেছে যুগ। বদলে গেছে পরীক্ষার সময়সূচিও। সে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা হোক বা বোর্ডের। চারপাশে এখন শুধু পরীক্ষার দিন, এ লগন পরীক্ষা দেওয়ার। বিভিন্ন বোর্ডের টেন্থ স্ট্যান্ডার্ডের পরীক্ষা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। টুয়েলভথ স্ট্যান্ডার্ড, নিট, জেইই ইত্যাদি ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে। টোটাল শিরে সংক্রান্তি দশা। পরীক্ষা নামক রাহুর দশায় হায়! বসন্ত ভাসিয়া যায় বইয়ের পাতায়।

পরীক্ষা দিয়ে এসেও কি রেহাই আছে! বাড়ি এসে আরেক পরীক্ষা। কোয়েসচন পেপার ধরে ধরে যাচাই, কী লিখেছে আর কী লিখতে পারেনির লম্বা কৈফিয়ত। তবে সাধু সাবধান। কোনও বেআক্কেল পরীক্ষার্থী যদি আপনার মার্কশিট দেখতে চায় বলা যায় না বুমেরাং হইলেও হইতে পারে। লক্ষ্মণরেখা পেরোলে শুধু সীতা নয় আপনাকেও দিতে হবে অগ্নিপরীক্ষা।

নিজের কথাই বলি। পরীক্ষা-বিভীষিকা আজও আমার পিছু ছাড়েনি। এখনও আমি পরীক্ষা দিতে যাই। তবে স্বপ্নে এবং স্বপ্নেও অবধারিতভাবে হয় পেন কিংবা হল পারমিট খুঁজে পাই না, নয় পড়ে যাই বাংলা গিয়ে দেখি অঙ্ক, নয় পরীক্ষা দশটায় আমি পৌঁছাই বারোটায়– মানে পরীক্ষা ব্যাপারটা সার্বিকভাবেই আমার বারোটা বাজিয়ে দেয় আজও।

তবে হ্যাঁ স্মৃতির প্যান্ডোরা বাক্স খুললে পরীক্ষা মানে যে শুধুই আমাদের আতঙ্ক ছিল তেমনটা নয়। অনেক সরস পর্বও ছিল। যেমন এই পরীক্ষা-সিরিয়ালের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ক্যাচলাইন ছিল চিট করেও ধরা না পড়া। কীসব চিট বিশারদ ছিল একেকজন! প্রায় মাইক্রোস্কোপিক সাইজের হাতে লেখা এবং বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেসব এমনভাবে সাঁটা যে ইনভিজিলেটর কেন শকুনের চোখেও পড়বে না। তারপর ধরুন ক্লাসের পরীক্ষায় কেউ হয়তো অনেক তত্ত্বতালাশের পর অসম্ভব আয়েশে সম্ভাব্য উত্তরগুলো ডেস্কের উপর খোদাই করে আসল, পরের দিন গিয়ে দেখল সিট বদলে গেছে। বন্ধুকে চিট পাস করতে গিয়ে চিটসোজা ইনভিজিলেটরের গায়ে গিয়ে পড়ল। কিংবা ফেলুয়া গোত্রের কেউ অনেক সাধ্যসাধনায় মাস্টারপিসকে পটিয়ে গোটা দুয়েক অঙ্ক টুকতে দেওয়ার জন্য রাজি করিয়ে টুকল, কিন্তু কিছু সময় পর সেই মাস্টারপিসটি জানাল অঙ্কগুলো ভুল হয়েছে আবার করতে হবে! কেউ বেশ সুবোধ গোত্রের, চিটে তার যথেষ্ট অ্যালার্জি, কোনও মতে এঁটে চিটবাজ দিল তাকে ফাঁসিয়ে। সুবোধ-গোত্রীয় আবিষ্কার করল তার পাশেই চিটের সশরীরী ফোঁস এবং সামনে ইনভিজিলেটর। কেউ উত্তর জানা নেই বলে কোয়েসচনগুলোই খাতায় লিখে আসত। কেউ আবার পরীক্ষার খাতায় ছবি এঁকে কবিতা বা গল্প লিখে নিজস্ব দক্ষতার ছাপ রেখে আসত। পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য ইনিয়েবিনিয়ে অজ্ঞাত পরীক্ষককে চিঠিও লিখে আসা পরীক্ষার্থীও নেহাত কম ছিল না সেই সময়। আর ছিল পরীক্ষা বিষয়ক বেশ কিছু মিথ। যেমন সরস্বতীপুজোর আগে কুল খেয়ে ফেললে পরীক্ষায় ডাহা ফেল। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে গোলাকার কিছু খেলে তার গোল্লা পাওয়া নিশ্চিত। কাজেই রসগোল্লা আলু ডিম সব বাদ। আর এখন? এখন তো ওএমআর যুগ। পরীক্ষার খাতাতেই গোল্লা ভরাও চ্যাপ্টার। আর ছিল সারা বছর না পড়ে ভগবানের ভরসায় থাকা। যেন আকুলভাবে ডাকলে তিনি ঠিক তরীখানি মাঝদরিয়ায় হাবুডুবু না খাইয়ে কূলে এনে ভিড়িয়ে দেবেন! কিন্তু হায়! বেচারি ভগবানকেও ('বাবা তারকনাথ' সিনেমায়) শুনতে হয় 'আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান – তুমি পাথর নাকি প্রাণ আজ করো তা প্রমাণ।'

কাজেই নাই নাই ভয় হবেই হবে জয়। জাস্ট বুকে সাহস নিয়ে মাঠে নেমে পড়তে হবে।

প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে

পনেরোর পাতার পর

এই পরীক্ষা চলে পড়ুয়ার পাঠে, রাজনীতির আঙিনায়, চাকরির বাজারে, বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায়। অথচ আমরা ভুলতে বসি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি। পরীক্ষার হারজিতের লড়াইয়ে শামিল হই বারবার, অথচ ভুলে যাই যৌথ যাপনেও কি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, আমরা ভুলে যাই প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যেও পাতা রয়েছে এমনই পরীক্ষার শত শত প্রশ্ন, যা পাশ করে গেলেই আমাদের সম্পর্ক মধুর হয়, হয় আনন্দময়, শান্তির। সকাল থেকে রাত প্রতিটি পদক্ষেপই তো এক-একটি পরীক্ষা। ঠিক-ভুল, ভালো-খারাপ, হারজিতের প্রতিযোগিতা। কিন্তু সেই পরীক্ষার প্রস্তুতিতে যে বোঝাপড়া, সহানুভূতি, মূল্যবোধ বা সুস্থ মেধার চর্চা থাকে তার পাঠ নিতে ভুলে যাই অনেকেই। ভয় হয়, আজ এই পরীক্ষার চূড়ান্ত উদ্বেগ, আশঙ্কায়, সব মাধুর্য হারিয়ে জীবনখানা ষোলোআনাই মিছে না হয়ে যায়! পরীক্ষাকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় নয়, জীবনের প্রতি পর্যায়ে একে সঠিক গুরুত্ব দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া চাই, তবেই এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় এ জীবন।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

কোচবিহারের পরেই যে রাসযাত্রা আসবে

পূর্বা সেনগুপ্ত

পর্ব - ৩৪

এই পরিবার যে দুর্গা সদৃশ রাজবাড়ি গড়ে তোলে সেখানে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিখা বা স্থানীয় ভাষায় গড়খাই করা আছে। যদিও বর্তমানে এই পরিখা অনেক স্থানেই বুজে এসেছে। রাজা হয়ে প্রজাদের শাসন করার জন্য দরবার বসাতেন রাজারা। এর জন্য ছিল রয়্যাল কোর্ট। এছাড়াও এই পরিবারের জলসাঘরের ভূমিকা ঐতিহাসিক। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষক যদুভট্ট এই রাজভবনে এসে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সঙ্গে কালাচাঁদের মান-অভিমানের পালা চলছে। রাধিকাকে তাঁর সখীগণ বলছেন, হে সখী, হে কিশোরী তোর হৃদয়ে যদি গোকুলচাঁদের ভালোবাসা প্রকাশিত না হয় তবে সেই হৃদয় তো আঁধার সদৃশ। তাঁরা বলছেন, 'যদি কিশোরী কালাচাঁদের, গোকুলচাঁদের উদয় ঘুচল হৃদে দুঃখ কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার থাকবি রাধে।' সেই কিশোর রাই জিউ বিগ্রহের কথাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। তিনি আজও স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত আছেন পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ব্লকে পঁচেটগড় রাজবাড়িতে। মেদিনীপুর জেলাকে আমরা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য স্থান বলে চিহ্নিত করি। কিন্তু এই জেলার ইতিহাস তার থেকেও বেশি কিছু। বঙ্গ সংস্কৃতির ধারকবাহক রূপে একই সঙ্গে সমুদ্র ও নদীর মোহনায় অবস্থিত এই ভূখণ্ড ধর্মীয় ইতিহাসেও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের অধিকারী হয়েছে। বিশেষ করে ওড়িশার সঙ্গে ধর্মীয় ভাবাবেগের সংযোগ আমাদের চমৎকৃত করে। আমরা নারায়ণগড় আর ময়নাগড়ের ইতিহাস আলোচনা করেছি। আজ আমরা পঁচেটগড় রাজবাড়ির কথা আলোচনা করব।

বাংলার ভ্রমণপিপাসুদের কাছে দিঘা একটি বিশেষ স্থান, দিঘার খুব কাছেই এই পঁচেটগড় রাজবাড়ি। শোনা যায় মোগল দরবার থেকে একই সঙ্গে দুটি জমিদারি সনদ পেয়েছিলেন এই বংশ। আর এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কালা মুরাই বা মুরারীমোহন চৌধুরী দাস মহাপাত্র। এই পরিবার দুটি গৃহদেবতাকে একত্রে ধারণ করে এসেছে। একজন পঞ্চেশ্বর শিব, অন্য দেবতা হলেন কিশোর রাই জিউ। দুটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল দুটি কালে, দুটি ধর্মীয় ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে। দুই প্রেক্ষিতে নির্মিত হলেও দুই গৃহদেবতাই পূর্ব মেদিনীপুর অঞ্চলে বিখ্যাত ও জাগ্রত দেবতা রূপে মান্যতা পেয়ে আসছেন। প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন পঞ্চেশ্বর শিব, এই শিব মন্দির পূর্ব মেদিনীপুরে সবাধিক জাগ্রত শিব রূপে আরাধিত।

এই পঞ্চেশ্বর শিবের নামেই স্থানটির নাম হয়েছে পঁচেটগড়। আর কিশোর রায় জিউয়ের রাস উৎসব খুবই বিখ্যাত। বলা হয়, কোচবিহার রাজবাড়ির মদনমোহন মন্দিরের রাস উৎসব যেমন আড়ম্বরে প্রথম স্থান অধিকার করে, তেমনই পঁচেটগড় রাজবাড়ির রাস দ্বিতীয় স্থান। এমন রাসমঞ্চ আমি কোনওদিন দেখিনি। রাসমঞ্চ সাধারণত গোলাকার হয়, এটি কিন্তু ডপেন থিয়েটারের মঞ্চ সদৃশ। মহিষাদল রাজবাড়ির রথের মেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই স্মৃতির খাতিরেই পঁচেটগড় রাজবাড়ির রাস দেখার গভীর ইচ্ছা নিয়ে দুই দেবতার ইতিহাস বর্ণনায় অগ্রসর হলাম।

সাল ১৬৭৯-এর কথা। দিল্লির মসনদে তখন মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব আসীন। এই সময় উড়িষ্যার পুরীর একেবারে কাছে আটঘরা নামে এক জায়গায় বসবাস করতেন মুরারীমোহন দাস মহাপাত্র। তিনি মোগল দরবারে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাজে খুশি হয়ে ঔরঙ্গজেব তাঁকে পটাশপুর পরগনাটি প্রদান করেন। যখন মোগল দরবার থেকে জমিদারির সনদটি পাওয়া গেল তখন মুরারীমোহন পুরী অঞ্চলের আটঘরা ছেড়ে বর্তমান পঁচেটগড়ের কাছে খার নামে একটি গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন এবং জমিদারির কাজ গোছাতে থাকেন। খারের চারদিকের অঞ্চলটি ছিল ঝোপজঙ্গলে পরিপূর্ণ। মুরারীমোহনের অনেক গৃহপালিত গোরু-ছাগল ইত্যাদি ছিল। কিছুদিন ধরে হঠাৎ সকলে লক্ষ করলেন, গোরুগুলি মাঠে চরতে যায়, কিছু গোরু সময়মতো ফিরে আসে না। কোথায় যায় তারা? আর ঘুরেফিরে সবক'টি গাভিই বেশ কিছুক্ষণের জন্য কোথায় যেন চলে যায়। এই বিষয়টি স্পষ্ট হতেই খোঁজ শুরু হল। আর সেই খোঁজই এক আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখে এনে দিল সকলকে। দেখা গেল গাভির একাংশ গোধূলির আলো ফুটলেই প্রতিদিন জঙ্গলের ধারে একটি ঢিপির উপরে উঠে যায়। আর সেই ঢিপির উপরে গেলে তাদের বাঁট থেকে আপনাআপনি দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে।

কী আছে সেই ঢিপির মধ্যে? সকলেই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। শুরু হয় সেই ঢিপির মাটি সরানো কাজ। মাটি খুঁড়তেই শাবলের আঘাত লাগে শক্ত কিছুতে। ভালো করে মাটি সরিয়ে দেখা মেলে এক স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের। কিন্তু শাবলের আঘাতে সেই শিবলিঙ্গের মাথার কাছটি একটু ভেঙে গিয়েছে। লিঙ্গটিকে বের করে আনতে চেয়েও তার শেষ যখন পাওয়া সম্ভব হল না তখন সকলে বুঝতে পারল বিরল স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান এখানে। দাস মহাপাত্র পরিবার সেই শাবলের আঘাতে খুঁতযুক্ত শিবের পুজো করবেন কি না, তাঁর নতুন করে অভিষেক ক্রিয়া করা যাবে কি না? – এই সব পরামর্শপ্রদানের জন্য বেনারস ও বৃন্দাবন থেকে পণ্ডিতদের ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁরা পরিস্থিতি দেখে জানালেন, স্বয়ম্ভু শিব আঘাতলাভ করে কমজোরি হয়েছেন তাঁকে পূর্বের মতো শক্তিতে পূর্ণ করতে হলে এই স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের চারপাশে আরও চারটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু এই চারটি শিবলিঙ্গ হবে চার রকমের। বেনারস ও গয়া থেকে নিয়ে আসা হল শিবলিঙ্গ। বেনারস শিবের স্থান, কিন্তু গয়া থেকে এল কেন বোঝা গেল না। এই চারটি শিবলিঙ্গের একটির অবয়ব একেবারে উজ্জয়িনীর মহাকালের মতো। পিঙ্গল শিব তিনি। আমাদের মনে হয় উজ্জয়িনীর সঙ্গেও এ ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। যাই হোক নতুন চারটি শিবলিঙ্গ ও তার সঙ্গে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ মিলে পাঁচটি শিব এই পরিবারে প্রতিষ্ঠা করা হলে এই পাঁচ শিবের নাম হল পঞ্চেশ্বর। মূল স্বয়ম্ভু, আর চারজন তাঁকে শক্তি জোগান দেন। সব মিলিয়ে পঞ্চেশ্বর। এই শিবমন্দির ঠিক ওলটানো ঘণ্টার মতো চূড়াবিশিষ্ট। যেটা বাংলার অন্য মন্দিরের স্থাপত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে মন্দিরের প্রবেশপথ দাক্ষিণাত্য স্থাপত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পঞ্চেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রাপ্তির পর দাস মহাপাত্র পরিবার এই শিবলিঙ্গকেই গৃহদেবতা রূপে পুজো করতে থাকে। মন্দিরের পাশে খনন করা হয় মহাদেব কুণ্ড। আর মুরারীমোহন যে স্থানে শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই বসতবাটী বা রাজবাড়িটি গড়ে তুলতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে এই স্থানে তাঁদের মহল তৈরি হতে থাকে, আর এই বংশ এগোতে থাকে। পঞ্চেশ্বর শিবের মন্দিরের অভ্যন্তরে কেবল শিবলিঙ্গের দেখা পাওয়া যায় না। এর সঙ্গে খুব প্রাচীন স্থাপত্যের কিছু নিদর্শনও চোখে পড়ে। শিব প্রকটিত হলেন অলৌকিকতাকে নিয়ে কিন্তু এই সব স্থাপত্য এল কোথা থেকে? তবে কি এই স্বয়ম্ভু শিবের উপর কোনও সময় বিরাট মন্দির ছিল? সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আমাদের চোখে পড়ে? না কি সেই ঢিপির তলায় কেবল দেবতা ছিলেন না, এই দেবতাকে যাঁরা প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের গঠিত জনপথেরও কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। যাকে আমরা তেমনভাবে কোনও গুরুত্বপ্রদান করিনি? এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পঁচেটগড় রাজবাটী কখনও আলোচিত হয়নি। কিন্তু পঞ্চেশ্বর শিবের আলয় কেন গড় রূপে চিহ্নিত হল তার সদুত্তর এখনও পাওয়া একেবারে দুষ্কর। কেবল প্রশ্ন রেখে যাওয়া ব্যতীত আর কিছু করার উপায় থাকে না।

ইতিহাস বলে মুরারীমোহনের চার পুত্র ছিল, এই চার পুত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য পুরীর মহারাজ তাঁকে ডেকে নেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে তিনি পুরী জগন্নাথ মন্দিরের সেবার কার্যে নিযুক্ত করেন। মন্দিরের নানা কর্মচারীদের পরিচালনের কাজ দক্ষতার সঙ্গে পালন করছিলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তার জন্য রাজাও তাঁর উপর খুশি হয়ে উঠলেন। একজন বাঙালি এসে পুরী মন্দিরে নীলাচলস্থ প্রভু জগন্নাথের সেবায় খ্যাতি অর্জন করবে – এ ওড়িয়া পান্ডাদের সহ্য হল না। তারা সকলে একজোট হয়ে এই ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করল। এই নিদারুণ খবর খার গ্রামে পৌঁছালে মুরারীমোহন পুত্রকে ছাড়িয়ে আনার জন্য ছুটলেন পুরী। ব্রজেন্দ্রমোহন জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি না থাকলে সম্পত্তিজনিত মিতাক্ষরা আইনের ফলে পরিবার অসুবিধের সম্মুখীন হবে। তাই সকলের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। পুরীর আগে সাক্ষীগোপালে দাঁড়িয়েই মুরারীমোহন মানত করলেন, যদি তিনি বড় পুত্রকে ছাড়িয়ে আনতে সক্ষম হন তবে তিনি জগন্নাথদেবকে এক কেজি সোনার মুকুট দেবেন এবং এক লাখ টাকার অখণ্ড ভোজের আয়োজন করবেন। তার মধ্যে থাকবে প্রভুর প্রিয় নারকেলের নাড়ু। ব্রজেন্দ্রনন্দন ছাড়া পেলেন। সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে পরিবারের মনোজগতে পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছিল। সেটি প্রকাশ পেল আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই অঞ্চল দিয়ে পুরীর উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় সমস্ত অঞ্চলটি তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যায় এবং বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। এই সময় দাস মহাপাত্র পরিবারও বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ করে এবং পঞ্চেশ্বর শিবের সঙ্গে এই পরিবারে আসন গ্রহণ করেন 'কিশোর রাই জিউ'। তৈরি হয় কিশোর রাই জিউয়ের মন্দির। রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ এমন এক মন্দিরে স্থাপিত যে মন্দিরটি দেখলে মনে হবে বাংলায় নয়, উড়িষ্যায় দাঁড়িয়ে আছি। কলিঙ্গ আর্ট অনুসরণ করে তিনটি ধাপে সজ্জিত এই মন্দির। মেদিনীপুরের অনেক মন্দিরই এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে রথদেউল আকৃতিতে নির্মিত। শ্রীমন্দির, নাটমন্দির ও নাচমন্দির– তিনভাগে বিভক্ত। কিশোর রাই জিউ প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিদিন শিবের পুজো সম্পন্ন করা হয় ধুমধাম করে। যদিও কিশোর রাই জিউ-ই হলেন প্রধান। জগন্নাথদেবের মন্দিরে যেমন প্রহরে প্রহরে ভোগ নিবেদন করা হয়, ঠিক তেমনভাবে এই মন্দিরেও ভোগ নিবেদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রভাব এই পরিবারের উপর প্রগাঢ়ভাবে জাল বিছিয়েছে বহুকাল ধরে। শোনা যায় মুরারীমোহন নিজে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর আরেক পুত্র যাদবেন্দ্রমোহন ছিলেন নাম করা সেতারবাদক। তিনি নাকি একবার জগন্নাথ মন্দিরে প্রভু জগন্নাথকে নিজের বাজনা শুনিয়েছিলেন, সেদিন উপস্থিত সকলের মনে হয়েছিল স্বয়ং জগন্নাথ জাগ্রত হয়ে সেই বাজনা শুনছেন। মুরারীমোহন নাকি এই পরিবারের দত্তক পুত্র ছিলেন, কিন্তু কেন তাঁকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে মোগল সম্রাটের কাছে সনদ আদায় করে রাজত্ব স্থাপনের পর মুরারীমোহন তাঁদের উপাধি, দাস মহাপাত্রের আগে চৌধুরী লিখতে শুরু করেন। সেই থেকে এই বংশের পদবি হয় চৌধুরী দাস মহাপাত্র।

এই রাজবাড়িতে দুই দেবতা ছাড়াও আরও দুই দেবসত্তা পূজিত হন। একজন নারায়ণ অপরজন শীতলা দেবী। দেবী শীতলার মন্দিরটিই কেবল একেবারে বাংলার পঞ্চরত্ন মন্দির আকৃতির এবং অনেক পরবর্তীকালে গঠিত। কিন্তু নারায়ণের মূর্তি ও মন্দিরে দক্ষিণ ভারতের ছাপ সুস্পষ্ট। এই মূর্তিলাভেরও একটি ইতিহাস আছে।

১৫৬৭-'৬৮ সালের কথা। এই সময় প্রবল পরাক্রমশালী কালাপাহাড়ের আবির্ভাব ঘটে। কালাপাহাড় এই অঞ্চলের মন্দিরগুলি ভাঙতে ভাঙতে উড়িষ্যার পুরী মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। পথে পড়ল দাঁতন ও পটাশপুর এলাকা। এই অঞ্চলের অনেক মন্দিরের বিগ্রহ ভঙ্গ করেন কালাপাহাড়। মন্দিরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অনেক মন্দিরের বিগ্রহকে পুকুরের জলের তলায় ডুবিয়ে বা অন্যত্র লুকিয়ে রাখা হয়। শোনা যায় পুরীর জগন্নাথধামও পান্ডারা কালাপাহাড় যাতে দেখতে না পান তার জন্য বালু আর কাদা দিয়ে আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন। কালাপাহাড় তা দেখতে না পেয়ে অন্যত্র চলে যান। পুরীর মন্দির কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলা থেকে নিস্তার পায়। কালাপাহাড়ের অত্যাচার শেষ হয়েছে বহুযুগ আগে, তখন প্রায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ। একদিন শ্রমিকের দল পুকুরের গভীরতা কাটতে গিয়ে একটি অপূর্ব কষ্টিপাথরের নারায়ণমূর্তি পান। তারা সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারের সদস্যদের জানান। সকলে গিয়ে সেই মূর্তি দেখে বিস্মিত। পুকুর থেকে উদ্ধার করা এই মূর্তি দাস মহাপাত্র পরিবার গৃহাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালো মূর্তিটি নিটোল, জলের তলায় লুকিয়ে রাখার ফলে এতটুকু খুঁতগ্রস্ত হয়নি। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নারায়ণ সুন্দরভাবে প্রতীয়মান হন। বিগ্রহটি কিছুটা তিরুপতি বালাজির মতো দেখতে বলা হলেও, এর সঙ্গে বালাজির থেকে পাল যুগের পূর্ববর্তী নারায়ণমূর্তির সাদৃশ্য অনেক বেশি। সোনায় আঁকা চোখ আর মুখের গড়ন অনেক বেশি। এই বিগ্রহও একই গৃহপ্রাঙ্গণে পূজিত হচ্ছেন বহুকাল ধরে। কিশোরীলাল জিউর মূল মন্দিরের গা লাগোয়া বাংলার আটচালা ঢঙের মাটির বাড়ি, খড়ের চালা। এই অংশতে সব রকমের পুজো হয় দোল, দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী, রাস ছাড়া আর প্রতিটি বড় উৎসব এখানেই পালিত হয়। তবে এই পরিবারে মূর্তি গড়ে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয় না। এই পরিবারে দেবীর আরাধনা হয় পটে। এই পরিবারের প্রতিটি দেবদেবীর সেবার জন্য পৃথক পৃথক জলাশয় নির্দিষ্ট করা আছে।

এই পরিবার যে দুর্গা সদৃশ রাজবাড়ি গড়ে তোলে সেখানে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিখা বা স্থানীয় ভাষায় গড়খাই করা আছে। যদিও বর্তমানে এই পরিখা অনেক স্থানেই বুজে এসেছে। রাজা হয়ে প্রজাদের শাসন করার জন্য দরবার বসাতেন রাজারা। এর জন্য ছিল রয়্যাল কোর্ট। এছাড়াও এই পরিবারের জলসাঘরের ভূমিকা ঐতিহাসিক। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষক যদুভট্ট এই রাজভবনে এসে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন। যদুভট্টের অনুপ্রেরণাতেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম রচনা করেন। দেশাত্মবোধ গঠনে এই রাজবাড়ির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সঙ্গে আমরা হিন্দুস্থান ক্লাসিক্যাল মিউজিকেও এই পরিবারের অবদানের দেখা পাই। রাজবাড়ির গঠনটি এমন যেখানে একটি গেট দিয়ে প্রবেশ করে বিরাট উঠোনের চারপাশে দালান, সেখানে আমরা স্থায়ী স্টেজ দেখতে পাই। যেখানে বহু বড় বড় ঘরানার শিল্পীরা এসে সংগীত সম্মেলন করে যেতেন। সংগীতের আসর বসত। শোনা যায় শিল্পী কানাইলাল, ফকিরবক্স, আল্লারাখাও এসেছিলেন এই রাজবাড়িতে। প্রতি শনিবার এখানে গানবাজনার আসর বসত। ঠিক এর সঙ্গেই গলি দিয়ে আরেকটি উঠোনে এসে পড়তে হয়, যেখানে মন্দিরগুলির অস্তিত্ব। চারপাশের দালানে ছিল কর্মচারীদের থাকবার জায়গা।

এই পরিবারের আঙিনায় অনেক মন্দিরের অস্তিত্ব থাকলেও কিশোরীলাল জিউ-এর নামেই সব দেবোত্তর সম্পত্তি। এই মন্দির থেকেই সমস্ত মন্দিরের পুজো অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এই দেবতার রাস উৎসবের বর্ণনা দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করব। গর্ভমন্দিরে বিগ্রহের আসনের কোনায় অধিষ্ঠিত কিশোরী রাই। কিন্তু তিনি ছাড়া আরও কিছু রাই কিশোরী ও কৃষ্ণমূর্তির দেখা মেলে। রাস উৎসব পাঁচদিন ধরে হয়। প্রথম কয়েকদিন চারদিক যত কৃষ্ণ মন্দিরের বিগ্রহ আছে সকল মন্দিরের বিগ্রহ উপস্থিত হন। সকলকে নিয়ে নাচতে নাচতে কিশোর রাই জিউ চলেন রাসমঞ্চে। দুই দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সুন্দর মঞ্চ। লাগোয়া ঘর। সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসা। রাসের দিন কিন্তু সন্ধের পরে ফিরে আসেন না দেবতা, লীলা সাঙ্গ করে তাঁর ফিরতে রাত দুটো থেকে আড়াইটে লাগে। এইভাবে রাসে যেন জাগ্রত হয়ে ওঠেন পঁচেটগড় রাজপরিবারের গৃহদেবতা কিশোর রাই জিউ।

ছবি : স্বপন দলুই

এডুকেশন ক্যাম্পাস

সুতপা বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

অনুষ্কা বসু মজুমদার, ষষ্ঠ শ্রেণি,
জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

বর্ণালী ঘোষ, সপ্তম শ্রেণি,
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির (উঃ মাঃ)।

দিয়া দাস, সপ্তম শ্রেণি,
ভোর অ্যাকাডেমি, ধূপগুড়ি।

আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না

রায়গঞ্জে মিষ্টির অন্য ভুবনে নয়া বাণিজ্যকরণ

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

ভদোদরা থেকে লেখা অলকানন্দাদির একটা চিঠি পেলাম। তাতে তিনি লিখছেন, ‘‘হঠাৎ মনে পড়ল আমার এক মাসি একটি মিষ্টি বানাতেন, নাম, ‘পরচিত্তহরণ’। ছানার মিষ্টি। সম্ভবত ঢাকার।’’ অলকানন্দা প্যাটেল। রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর আইজি প্যাটেলের স্ত্রী। আর অমর্ত্য সেন এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক মিত্রের অর্থনীতির শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তের কন্যা। অলকানন্দাদির সঙ্গে আমার আলাপ কীভাবে সে অন্য প্রসঙ্গ। তবে ‘পরচিত্তহরণ’ মিষ্টির নামেই যে বাজিমাত। ‘প্রাণহরা’র নামের সঙ্গে মিল রয়েছে। দুটি মিষ্টির নামের পিছনে অন্তর্নিহিত দর্শনটি চমৎকার। খাঁটি উপকরণ আর কারিগরের হাতের গুণে সেই মিষ্টির অনন্য স্বাদ। অপরকে খাইয়ে তৃপ্তি দেওয়া যার আসল উদ্দেশ্য।

আজকাল কোথাও মিষ্টি মুখে দিলে তৃপ্তিতে কি চোখ বুজে আসে? পরচিত্তহরণ শব্দটি কি আজ আর কারও মনে উঠে আসতে পারে? যে কোনও মিষ্টির আসল উপাদান দুধ ও ছানা। সেই দুধই বা কই, ছানাই বা কই! ক্রেতাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য, ভালো ছানা ও তার উপযুক্ত পরিমাণের খামতি ঢাকার জন্য তাই চকোলেট ও অন্যান্য ফ্লেভারড সন্দেশের ছলচাতুরি। ভালো ছানার উৎকৃষ্ট রসগোল্লা, নরম পাকের সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, সুস্বাদু দই ইত্যাদি বেচতে গেলে আর পরতায় পোষায় না। তাই হালের বাজার দখল করেছে বেকড রসগোল্লা, বেকড মিহিদানা, বেকড সন্দেশ কিংবা বেকড দই। আধুনিক প্রজন্মের যারা খাঁটি জিনিসের আসল স্বাদের সঙ্গে তেমন পরিচিত নয়, তাদের মন সহজেই জয় করে নিচ্ছে এমন সব জগাখিচুড়ি মিষ্টি। তাতে ঐতিহ্য জলাঞ্জলি গেলেই বা কার কী!

মনে পড়ে যায় লীলা মজুমদারের সেই গল্পের কথা-- বাড়িতে গয়লানির দিয়ে যাওয়া ‘লালচে সুগন্ধি দুধ’ যা পড়ন্ত আঁচে বসিয়ে রাখলে ‘আধ ইঞ্চি পুরু সর পড়ে, সোনালি রঙ, তাতে চাঁদের গায়ের মতো ফুটফুট দাগ। সেই সর তুলে মধ্যিখানে কাশীর বাটা চিনি ছড়িয়ে ভাঁজ করে রাখেন অহিদিদি। সেই সরটি রোজ গোল টইটুম্বুর হয়ে থাকে।’ সেই দুধের ছানা ও তা থেকে তৈরি সন্দেশ রসগোল্লার স্বাদ যে কেমন হবে তা কি আর বলে দিতে হয়! একটা সময় বাংলার গ্রামের ঘরে ঘরে থাকত গোরু। গোরুর দুধের ছানা থেকে যেমন নানান ধরনের মিষ্টি তৈরি হত, দুধের সর থেকে মাখন তুলে তৈরি হত ঘি। এছাড়া গ্রামের গোয়ালপাড়া থেকে এক টাকায় ষোলো সের দুধ পাওয়া যেত। গোয়ালাকে দশ-পাঁচ টাকা আগাম দিলে তো টাকায় আধমন দরেও দুধ মিলত। গোরুর দুধ যাতে ঘন হয় আর দুধের পরিমাণ যাতে বাড়ে সেজন্যে তখন কোনও হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হত না, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে গোরুকে জাবনা দেওয়া হত ভুট্টার শিষের বজরা ঘাস, জল, ভাতের মাড়, খেসারির ডালে মেশানো কুচানো খড়-বিচালি, শাকসবজির অংশ। দুধের সেই প্রাচুর্যের যুগে ভেজালের রীতি ছিল না। দুধের মান ঠিক রাখতে গোরুর পরিচর্যাতেও ছিল সমান গুরুত্ব। গো-ধন নিছক কথার কথা ছিল না। আর তাই উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নেরও অভাব ছিল না। সেকালের স্মৃতিকথায় মিষ্টি প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের সুন্দর এক সমাজচিত্রের হদিস মেলে—‘কেউ নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে পেটপুরে খেয়ে ফিরছেন, যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করো, কী রকম খাওয়ালে? তিনি পরম উৎসাহে বলবেন-- সন্দেশই ছিল চার রকম : কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, বুঁদিয়া আর জিলিপি। আমাদের গ্রামাঞ্চলে মিষ্টান্ন মানেই সন্দেশ-- পান্তুয়া, গজা, মিহিদানা, খাজা, মন্ডা-- সবই সন্দেশ।

সেই আমল আর নেই। ভালো মিষ্টির যুগ অবলুপ্ত। ভেজাল, চালাকি আর নিম্নমানের মিষ্টিতে অভ্যস্ত অবসন্নতার মাঝে আচমকা যদি কোনও মিষ্টির স্বাদ হঠাৎই বিরাট চমকে দেয়! ঠিক সেরকমই অভিজ্ঞতা হয়েছিল গত বছর বীজ উৎসব ও জৈব কৃষিমেলা উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জে গিয়ে। এক কালে রায়গঞ্জে বিখ্যাত ছিল মোহনবাটীর অরুণা সুইটসের কানসাট ও কালাকাঁদ, মিলনীর মিষ্টি দই কিংবা শিলিগুড়ির মোড়ের মিতালি সুইটসের ছানার পায়েস ও কালাকাঁদ। এখন সেইসব গরিমা আর নেই। কোনও দোকান নয়, খবর পেয়েছিলাম রায়গঞ্জের সেরা মিষ্টির ঠিকানা হল কুলিক নদীর ওপারে সুভাষগঞ্জের সেতু পেরিয়ে ঘোষপাড়া। তাই টোটো নিয়ে হাজির হয়েছিলাম সেখানে। আমার সঙ্গে ছিলেন বীজ উৎসবে অংশগ্রহণকারী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও খাদ্য গবেষক বন্ধু সংহিতা দাশগুপ্ত। ফোনে আগেই কথা বলা ছিল। তাই পাড়ার মধ্যে ষষ্ঠীদের দোতলা বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি।

আমরা গিয়েছিলাম সন্ধ্যার ঠিক আগে। গেট দিয়ে ঢুকেই ঝকঝকে তকতকে বিরাট উঠোন। সামনের গোয়ালে গোরু। আর বাঁ দিকে বাড়ির লাগোয়া শেডের নীচে মিষ্টির কারখানা। সেখানে তখন বিরাট বিরাট কড়ায় দুধ জ্বাল দেওয়া চলছে। একটা নৌকায় সদ্য তৈরি পান্তুয়া। আর একটা উনানে পাতলা রসে ফেলা হচ্ছে রসগোল্লা। এই যে চোখের সামনে দেখছি মিষ্টি তৈরি হচ্ছে, পাশে মজুত করে রাখা আছে দুধ ও ছানা, কিন্তু কোথাও এতটুকু অপরিচ্ছন্নতা নেই। ষষ্ঠী বলছিল, ওদের তৈরি কালাকাঁদ, প্যাঁড়া রোজ নানা মন্দিরে যায়, অনেক বাড়িতেও রোজের পুজোয় লাগে। তাই বাবা-মায়ের নির্দেশ মেনে দুধ জ্বাল দেওয়া থেকে শুরু করে ছানা কাটানো, মিষ্টি তৈরি সবই ওরা করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, ভক্তিভরে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাবনা থেকে সীমান্তের এপারে চলে এসেছিলেন সোমেন ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী রঞ্জু। পূর্ববঙ্গে তিনি দই-মিষ্টির ব্যবসা করতেন। টালমাটাল সময়ে নিজস্ব ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এসে রায়গঞ্জে থিতু হতে কেটে গেল অনেকগুলি বছর। তারপরে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সোমেনবাবু নতুন উদ্যমে আবার দই-মিষ্টির ব্যবসা শুরু করলেন প্রায় ১৭-১৮ বছর হল। ঘোষপাড়ায় চেনা গোয়ালাদের কাছ থেকে গোরুর খাঁটি দুধ সংগ্রহ করে স্বামী-স্ত্রী মিলে মিষ্টি বানিয়ে সাইকেলে করে কাছে-দূরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মিষ্টি বিক্রি করতে শুরু করেন সোমেনবাবু। তখন খদ্দের ছিল মোটামুটি ৫০-১০০ বাড়ি। ভালো মিষ্টির সুবাদে সুনাম ছড়িয়েছে চারিদিকে। তাই আজ তাঁদের নিয়মিত বাঁধা বাড়ির সংখ্যা

রায়গঞ্জের উকিলপাড়া, মিলনপাড়া, বীরনগর, রবীন্দ্রপল্লি, বোগ্রাম ছাড়াও কালিয়াগঞ্জ, কিশনগঞ্জ, ইসলামপুর ছাড়িয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে ঘোষ পরিবারের তৈরি রসগোল্লা, ছানার জিলিপি, নরম পাকের সন্দেশ, গোলাপজাম, ছানাবড়া, মালাই চমচম, ল্যাংচা, লাড্ডু, প্যাঁড়া ইত্যাদি। পিস প্রতি কোনও মিষ্টির দামই ১০-১৩ টাকার বেশি নয়। দোতলার ঘরে বসে এই কথাবার্তার মধ্যেই সোমেনবাবুর স্ত্রী ও পুত্রবধূ বোন চায়নার প্লেট ও বাটিতে নিয়ে এলেন মিষ্টি দই, ছানার পায়েস, কালাকাঁদ, রসগোল্লা আর ছানার জিলিপি। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলি! এমন মিষ্টি বা ছানার পায়েস ও দইয়ের স্বাদ যে আজকাল সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না তা নিশ্চিত করে বলতে পারি।

হাজার ছাড়িয়েছে। দুর্গাপুজো বা অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানের সময় বিক্রিবাটা আরও বেশি।

ঘোষ দম্পতির এই পারিবারিক ব্যবসায় ক্রমে যোগ দিয়েছে তাঁদের দুই পুত্র সুব্রত ও ষষ্ঠী। বড় ভাই সুব্রত ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোয় চৌকশ। জেলা ও রাজ্য স্তরে অ্যাথলেটিক মিট ও হার্ডলস রেসে কয়েক বছর ধরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কার পেয়েছে। বছর দশেক আগে সিএমপি রেজিমেন্টে শালুগাড়ায় চাকরিও পেয়েছিল। কিন্তু সব ছেড়ে আবার ফিরেছে পারিবারিক ব্যবসায়।

রায়গঞ্জের উকিলপাড়া, মিলনপাড়া, বীরনগর, রবীন্দ্রপল্লি, বোগ্রাম ছাড়াও কালিয়াগঞ্জ, কিশনগঞ্জ, ইসলামপুর ছাড়িয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে ঘোষ পরিবারের তৈরি রসগোল্লা, ছানার জিলিপি, নরম পাকের সন্দেশ, গোলাপজাম, ছানাবড়া, মালাই চমচম, ল্যাংচা, লাড্ডু, প্যাঁড়া ইত্যাদি। পিস প্রতি কোনও মিষ্টির দামই ১০-১৩ টাকার বেশি নয়। দোতলার ঘরে বসে এই কথাবার্তার মধ্যেই সোমেনবাবুর স্ত্রী ও পুত্রবধূ বোন চায়নার প্লেট ও বাটিতে নিয়ে এলেন মিষ্টি দই, ছানার পায়েস, কালাকাঁদ, রসগোল্লা আর ছানার জিলিপি। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলি! এমন মিষ্টি বা ছানার পায়েস ও দইয়ের স্বাদ যে আজকাল সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না তা নিশ্চিত করে বলতে পারি। ছানার পায়েস ওঁরা বিক্রি করেন ৪০০ টাকা কেজি, মিষ্টি দই ৩০০ টাকা কেজি। আবার এর সঙ্গে আগেকার দিনে বিজয়া দশমীর সময় ঘরে বানানো কুচো নিমকি, খুরমা, তিনকোনা নিমকি, মিহিদানা, নারকেল নাড়ুও নিয়মিত তৈরি করেন ওঁরা। সে সবের সুস্বাদও কিছু কিছু পেলাম আমরা আর অবশ্যই মোহিত হলাম। সোমেনবাবু বলছিলেন, ভালো দুধের জোগান নিশ্চিত করতে বাজার চলতি দামের চেয়ে বেশি দামে তাঁরা দুধ সংগ্রহ করেন। পাঁচ কেজি দুধে এক কেজি ছানা হয়। ছানার কেজি ২৫০ টাকা। এখন গড়ে প্রতিদিন তাঁদের এক কুইন্টালের বেশি ছানার কাজ হয়। পুজোর সময় পরিমাণ হয়ে যায় দ্বিগুণ। দই তৈরি হয় ৪৫-৫০ কেজি। আর ছানার পায়েস প্রায় ২০ কেজি। তবে ইদানীং তাঁরা এক অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছেন। ওই এলাকায় আমুল দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র খুলেছে। তারা দুধে মাঠার পরিমাণ পরীক্ষা করে লিটারে ৫০-৫২ টাকা দামও দিচ্ছে। কাজেই আমূলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুধের জোগান অব্যাহত রেখে নিজেদের পারিবারিক ব্যবসা চালানোর ব্যাপারে তাঁরা কিছুটা দুশ্চিন্তায়।

বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পের সার্বিক অবক্ষয়ের যুগে খাঁটি মিষ্টির ঐতিহ্য বজায় রাখতে উত্তরবঙ্গের এই ক্ষুদ্র পারিবারিক উদ্যোগ কি রাজ্যবাসীর এতটুকু নজর কাড়বে না? তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, ইতিহাসবিদ জয়ন্ত সেনগুপ্ত সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজ তকমা পেয়েছে, ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলা। তাঁর প্রস্তাব এবারে বাংলার রসগোল্লা, সন্দেশের জন্যেও হেরিটেজ ট্যাগ আদায়ে ইউনেসকোর কাছে দরবার করা উচিত। আর সেইজন্যেই আরও দরকার রাজ্যের নানা প্রান্তে নির্ভেজাল, খাঁটি মিষ্টির হদিস করে কুশলী কারিগরদের যথাযথ মর্যাদার আসনে বসানো।

সপ্তাহের সেরা ছবি

হামাস সেনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে এক বালিকা। অবাক চোখে দেখছে ইজরায়েলিদের মুক্ত করার দৃশ্য। গাজায়। - সৌজন্যে গার্ডিয়ান

কবিতা

ক্যানভাস
অনুপ দত্ত

অভিমান সরিয়ে বরং লুকোচুরি খেলা হোক
এক তাল, দুই তাল এ যেন তিন তালের খেলা
শাড়ির ভাঁজ থেকে গড়িয়ে পড়া ন্যাপথালিনের মতো
তুলে রাখো সব অবিশ্বাস
মনে রেখো বাঁশি বাজানোর আগে নিতে হবে দীর্ঘশ্বাস
ওপারে পৌঁছে গেলেই বেজে উঠবে বাঁশি
খেলা তখন শেষ...
কিশোরীবেলার গন্ধ মুছে গেলে পর
সুতনুকা বলে ডাকে গাঁয়ের লোক
সুন্দরীদের ডায়েরির পাতা খুলে বসে আছে রাক্ষুসে রাতের ইশারা...
বাঁধন খুলে এপথ নেমে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে
তবুও তো শিকল ভাঙা তুষার ঝড়ে
ভেসে ওঠে আরও একবার তোমার মুখ

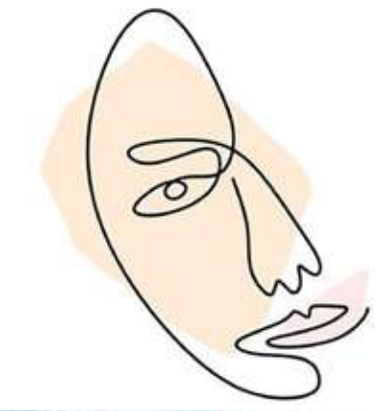

নবজন্ম
বিধানেন্দু পুরকাইত

আমাকে যন্ত্রণার থেকে এত ভালোবাসা
কেউ দেয়নি
এতটা আপন ভেবে ভেবে জড়িয়ে ধরেনি
প্রেয়সীর ন্যায়- বলেনি কথা
যতটা চেয়েছে মন তার চেয়ে
আপন করেছে আপন ভেবে।

যন্ত্রণার শিকড়ে শিকড়ে
ফুল ফুটে ওঠে – চাঁপা জুঁই মাধবীলতারা
গাল টিপে সময়ে সময়ে আদর করলে
নবজন্ম হয়।

যন্ত্রণার বক্ষমূলে আজন্ম লালিত যে মন
কৃষ্ণের বাঁশি শুনলে পাগল হয়।

অবিকল
অনিমেষ

পাওয়া আর না পাওয়ার ভেতর
এক একটা মরূদ্যান রয়ে গেছে
যে জলের তুমি স্পর্শ পেতে চাইছ
সেখানেই আপাত নিষাদ।

এইসব সন্ধ্যাকালীন আড্ডা, বিষাদ, ছায়া ঘেরা কলতান পেরিয়ে
আমাদের আরও একটা সমুদ্র আবিষ্কারের কথা ছিল,
বিন্দু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ফিরে আসি, গলদ্ঘর্ম হয়ে

যে মুখোশ আমি কিনে এনেছিলাম রাজাদের বাজার থেকে তাক লাগিয়ে দেব বলে
ঠিক অবিকল তুমি পরে এসেছিলে আমারই দরজায়!...

সন্দেহজনকের প্রতি
বাসব দাশগুপ্ত

এত শান্তি চতুর্দিকে বুঝতে পারি আর যাই হোক এখানে ক্ষমতা নেই
অথবা নিদ্রিত আছে বলে পুলিশ ডাকেনি, চেনা রাস্তা দিয়ে ভ্যানগুলি
চলে যায়, শাসানির শব্দ কেন জানি ভিখ মেঙে খাওয়া করুণ বাঁশির
মতো দোল খায়, রাধে কৃষ্ণ বলে বলে নিরামিষ অন্ন খুঁজে ফেরে

ক্ষমতা তো নাটক প্রিয়, ক্রমাগত বৃত্ত বাড়িয়ে গিলে খায় যতেক ক্যানভাস
তারপর তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে খুঁজে দেখে কতখানি জমে গেল সমর্পিতজন,
অথচ আমি তো জানি ক্ষমতার বৌ রাত জেগে সেলাই করার ফাঁকে
গুনগুন গান করে, কোথা থেকে বহু যুগ পরে উড়ে আসে উনুনের ধোঁয়া,
বেচারা ক্ষমতার চোখে কতদিন হয়ে গেল ঘুম নেই

অসহায় ক্ষমতাকে কী দিতে পারি, মেঘ দিয়ে গড়া ভঙ্গুর সিংহাসন অথবা
পালকের হাড়িকাঠ, কিংবা না লেখা বাংলা কবিতা, নেবে

পরীক্ষাগার
শম্পা সামন্ত

আচম্বিতে মেঘ দেখে আর কত বৃষ্টির
অপেক্ষায় থাকব?
কতটা বিরক্তির পাশে নিঝুম দুপুরে গলে যাবে
অবান্তর প্রশ্নেরা?
হাত সাফাই-এর জাদু ও পকেটমারি আমি
জানি না।
তবু হিপ্নোটিজম সাজিয়ে নিচ্ছি লাইন বরাবর।
ইউ আর ইন আ কিউ এক সম্ভ্রান্ত শব্দ বিন্যাস।
অথচ পুজোর ফুলপাতা হাতে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের বাঁধ
ভাঙছে।

খুব শীত করে এলে জ্বর আসে।
অতএব প্রভু, জ্বরের প্রকারভেদ ও মাহাত্ম্য
বিচারে আমি নাক গলাব না।
এখন এক ঘরানার ডাক শুনতে শুনতে সব
আবেদন সরে গেলে আমিও কি উহাদের মতো
পরমানন্দে হরি বলতে বলতে পরীক্ষাগারে ঢুকে
পড়ছি?

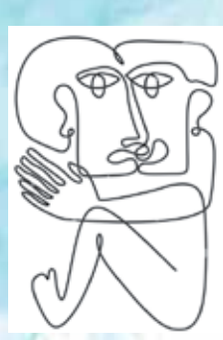

স্মৃতিচিহ্ন ও আত্মমগ্ন উচ্চারণ
রবীন বসু

১
দেখেছি জলের চিহ্ন অমলিন আছে
এদেশ ওদেশ নয়, চেনাজানা তীরে
আমাদের স্মৃতিচিহ্ন খেলা মাঠ ঘাট
অবিকৃত তারা আছে বুকের গভীরে!

২
বটফল হাতে নিয়ে ছুটেছি দুপুরে
কোথা থেকে ছুটে এলি দিনকানা তুই
ভেঙে গেল ফেটে গেল লাল বটফল
মুঠোতে দেখেছি তোর ধরা সাদা জুঁই!

৩
স্মৃতি অ্যালবাম খোলে চিহ্নচূর্ণ দিন
কোথাও বিষাদ ঝোলে বিষণ্ণ আতর
মরে যাওয়া রাতের রূপকথা ছবি
দলিলে লিখেছে তাই সমস্ত স্থাবর!

৪
দানপত্র লিখে রাখে কার্তিকের কাক
তীর্থস্থানে যেতে গিয়ে হারিয়েছি পথ
কোন মুখে চাঁদ দেখি, ছেড়ে যাব কাকে?
আমিও ভুলেছি যেন নিতান্ত শপথ!

৫
কত দূর থেকে ডাক আসে প্রতিদিন
ঘুমের গভীর থেকে স্বপ্ন জাগে কই?
কুয়াশা মাঠের আলে কথা কেটে যায়
তমোঘ্ন আশার আলো জ্বলে ওঠে ওই!

ট্রফির আবদার শুনে দুবাইয়ে রোহিতরা

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দামামা বাজিয়ে দুবাই পৌঁছে গেল ভারতীয় দল।

আয়োজক পাকিস্তান হলেও বিরাট কোহলিরা তাঁদের সব ম্যাচ খেলবেন দুবাইয়ে। তৃতীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের লক্ষ্যপূরণে সদলবলে শনিবার মুম্বই থেকে দুবাইয়ের পা রাখে টিম ইন্ডিয়া। দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চত্বর কার্যত উৎসবের চেহারা নেয় তারকাদের ঘিরে। যে ভিড় থেকে ট্রফি জয়ের আবদারও করা হল রোহিতদের কাছে।

কঠিন চ্যালেঞ্জ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভুলের সুযোগ কম। বিরাট, রোহিত শর্মারা যদিও খোশমেজাজে। বিমানবন্দরে ঢোকার সময় নিরাপত্তারক্ষীরাও শুভেচ্ছা জানান খেলোয়াড়দের। রোহিত আবার বোর্ডিংয়ের আগে ভক্তদের সঙ্গে সেলফি তুললেন। বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষমাণ সমর্থকদের অটোগ্রাফও দিলেন।

রোহিতের সঙ্গে বিমানবন্দরে আসেন হার্দিক পান্ডিয়া। মরনি মরকেল, সীতাংশু কোটাক সহ পুরো সাপোর্ট স্টাফ টিম সঙ্গে নিয়ে পৌঁছোন গৌতম গম্ভীর। তবে রিজার্ভ দলে থাকা যশস্বী জয়সওয়াল, মহম্মদ সিরাজ, শিবম দুবে অবশ্য দলের সঙ্গে দুবাই যাননি। ভারতেই থাকবেন তিনজন। প্রয়োজনে দুবাইয়ে উড়ে যাবেন।

গত বছর টি২০ বিশ্বকাপ সহ মুম্বইয়ে ফেরা রোহিতদের ঘিরে উদ্দীপনা নজর কেড়েছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে কি না, সেদিকে চোখ থাকবে। এদিন দুবাইয়ে পা রেখে রবিবারই অনুশীলনে নেমে পড়বেন বিরাট-রোহিতরা। ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ। পাক-মহারণ ২৩ তারিখ।

এদিকে, বিরাট, রোহিতের পাশাপাশি রবীন্দ্র জাদেজার জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত তিনজনেরই শেষ আইসিসি টুর্নামেন্ট। ২০২৬ সালে ভারত-শ্রীলঙ্কায় টি২০ বিশ্বকাপ থাকলেও সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট থেকে তিনজনেই অবসর নিয়েছেন। পরবর্তী ওডিআই বিশ্বকাপ ২০২৭-এ। বিরাট-রোহিতদের পক্ষে কেরিয়ার ২০২৭ পর্যন্ত টানা আদৌ সম্ভব হবে কি না নিশ্চিত নয়।

বিরাট-রোহিতরা চাইবেন শেষ আইসিসি টুর্নামেন্টে ছাপ রাখতে। লক্ষ্যপূরণ হলে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চেই ফের অবসর ঘোষণা করে দিতে পারেন রোহিত। বিরাটের সিদ্ধান্ত নিয়ে অবশ্য কিছুটা যদি, কিন্তু রয়েছে। তবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচক কমিটির যা মনোভাব, আগামীর ভাবনায় তারুণ্য অগ্রাধিকার পাবে। বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক তো বলেও দিলেন, ২০২৭ অনেক দূরের গল্প। তখন পুরো পরিস্থিতি বদলে যাবে।

অপর এক সূত্রের দাবি, রোহিত নাকি কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। নির্বাচকরা রোহিতকে আর টেস্ট দলে ভাবছেন না। আগামী জুন-জুলাইয়ের ইংল্যান্ড সফরে বুমরাহর নেতৃত্বেই সম্ভবত টেস্ট সিরিজে নামবে ভারত। সেই কারণে বুমরাহকে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য কোনওরকম ঝুঁকির পথে হাঁটেননি অজিত আগরকাররা। এনসিএ-র মেডিকেল টিমের হেড নীতিন প্যাটেল ইতিবাচক রিপোর্ট দিলেও ধীরে চলো নীতি নেন নির্বাচকরা।

মুম্বই বিমানবন্দরে রোহিত শর্মার কাছে ট্রফির আবদার সমর্থকদের।

আক্রমণই আজ ভরসা মহমেডানের

‘মর্যাদার লড়াই’-এ সেটপিস হাতিয়ার লাল-হলুদের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : এগারো বনাম তেরোর লড়াই। কিন্তু তারপরেও ম্যাচটা ডার্বি। দুই দলের কাছে মর্যাদার লড়াই।

চলতি মরশুমে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব দুই দলের নতুন করে পাওয়ার কিছু নেই। তাই দুইটি দল চাইছে এই মর্যাদার লড়াই জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে।

প্রতিপক্ষ মহমেডান লিগ টেবিলের তলায় থাকলেও তাদেরকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তিনি বলেছেন, ‘আইএসএলে মহমেডানের অবস্থা মোটেও ভালো নয়। কিন্তু রবিবার ওদের হোম ম্যাচ। মহমেডান মরিয়া থাকবে এই ম্যাচ জিততে। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। রবিবার মহমেডানের বিরুদ্ধে জয়ের ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।’

আইএসএলে আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

রবিবাসরীয় ডার্বির আগে চোটের ধাক্কায় জর্জরিত লাল-হলুদ শিবির। স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো এখনও ম্যাচ ফিট নন। সেইসঙ্গে অনিশ্চিত আরেক বিদেশি তারকা রিচার্ড সেলিস। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন নাওরেম মহেশ সিং। শনিবার ডার্বির শেষদফার অনুশীলনে কিন্তু তাঁকে দেখা গেল না। সারাক্ষণ ড্রেসিংরুমে বসে রইলেন। সূত্রের খবর, মহেশের পায়ে হালকা চোট রয়েছে। তিনি নাও খেলতে পারেন।

একান্তই মহেশকে না পাওয়া গেলে মাঝমাঠে সৌভিক চক্রবর্তীর পাশে আনোয়ার আলিকে খেলাতে পারেন অস্কার। তখন রক্ষণে হেক্টর ইউস্তের পাশে প্রভাত লাকড়াকে নিয়ে এসে দুই সাইডব্যাকে মহম্মদ রাকিপ ও নীশু কুমার শুরু করতে পারেন। দুই উইংয়ে নন্দকুমার শেখর ও পিভি বিষ্ণুর শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবর্ত হিসেবে আসতে পারেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। মহমেডানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা রক্ষণে। বিশেষ করে সেটপিস থেকে গোল খাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে সাদা-কালো শিবিরের। তাই সেটপিসকে হাতিয়ার করছেন কোচ অস্কার। ডার্বির আগে শেষ দফার অনুশীলনে সেটপিসেই জোর দিলেন স্প্যানিশ কোচ। মহমেডান রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ম্যাচ জিততে আপফ্রন্টে দিমির সঙ্গে রাফায়েল মেসি বাউলিকে রাখবেন অস্কার।

এদিকে পরপর হারের ধাক্কায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে মহমেডানের। রবিবার ডার্বি জিতে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সাদা-কালো শিবির। কোচ মেহরাজউদ্দিন বলেছেন, ‘পরপর হারের ধাক্কা সামলে দল ধীরে ধীরে উন্নতি করছে। তবে রবিবার ডার্বি ম্যাচ। এই ম্যাচের গুরুত্ব আমরা সবাই জানি। যে কোনও মূল্যে ম্যাচটা জিততে চাই।’

রবিবার চোটের জন্য জোসেফ আদিঙ্গা ও মহম্মদ ইরশাদকে এই ম্যাচে পাচ্ছে না সাদা-কালো শিবির। কার্ড সমস্যায় এই ম্যাচে নেই মিরজালোল কাশিমভ। তাই দল সাজাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে মেহরাজকে। তারপরেও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে সাদা-কালো ব্রিগেডের কোচের।

গোলে ফিরতে চলেছেন পদম ছেত্রী। রক্ষণে ফ্লোরেন্টের সঙ্গে গৌরব বোরাকে খেলতে পারেন। দুই সাইড ব্যাকে ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াক ও জো জোহেরলিয়ানা একপ্রকার নিশ্চিত। মাঝমাঠে অ্যালেক্সিস গোমেজের পাশে মাফেলার মতো অ্যাটাকিং মিডিওকে এনে অল আউট অ্যাটাকে যাওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছে মহমেডান। আসলে লাল-হলুদ রক্ষণের অবস্থাও তথৈবচ। সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে গোল পেতে মরিয়া সাদা-কালো শিবির। ডার্বিতে দুই উইংয়ে কার্লোস ফ্রাঙ্কা ও লালরেমসাঙ্গা ফানাইয়ের খেলা নিশ্চিত। আপফ্রন্টে মার্ক আন্দ্রে শমারবাকের সঙ্গী হচ্ছেন মনবীর সিং। পরিবর্ত হিসেবে রবি হাঁসদা, ইসরাফিল দেওয়ানদের পরে নামিয়ে চমক দিতেই পারে মহমেডান।

বিপক্ষের আক্রমণ ঠেকাতে নিজেকে নতুন উচ্চতায় তোলার চেষ্টায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গোলরক্ষক পদম ছেত্রী। ভারতে প্রথম গোলের খোঁজে প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের রাফায়েল মেসি বাউলি। কলকাতায় শনিবার।

৩ মাস নির্বাসনে এক নম্বর সিনার

মন্ট্রিল, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বিশ্ব ডোপিং বিরোধী সংস্থা ওয়াডা ৩ মাসের জন্য নির্বাসিত করল সদ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী জানিক সিনারকে। নির্বাসনের মেয়াদকাল ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মে পর্যন্ত। অর্থাৎ সিনার ২৫ মে থেকে শুরু হতে চলা ফরাসি ওপেনে নামতে পারবেন। এমনকি তার আগে নিজের দেশে রোম মাস্টার্সেও অংশ নিতে পারবেন। গত বছরের মার্চে নিষিদ্ধ দ্রব্য ক্লোস্টেবল পাওয়া যায় সিনারের দেহে। বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা সিনারের দাবি ছিল, তাঁর ফিজিওথেরাপিস্ট কাটা ঘা সারাতে যে স্প্রে ব্যবহার করেছিলেন তাতেই ছিল ক্লোস্টেবল। ওয়াডা তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘সিনার প্রতারণার চেষ্টা করেনি।’ অন্যদিকে সিনারের মন্তব্য, ‘আগেই স্বীকার করেছিলাম যে আমার সাপোর্ট স্টাফের ভুলেই এমনটা হয়েছে। তারপরও প্রায় ১ বছরের বেশি মামলা চলেছে। তাই ওয়াডার ৩ মাসের নির্বাসনে রাজি হয়ে যাই।’

নির্বাচনি সভা স্থগিত বাগানে

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে এদিনের কার্যনির্বাহী সমিতির সভা স্থগিত হয়ে গেল ক্লাবের বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্তের অসুস্থতার জন্য। সভা হওয়ার কথা ছিল বিকেল চারটে নাগাদ। সভার ঘণ্টা দুয়েক আগে হঠাৎই ক্লাবের অপারেশনস ম্যানেজার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, সচিব গুরুতর অসুস্থ। তাই সভা স্থগিত করা হল। অনেকে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করলে ক্লাবের সহ সভাপতি কুণাল ঘোষ জানান, সচিবের হঠাৎ অসুস্থতায় ক্লাবের আইন কী বলছে সেই সব দেখার কথা ভাবা হয়নি। কিন্তু দ্রুত নির্বাচন করার ব্যাপারে এবং তার জন্য এই স্থগিত সভাও যাতে করে ফেলা যায় তার জন্য কমিটি দায়বদ্ধ। প্রসঙ্গত, এই সভা নির্বাচন নিয়ে ছিল বলেই বিরোধী শিবির অর্থাৎ প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসু সহ তাঁর শিবিরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের এদিন উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানাতে হয় বর্তমান শাসক গোষ্ঠীকে। কিন্তু সভা বানচাল হয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া পিছিয়ে দিতেই কি এদিনের এই অসুস্থতার অজুহাত কিনা। শুক্রবার রাতে কমিটির কাছে এক সদস্যের নামে লোকজন জড়ো করে সভার সময়ে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ জানিয়ে ক্লাবকে চিঠিও দেন সৃঞ্জয়। তারপরেই এদিনের এই সভা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নামবদল বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : বদলে গেল বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের নাম। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মহম্মদ আমিনুল ইসলামের স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট কেন্দ্রের নাম এখন থেকে হচ্ছে জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা। ১৯৫৪ সালে এই স্টেডিয়াম তৈরির পর ঢাকা স্টেডিয়াম নামে পরিচিত ছিল। আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৮ সালে নাম বদলে হয় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম। বহু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-ফুটবল ম্যাচ ছাড়াও এখানে জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া অনুষ্ঠান হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেটে সুপারস্টার সংস্কৃতিতে আপত্তি অশ্বীনের

চেন্নাই, ১৫ ফেব্রুয়ারি : তারকা পুজো। সুপারস্টার তকমা।

ভারতীয় ক্রিকেটে যে সংস্কৃতির প্রবল বিরোধী রবিচন্দ্রন অশ্বীন। বাইশ গজের দক্ষতায় নিজেও হয়ে উঠেছিলেন দলের অন্যতম অস্ত্র, ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম তারকা। যদিও সেই অশ্বীনের সুপারস্টার সংস্কৃতিতে ঘোরতর আপত্তি।

সদ্য অবসর গ্রহে পা রাখা অশ্বীনের মতে, ক্রিকেটাররা অভিনেতা নয়। তাই ভারতীয় ক্রিকেটে যে সুপারস্টার সংস্কৃতি চালু রয়েছে, তার যৌক্তিকতা নেই। খেলোয়াড়দেরও উচিত, দলের মধ্যে এহেন মানসিকতা এড়িয়ে যাওয়া। নিজের ইউটিউব চ্যানেল ‘অ্যাশ কি বাত’-এ প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, ‘ভারতীয় ক্রিকেটে স্বাভাবিক পথে এগোনো উচিত। কখনও সুপার স্টারডম, সুপার সেলিব্রিটি সংস্কৃতিকে উৎসাহ জোগানো উচিত নয়। আমরা ক্রিকেটার। আমরা অভিনেতা বা সুপারস্টার নই। আমরা সুপার স্পোর্টসম্যান।’

নিজের দাবির পক্ষে অশ্বীনের যুক্তি, ক্রীড়াবিদ হিসেবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ততা জরুরি। খেলোয়াড়দের উচিত

> রোহিত স্বার্থপর ক্রিকেটার নয়, যাকে আমি সম্মান করি। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম নিঃস্বার্থ খেলোয়াড়।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

সেভাবেই নিজেদের মেলে ধরা, সুপারস্টার হিসেবে নয়। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার উদাহরণ টেনে তাঁর আরও মন্তব্য, ‘রোহিত-বিরাটের উদাহরণ ধরুন। দুইজনেই প্রচুর অর্জন করেছে। তবে শতরানের সংখ্যা দিয়ে প্রাপ্তিকে বিচার করা যায় না। আমাদের লক্ষ্যটা এই ধরনের প্রাপ্তির চেয়ে অনেক বড়, গুরুত্বপূর্ণ।’

পরিসংখ্যান ছাপিয়ে ইনিংসের গুরুত্ব, খেলোয়াড়দের মানসিকতাকেই বেশি গুরুত্ব দেন পাঁচশো প্লাস টেস্ট উইকেটের মালিক। রোহিতকে ‘নিঃস্বার্থ ক্রিকেটার’ আখ্যা দিয়ে অশ্বীনের সংযোজন, ‘রোহিত স্বার্থপর ক্রিকেটার নয়, যাকে আমি সম্মান করি। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম নিঃস্বার্থ খেলোয়াড়। স্বার্থপর হলে ওডিআই ক্রিকেটে যেভাবে ঝুঁকি নিয়ে ব্যাটিং করে, সেটা কখনোই করত না। পাওয়ার প্লে-তে নিজেকে উজাড় করে দেয়। শুধু রান নয়, দলের পারফরমেন্সকেও প্রভাবিত করে ও। রোহিতের এই দক্ষতা আমাকে টানে।’

অশ্বীনের অভিযোগ, ভারতীয় ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের ব্যাটিং গড়, অপরাজিত থাকা, স্কোর এই সব পরিসংখ্যান গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এর ফলে অনেকে ভুলে যায়, কেন তারা ক্রিকেট খেলছে? কোন দায়িত্ব নিয়ে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছে? রোহিত সবার সামনে কিন্তু উদাহরণ তৈরি করছেন নিজের পারফরমেন্স, ব্যাটিং মানসিকতা দিয়ে। যে মানসিকতা বদলে দিচ্ছে ভারতীয় ওডিআই দলকে। ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ওডিআই ক্রিকেটকে এগিয়ে দিয়েছিল। এখন সেই পথে হাঁটছে ভারত। কৃতিত্বটা রোহিতের প্রাপ্য।

বিরাট-রোহিতে আস্থা রাখছেন বেঙ্গসরকার

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি : অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। বড় মঞ্চে যা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।

আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অভিজ্ঞতা ব্যবধান গড়বে, বিশ্বাস দিলীপ বেঙ্গসরকারের। তারকারা সবসময় বড় মঞ্চের জন্য মুখিয়ে থাকে। ভারতীয় দলের দুই সিনিয়ার ব্যাটারের মধ্যে সেই তাগিদ থাকবে। আসন্ন মেগা আসরে ভারতীয় দলের জন্য যা সম্পদ।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলেছেন, ‘ওরা বিগ-ম্যাচ প্লেয়ার। বড় ম্যাচে সবসময় পারফর্ম করে থাকে। ওরা মাঠে থাকা মানে প্রতিপক্ষও বাড়তি চিন্তায় থাকবে। সবদিক থেকে বিরাট-রোহিতদের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিশ্চিত, আসন্ন টুর্নামেন্টে ওদের পারফরমেন্স দারুণ হবে, ব্যবধান গড়ে দেবে।’

একই কারণে মেগা ইভেন্টে ভারতীয় দল জসপ্রীত বুমরাহকে মিস করবে বলে মনে করেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। প্রাক্তনের যুক্তি, ‘ওডিআই ফরম্যাটে ১০ ওভার বোলিংয়ের সুযোগ। সেদিক থেকে বুমরাহর অভাব অনুভূত হবে। অসাধারণ বোলার। দ্বিতীয় স্পেলে মারাত্মক। নতুন বল হোক বা পুরোনো, ও মাস্টার। ম্যাচের বিভিন্ন সময়ে কার্যকারিতার কারণেই বুমরাহ দলের সম্পদ, প্রতিপক্ষের কাছে আতঙ্ক।’

বুমরাহর অনুপস্থিতিতে অভিজ্ঞ মহম্মদ সামির ওপর বাড়তি দায়িত্ব। বাকি দুজন অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানা তুলনামূলকভাবে অনভিজ্ঞ। তাছাড়া সামিও দীর্ঘ ১৫ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ফলে পেস ব্রিগেডে বুমরাহর না থাকার প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। তবে প্রাক্তনের আশা, বাকিরা সুযোগ কাজে লাগাবে।

দুবাই রওনা হওয়ার আগে বিরাট কোহলি। শনিবার।

আত্মসমালোচনা চাইছেন অস্কার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : হতাশা লুকোনোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। ডার্বির আগে কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে আসছিল অস্কার ব্রুজোঁর। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুও ভেবে পাচ্ছেন না এই পরিস্থিতিতে দলকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন। চাইছেন চাপমুক্ত থাকতে।

চাপমুক্ত সাদা-কালো শিবির

রবিবাসরীয় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লড়াইটা দুই দলের নেহাতই সম্মানরক্ষার। ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান, দুই দলই চাইছে যতটা সম্ভব সম্মানের সঙ্গে আইএসএলে মরশুমটা শেষ করতে। সাদা-কালো ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকেই চলতি আইএসএলে প্রথম পয়েন্ট ঘরে তুলেছিল ইস্টবেঙ্গল। এরপর একটা সময় সুপার সিক্সে খেলার আশাও তৈরি হয়। তবে লাগাতার ব্যর্থতায় এখন রীতিমতো বেসামাল অবস্থা। শুক্রবার অনুশীলনে সমর্থকদের বিক্ষোভে উত্তাল হয় পরিস্থিতি। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কারও বললেন, ‘আমরা যে জায়গায় রয়েছি, তাতে আশা করতে পারি না সমর্থকরা আমাদের ফুল উপহার দেবে। ওদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি। সমর্থকদের ক্ষোভের জায়গা রয়েছে। আমাদের আত্মসমালোচনা প্রয়োজন। এভাবে হারতে থাকলে আমরা ইস্টবেঙ্গলে খেলার যোগ্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক।’ দলের নতুন বিদেশি ফরোয়ার্ড রাফায়েল মেসি বাউলি আশ্বাস দিলেন, ‘সমর্থকদের হতাশ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে এটা বলতে পারি ওদের আর লজ্জার মুখে পড়তে দেব না আমরা।’

লাল-হলুদ ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাসও একপ্রকার তলানিতে। যেমন এদিনই অনুশীলনে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস গোল লক্ষ্য করে যে কয়টি শট নিলেন তার বেশিরভাগই গেল বাইরে। মহমেডানে যে তেমন সমস্যা নেই তা নয়। তবে আপাতভাবে চোখ রাখলে বোঝা যাচ্ছে তারা বেশ চাপমুক্ত। ফুটবলাররাও ফুরফুরে মেজাজে। কোচ মেহরাজ বললেন, ‘পরিস্থিতি যাই হোক, ম্যাচটা ডার্বি।’ তবে এই সময় দলকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। বলেছেন, ‘দল যখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তখন কাজটা আরও বেশি কঠিন। কঠিন ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করা।’ সাদা-কালো রক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের বললেন, ‘ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ক্লিনশিট রেখেছিলাম। এবারও তাই লক্ষ্য। জয় ছাড়া অন্যকিছু ভাবছি না।’

বুমরাহর অভাব অনুভব করবে ভারত : ওয়াকার

লাহোর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান মহারণ। ম্যাচে কারা ফেভারিট? কোন দল শেষ হাসি হাসবে? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তান ও ভারতের ভবিষ্যৎই বা কী? আইসিসি-র ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ওয়াকার ইউনিস ঘোষণা করেছেন, ২৩ ফেব্রুয়ারি দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হবে। আর সেই মঞ্চে জসপ্রীত বুমরাহর অভাব অনুভব করবে রোহিত শর্মার ভারত। ওয়াকারের কথায়, ‘দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় রয়েছি আমি। ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ মানেই স্পেশাল কিছু। গোটা দুনিয়া এই দুই দেশের বাইশ গজের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে সেদিন।’

তাঁর কথায়, ‘ভারত বরাবরই শক্তিশালী দল। পাকিস্তানও ভালো ছন্দে। আশা করব, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আমাদের দলের সব ক্রিকেটারই ফিট থাকবে।’ বুমরাহকে ছাড়াই রোহিতরা পৌঁছে গিয়েছেন দুবাইয়ে। বুমরাহকে কতটা মিস করবে ভারত? জবাবে ওয়াকার বলছেন, ‘বুমরাহ বিশ্বমানের বোলার। দুর্দান্ত গতির পাশে দারুণ আগ্রাসনও রয়েছে। খুব স্মার্ট ক্রিকেটার। ওকে

> ভারত বরাবরই শক্তিশালী দল। পাকিস্তানও ভালো ছন্দে রয়েছে। আশা করব, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আমাদের দলের সব ক্রিকেটারই ফিট থাকবে। দুবাইয়ে দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হবে, মিলিয়ে নেবেন আমার কথা।
>
> **ওয়াকার ইউনিস**

কোনওভাবেই ভারতীয় দল মিস করতে চায়নি। কিন্তু চোটের জন্য কিছু করারও নেই। আমি নিশ্চিত, ভারত বুমরাহর অভাব অনুভব করবে।’ এদিকে, সমাজমাধ্যমে দাবি উঠেছে, ২৩ ফেব্রুয়ারির ভারত-পাক মহারণের আসরে বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানরা যেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি না করেন। ওয়াকার অবশ্য এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি।

২৫ খুদেকে ক্রিকেট সরঞ্জাম দিলেন ঋদ্ধিমান

স্ত্রী রোমিকে নিয়ে এক খুদের হাতে ক্রিকেট সরঞ্জাম তুলে দিচ্ছেন ঋদ্ধিমান।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আমায় নয়, মাঠকে প্রণাম করো। আগামীদিনে মাঠই তোমাদের দুনিয়া হবে।

বছর আটেকের এক খুদে আচমকাই তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে এভাবেই আগামীর পরামর্শ দিলেন ঋদ্ধিমান সাহা। শুধু কি পরামর্শ দেওয়া?

একেবারেই নয়। বরং ক্রিকেট থেকে পাকাপাকিভাবে অবসর নেওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই পাপালি আগামীর ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনার কাজে ডুবে গিয়েছেন প্রবলভাবে। লক্ষ্য একটাই, বাংলা ও ভারতীয় দলের জন্য আগামীর ক্রিকেটার তৈরি করে দেওয়া।

কলকাতা ময়দানের পুলিশ মাঠে একটি অ্যাকাডেমি চালান ঋদ্ধিমান। সেই অ্যাকাডেমির ২৫ জন ক্রিকেট শিক্ষার্থীকে শনিবার ক্রিকেট সরঞ্জাম তুলে দিলেন তিনি। আজ সকালে সল্টলেকের এফসি ব্লকের ক্রিকেট মাঠে ঋদ্ধির ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছিলেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার, অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি, প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বাংলার মহিলা দলের কোচ প্রবাল দত্ত থেকে শুরু করে একঝাঁক ক্রিকেট তারকা। রোটারি ক্লাব আরোহীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ঋদ্ধির এই প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন সকলেই। বরাবরই প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করা ঋদ্ধিও এমন কাজ করতে পেরে তৃপ্ত। পাপালির কথায়, ‘ক্রিকেট থেকে অনেক কিছু পেয়েছি আমি। এবার ক্রিকেটকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। দেখা যাক কতটা পারি।’

কারও বয়স সাত। কেউ বা নয়। আবার কারও বয়স মেরেকেটে ১২। কারও বাড়ি বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে। আবার কেউ নিয়ম করে রোজ কলকাতা ময়দানের পুলিশ মাঠে ঋদ্ধির অ্যাকাডেমিতে ক্রিকেট শিখতে আসেন বীরভূম, বহরমপুর থেকেও। এমন ছেলেমেয়েদের কুঁড়ি থেকে ফুল করে তোলার যে মহান ব্রত নিয়ে পথ চলা শুরু করেছেন, সেটা ক্রিকেটের জন্য কতটা সদর্থক হয়, সেটাই দেখার।

মোহন-ইস্ট খুদেদের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৩ সাব-জুনিয়ার ফুটবল লিগে একই দিনে জয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গলের। বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ২-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুনের খুদেরা। গোল দুইটি কার্তিক হেমব্রম ও সাগ্নিক কুণ্ডুর।

অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে হারাল বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। লাল-হলুদের হয়ে জয়সূচক গোলটি সায়ন মণ্ডলের।

শুভেচ্ছা

☺ AKASH & ADITI (চম্পাসারি) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার' ও 'চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেস্টুরেন্ট' (Veg/N.Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

শেষ বলে জয় দিল্লির

ভদোদরা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালস ২ উইকেটে হারিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। নাতালি-স্কাইভার ব্রান্ট (অপরাজিত ৮০) ও হরমনপ্রীত কাউরের (২২ বলে ৪২) ব্যাটিংয়ে মুম্বই করে ১৬৪। অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ৩৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে শেষ বলে অরুন্ধতী রেড্ডি ২ রান নিয়ে দিল্লিকে পৌঁছে দেন ১৬৫/৮ স্কোরে। ওপেনিংয়ে নেমে শেফালি ভার্মা ১৮ বলে ৪৩ রান করেন।

ড্র রিয়ালের

পাম্পলোনা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : লা লিগায় ওসাসুনার বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল রিয়াল মাদ্রিদ। লস ব্লাঙ্কোসেরা ১৫ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের দুরন্ত গোলে এগিয়ে যায়। ৩৯ মিনিটে জুডে বেলিংহামের লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ার পর বদলে যায় ম্যাচের সমীকরণ। সেই সুযোগে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান ওসাসুনার আন্তে বুদিমির। এই নিয়ে লা লিগায় টানা ৩ ম্যাচ জয়হীন থাকলেন এমবাপেরা। গত ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধেও ১-১ ড্র করেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। ড্রয়ের ফলে ২৪ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট দাঁড়াল ৫১।

শুক্রবার রিচা ঘোষের ম্যাচ উইনিং শট দেখে তাঁর সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তুলনা টানতে শুরু করেছেন ভারতীয় সমর্থকরা।

রিচার মধ্যে ধোনি দর্শন

ভদোদরা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : 'ঠিক যেন মহেন্দ্র সিং ধোনি'।

রিচা ঘোষকে নিয়ে উত্তাল সমাজমাধ্যম। শুক্রবার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে বিস্ফোরক ব্যাটিং করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে জিতিয়েছেন তিনি। ধোনির মতোই ছয় মেরে ম্যাচ ফিনিশ করেছেন শিলিগুড়ির এই মেয়েটি। এই মুহূর্তে সমাজমাধ্যম ছেয়ে গিয়েছে রিচার ছয় মেরে ম্যাচ জেতানোর দৃশ্য। নেটপাড়ার নাগরিকরা এই বঙ্গতনয়ার সঙ্গে 'মাহি'-র তুলনা টানা শুরু করে দিয়েছেন।

শুক্রবার গুজরাট জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ২০১ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে চাপে পড়ে যায় আরসিবি। মাত্র ১৪ রানে ২ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে এলিসে পেরি ও রাঘবী বিস্ট দলকে লড়াইয়ে ফেরান। পরে পঞ্চম উইকেট জুটিতে রিচা-কণিকা আহুজার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে শেষ হাসি হাসে স্মৃতি মান্ধানার দল। বঙ্গতনয়া রিচা মাত্র ২৭ বলে ৬৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন।

ম্যাচের পর রিচাদের ব্যাটিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দলের স্মৃতি বলেছেন, 'রিচারা গত কয়েকদিন নেটে যেভাবে ব্যাটিং করেছিল, এদিনও সেইভাবে ব্যাটিং করেছে। ওরা যেভাবে ব্যাট করেছে সত্যি আশ্চর্যজনক। ওদের পারফরমেন্সে আমি খুশি।'

ডব্লিউপিএলে আজ

গুজরাট জায়েন্টস বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ম্যাকলারেন-আলবার্তোর দর্শনীয় গোলে কেরালা-বধ মোহনবাগানের

লিগ-শিল্ড থেকে দূরত্ব ৩ পয়েন্ট

কেরালা ব্লাস্টার্স-০
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩
(ম্যাকলারেন-২ ও আলবার্তো)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আগামী ২৩ তারিখ নিশ্চিতভাবেই সবুজ-মেরুন আবির নিয়ে প্রাক-বসন্ত উৎসবের জন্য এদিন থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছেন বাগান সমর্থকরা।

লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ এখন তাঁদের থেকে মাত্রই করমর্দন দূরত্বে। পরের ম্যাচে ওডিশা এফসি-কে হারালেই সরাসরি চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এদিন জয়ের প্রধান কারিগর জেমি ম্যাকলারেন। কেন তিনি 'এ' লিগের সবাধিক গোলস্কোরার, বুঝিয়ে দিলেন দুটো দর্শনীয় গোলে। এদিন দল যখন বেশ চাপে তখনই গোলের দরজা খুলে দলকে চ্যাম্পিয়নশিপের দরজায় পৌঁছে দেন ম্যাকলারেন। প্রতিটি ডার্বিতে গোল। প্রয়োজনের সময়ে প্রতিবার কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার তাঁর উপর রাখা আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন। এরপর কি আর তাঁর অসাধারণত্ব নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে? প্রথম গোল ২৮ মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে। নাছোড় মনোভাব দেখিয়ে গায়ে লেগে থাকা আদ্রিয়ান লুনার

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস জেমি ম্যাকলারেনের।

কাছে দুইবার পরাস্ত হয়েও বল কেড়ে নিখুঁত নীচু ক্রসের জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে লিস্টন কোলাসোকেও। গায়ে এক ডিফেন্ডারকে নিয়ে ম্যাকলারেন পায়ে বল জমানোর চেষ্টা করতেই মাটিতে পড়ে যান গোলরক্ষক শচীন সুরেশ। সেটা দেখেই বুটের ডগা দিয়ে গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে বল গোলে পাঠান। ৪০ মিনিটের দ্বিতীয়টা দুই অজির কেরামতিতে। জেসন কামিংসের হেড কোয়ামে পেপরা মাথা দিয়ে নামানোর চেষ্টা করতে ফের তুলে নিয়েই থ্রু বাড়িয়ে দেন তিনি। আসলে কামিংস সতীর্থের দৌড়টা আগেই দেখে নেন। বক্সের বাইরে থেকে চলতি বলে ম্যাকলারেন বাঁ পায়ের ফ্লিকে দর্শনীয় গোল করে বিরতির আগেই ২-০ এগিয়ে দেন দলকে। ৬৬ মিনিটে তিন নম্বর গোল করে দেন আলবার্তো রডরিগেজ। বক্সের ডানদিক থেকে নেওয়া কামিন্সের ফ্রি কিক থেকে দীপক টাংরির নেওয়া শট প্রতিহত হয়ে ছিটকে চলে যায় বক্সের মধ্যে দাঁড়ানো আলবার্তোর কাছে। সমর্থকদের প্রিয় 'মনস্টার' কৃতজ্ঞচিত্তে নিজের পাঁচ নম্বর গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

অথচ শুরুটা দেখে মনে হয়নি প্রথমার্ধেই জয় নিশ্চিত করে ফেলতে পারবে মোহনবাগান। টম অ্যালড্রেড ফিরে আসেন এই ম্যাচে। কিন্তু মাঝমাঠ খানিকটা কমজোরি মনে হচ্ছিল সাহাল আব্দুল সামাদ ও অনিরুদ্ধ থাপা একসঙ্গে না থাকায়। এই সব কারণেই সম্ভবত এদিন নিজেদের ঘরের মাঠে লুনা, জেসুস জেমিনেজ বা পেপরারা শুরুরদিকে বেশ চাপে রাখছিলেন সবুজ-মেরুন ডিফেন্সকে। কিন্তু তাঁদের আক্রমণ দিশা পায়নি। ওই সময়ে দুই প্রান্তে মনবীর সিং ও লিস্টনরা খেলাটা ছড়িয়ে দিতে না পারা এবং মাঝমাঠে একা আপুইয়ার পক্ষে একসঙ্গে ডিফেন্সে সাহায্য করা ও থ্রু বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। কামিংস চেষ্টা করলেও খেলা তৈরি করতে পারছিলেন না। ম্যাকলারেনের নড়াচড়াও নজরে পড়ছিল না। কিন্তু কথায় বলে জাত স্ট্রাইকার গোলের রাস্তাটা ঠিকই খুঁজে নেন। প্রথমার্ধেই ০-২ পিছিয়ে থেকেও হাল ছাড়েনি কেরালা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে বল পজেশনে এগিয়ে থেকেও মোহনবাগান ডিফেন্সে বা বিশাল কেইথের মনঃসংযোগে চিড় ধরাতে ব্যর্থ ইয়েলো আর্মি। নিজেদের মাঠে শেষমুহূর্তের গোলে জিতলেও এদিন কোচিতে আধিপত্য রেখে জয় ও ক্লিনশিটের লক্ষ্যে সফল সবুজ-মেরুন বাহিনী।

আসলে কী ডিফেন্স কী আক্রমণ, এবারের মোহনবাগান স্বয়ংসম্পূর্ণ চ্যাম্পিয়ন হিসাবে শুরু থেকেই নিজেদের তুলে ধরতে পেরেছে। ২১ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট এবং ৪২ গোল করে মাত্র ১৪টা গোল হজম। একটা চ্যাম্পিয়ন দল তো এই রকমই হয়ে থাকে!

মোহনবাগান : বিশাল, দীপেন্দু, টম, আলবার্তো, শুভাশিস, মনবীর (আশিক), আপুইয়া, টাংরি (অভিষেক), লিস্টন (সুহেল), কামিংস (পেত্রাতোস) ও ম্যাকলারেন।

লিভারপুলকে খোঁচা দিলেন গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৫ ফেব্রুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে খেতাবি দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। আরেকদিকে বড়সড়ো অঘটন না ঘটলে লিভারপুলের শিরোপা জয় সময়ের অপেক্ষা। এই পরিস্থিতিতেও অল রেডদের খোঁচা দিতে ছাড়লেন না সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

এই ম্যান সিটিই শেষ কয়েক মরশুম স্বপ্নের সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ২০১৭-'১৮ মরশুমে ১০০ পয়েন্টে অর্জন করে প্রিমিয়ার লিগ জিতেছিল সিটিজেনরা। সেই প্রসঙ্গ টেনে পেপ বলেছেন, 'ইংল্যান্ড ফুটবলের প্রায় সব নজিরই আমাদের। কোন ক্লাব ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারে দেখতে চাই। টানা চারবার লিগ জয়ের রেকর্ড গড়তে পারবে কোনও দল?'

আসলে লিভারপুল এবার লিগ জিতলেও সিটির রেকর্ডের ধারেকাছেও যেতে পারবে না বলে জানিয়েছেন পেপ। বলেছেন, 'আমরা একটা মাইলফলক তৈরি করে প্রভাব দেখিয়েছিলাম। লিভারপুল ৯৯ পয়েন্ট পেলেও ১০০ পাবে না।' তবে এই মরশুমে নীল ম্যাঞ্চেস্টার যে খেতাবি লড়াই থেকে প্রায় ছিটকে গিয়েছে ম্যান সিটি, সেটাও মেনে নিয়েছেন গুয়ার্দিওলা।

বড় জয় সিটির, আর্সেনাল ১৫ ম্যাচ অপরাজিত

লেস্টার, ১৫ ফেব্রুয়ারি : লেস্টার সিটিকে ২-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক পরিবর্ত হিসেবে নামা মিকেল মেরিনো। ৮১ ও ৮৭ মিনিটে দুই গোল করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। জয়ের সুবাদে প্রিমিয়ার

হ্যাটট্রিক করে সেলিব্রেশনে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ওমর মারমৌশ।

লিগে টানা ১৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকল মিকেল আর্তেতার দল। লিগ শীর্ষে থাকা লিভারপুলের সঙ্গে আর্সেনালের পয়েন্টের ব্যবধান হল ৪। যদিও আর্সেনাল ১ ম্যাচে বেশি খেলেছে। লিভারপুলের পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৫৭।

আর এক বড় ক্লাব চেলসি ০-৩ গোলে হেরেছে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিরুদ্ধে। ২৭ মিনিটে ব্রাইটনের প্রথম গোল কাউরু মিতোমার। ৩৮ ও ৬৩ মিনিটে ইয়ানকুবা মিনতেহ জোড়া গোল করেন।

অন্য ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৪-০ গোলে জিতেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। ১৯-৩৩ এই ১৪ মিনিটের মধ্যেই হ্যাটট্রিক সারেন সিটির নয়া মিশরীয় স্ট্রাইকার ওমর মারমৌশ। ৮৪ মিনিটে তাদের চতুর্থ গোলটি জেমস ম্যাকাটির।

প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ। শনিবার সুপার সিক্সের শেষ ম্যাচে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবকে তরুণ তীর্থ ২ উইকেটে হারাতেই কিশোরের খেতাব জয় নিশ্চিত হয়। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'ইউনাইটেড ও কিশোর দুটো দলই ৮ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছে। তবে রানরেটে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হল কিশোর। আগামী মরশুমে ওরা সুপার ডিভিশনে খেলবে।'

খেতাব জয়ের উৎসব শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের। চাঁদমণি মাঠে।

চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে ইউনাইটেড ৪১.৫ ওভারে ১৫৫ রানে অল আউট হয়। কিশোর ভগৎ ৫০ ও কুমার রায় ৩১ রান করেন। ম্যাচের সেরা প্রতীক মুখোপাধ্যায় ৩০ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে তরুণ ৪৩ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৭ রান তুলে নেয়। মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ৪৩ ও পীযূষ সিংহ ৩৪ রান রেখে এসেছেন। তন্ময় রায় ৪০ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। মনোজবাবু বলেছেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন না পেলেও ১৫ ফেব্রুয়ারিতেই প্রথম ডিভিশন শেষ করতে সাহায্য করার জন্য পরিষদের সচিব ও কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের ধন্যবাদ। একইভাবে প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিলিগুড়ি আম্পায়ার্স অ্যান্ড স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশনেরও অভিনন্দন প্রাপ্য।'

NOTICE

Medical Record for the year 2013 and 2014 will be destroyed after 10 days. If anybody have queries please contact MRD Dept. of Anandaloke Multi Speciality Hospital, Sevoke Road, Siliguri. Ph. 8348345333

স্মৃতির উদ্দেশে

শ্রীরাইধনী রায়

প্রাক্তন শিক্ষিকা, জলপাইগুড়ি
প্রয়াণঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১

এসেছে ফিরে বেদনার সেদিন, যেদিন অনন্তে তুমি হয়েছো বিলীন। 'তুমি রবে নীরবে' মোদের সবার হৃদয়ে ব্যথা ভরা স্মরণে। আজ চতুর্দশ প্রয়াণ দিবসে তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায় - নিখিল, সায়ন্তনী, রাজর্ষি, রিশানী ও পরিজনেরা।

নিউ মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি।